উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৬,১৭১.০৮ (-১২২.৫২)

নিফটি : ২৩,০৪৫.২৫ (-২৬.৫৫)

নারকীয় অত্যাচার

নবাগত পড়ুয়াদের পোশাক খুলিয়ে চলত মারধর। ডাম্বেল বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত যৌনাঙ্গে। শেষমেশ র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল কেরলের নার্সিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের পাঁচ পড়ুয়া। » ৭

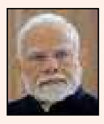

মোদির বিমানে হুমকি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিনদিনের ফ্রান্স সফর সেরে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। তার আগে তাঁর বিমানে জঙ্গি হামলার হুমকি দেওয়া ফোন এল। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৭° সর্বোচ্চ / ১১° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ / ১০° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ / ১১° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ / ১১° সর্বনিম্ন

রানে ফিরলেন বিরাট, জেতালেন শুভমান » ১২

৩০ মাঘ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 13 February 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 265

ডিএ দিয়ে জয়ঢাক

রাজ্যের সমস্ত মানুষের কথা মাথায় রেখেই এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেকার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের এই দুর্মূল্যের বাজারে ঠকিয়েছে রাজ্য সরকার।

-শুভেন্দু অধিকারী

রাজ্য বাজেট ২০২৫-'২৬

উত্তরবঙ্গের প্রাপ্তি
৮৬৬.২৬ কোটি
(সার্বিক উন্নয়নে)

রাজ্যে মোট বরাদ্দ
৩,৮৯,১৯৪.০১ কোটি

বড় চমক

- সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা ৪ শতাংশ বৃদ্ধি। ২০২৫-এর ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর
- মহার্ঘ ভাতা বেড়ে হল ১৮ শতাংশ
- কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা ৫৩ শতাংশ

উল্লেখযোগ্য

- লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা বাড়ছে না
- ৭০ হাজার আশাকর্মীকে স্মার্টফোন। বরাদ্দ ২০০ কোটি
- বাংলার বাড়ি আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে। বরাদ্দ ৯৬০০ কোটি
- নদীবন্ধন নামে নতুন প্রকল্পে ২০০ কোটি। ভাঙন প্রতিরোধ এই প্রকল্পে

অন্যান্য

- গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতে ৪৪ হাজার কোটি
- পথশ্রী প্রকল্পে গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে ১৫০০ কোটি
- কৃষিতে ১০ হাজার কোটি
- কৃষি বিপণনে ৮২৬ কোটি
- স্বাস্থ্য খাতে ২১ হাজার ৩৫৫ কোটি
- উচ্চশিক্ষায় ৬,৫৯৩.৫৮ কোটি
- স্কুলশিক্ষায় ৪১,১৪৩.৭৯ কোটি

গ্রামমুখী বাজেট

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা বাড়ল না বটে। কিন্তু রাজ্য বাজেট কার্যত গ্রামমুখীই। গ্রামোন্নয়নে বাজেটের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৪ হাজার কোটিরও বেশি বরাদ্দ করল তৃণমূল সরকার। যেখানে নগরোন্নয়নে বরাদ্দের পরিমাণ সাড়ে ১৩ হাজার কোটিরও কম। শুধু সাধারণভাবে গ্রামীণ উন্নয়নে নয়, ভাগে ভাগে নানা খাতে বরাদ্দেও আছে গ্রামের প্রতি নজর।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পেশ করা বাজেটের অন্যতম দুটি বড় দিক হল পথশ্রী ও বাংলার বাড়ি প্রকল্প। গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ হয় পথশ্রী প্রকল্পে। সেই খাতে চন্দ্রিমার বরাদ্দ ১৫০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্য সরকার গ্রামে বাড়ি তৈরি করে দিতে শুরু করেছে গত বছরেই।

চলতি বছরের বাজেটে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে রাজ্য সরকারের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। ওই প্রস্তাব কার্যকর করতে বরাদ্দ হয়েছে ৯৬০০ কোটি টাকা। এছাড়া কৃষিখাতে ১০ হাজার কোটি, ধান ক্রয়কেন্দ্র নির্মাণে ২০০ কোটি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি খাতে

৭৯৮ কোটি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে ১২৭২ কোটি ইত্যাদির ফোকাস সেই গ্রামাঞ্চল।

নদীবন্ধন নামে যে নতুন প্রকল্পে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে, তাতেও উপকৃত হবে রাজ্যের গ্রামগুলিই। কেননা, নদীভাঙন সাধারণভাবে গ্রামের সমস্যা। ওই সমস্যা প্রতিরোধের প্রস্তাব রয়েছে নদীবন্ধনে। যে ৭০ হাজার আশাকর্মীকে স্মার্টফোন দেওয়ার জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তাঁদের বাড়ি ও কর্মস্থল গ্রামেই।

অর্থ প্রতিমন্ত্রীর বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের কয়েকশো কোটি টাকা পাওনা। রাজ্য সরকার তাও নিজস্ব তহবিল থেকে একাধিক সামাজিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। রাজ্যের সমস্ত মানুষের কথা মাথায় রেখেই এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে।' চন্দ্রিমাও বাজেট ভাষণে বারবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার উল্লেখ করে বোঝানোর চেষ্টা করেন, তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার জনকল্যাণে একাধিক প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ রেখেই যে এই গ্রামমুখী বাজেট, তাতে সন্দেহ নেই। ২৯৪টি বিধানসভা আসনে গ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৭০টিরও বেশি আসনে গ্রামীণ ভোটারদের ওপর নির্ভর করে সার্বিকভাবে রাজ্যের শাসক নির্ধারণ। *এরপর দশের পাতায়*

রাষ্ট্রসংঘের কাঠগড়ায় হাসিনার 'অত্যাচার'

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি : শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গুম, খুন সহ নানাবিধ মানবাধিকার অপরাধে অন্তর্বর্তী সরকারের তত্ত্বেই সিলমোহর পড়ল রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের রিপোর্টে। ইউনূস সরকারের প্রথম দিন থেকে দাবি ছিল, গত জুলাই-অগাস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ছাত্র-জনতাকে নির্বিচারে খুন করেছিল হাসিনা সরকার।

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টেও জানাল, ছাত্র আন্দোলন দমনের নামে গত বছরের ১ জুলাই থেকে ১৫ অগাস্টের মধ্যে ১৪০০ মানুষকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে বাংলাদেশে। এছাড়া হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের সিংহভাগের মৃত্যু হয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে। নিহতদের মধ্যে ১২-১৩ শতাংশ শিশু ছিল। বুধবার জেনেভায় রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে।

রিপোর্টটি প্রকাশের দিনই বুধবার হাসিনার আমলের কুখ্যাত আয়নাঘর দেখতে গিয়েছিলেন ইউনূস। ঢাকায় ওই আয়নাঘরগুলি দেখে তিনি

আয়নাঘরে সদলবলে ইউনূস

বলেন, 'যেসব খুপরিতে বন্দিদের রাখা হত, গ্রামে মুরগির খাঁচাও তার থেকে বড় হয়। সামান্যতম মানবাধিকার থেকেও বন্দিদের বঞ্চিত রাখা হত।' ইউনূসের সঙ্গে ছিলেন তাঁর সরকারের একাধিক উপদেষ্টা, ভুক্তভোগী বন্দি এবং দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কথায়, 'আয়নাঘরের ভিতরের দৃশ্য খুব বীভৎস। এখানে মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই। যা হয়েছে তা নৃশংস। এটা কি আমাদের সমাজ! বিনা দোষে হাতে বিস্ফোরক ধরিয়ে সন্ত্রাসী, জঙ্গি বলে রাখা হত।' ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, '৭০০-৮০০ আয়নাঘর আছে। সব খুঁজে বের করা হবে।' আয়নাঘর পরিদর্শনে ইউনূসের সঙ্গী ভারতীয় সাংবাদিক অর্ক দেব একটি ইলেক্ট্রিক চেয়ারের ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে লিখেছেন, 'ফ্যাসিবাদের জননী শেখ হাসিনার আয়নাঘরের একটি কক্ষে এই চেয়ার (আজারগাঁও অঞ্চলে) হাই ভ্যালু বন্দিদের ইলেক্ট্রিক শক দিতে ব্যবহার হত।'

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত বছর ১৮ জুলাই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরের চাহিদায় পড়ল না আলো

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্টেডিয়াম, ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য কৃষিপ্রকল্প- চাহিদার তালিকাটা বেশ লম্বা। তবে রাজ্য বাজেটে উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদা করে কোনও ঘোষণা না হওয়ায় হতাশ বিভিন্ন মহল। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের এটাই ছিল শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ হয়েছে। তার বাইরেও উত্তরবঙ্গের জন্য বড় প্রকল্পে পৃথক বরাদ্দ হবে বলেই আশাবাদী ছিলেন উত্তরবঙ্গবাসী। তা না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ।

উত্তরের জেলাগুলিতে লক্ষ-লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। জেলাতেই তাঁদের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। ফিরে আসতে বলেছিলেন গ্রামে। এদিনের রাজ্য বাজেটে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কোনও প্রকল্প বা বরাদ্দ মেলেনি। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধীরা। প্রাক্তন মন্ত্রী এবং সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যর কথা, 'মুখে বড় বড় বুলি আওড়ালেও বাজেটে কর্মসংস্থানের কথা নেই। মূল্যবৃদ্ধি রোধেও কোনও পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়নি। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্প হবে বলে এখানকার মানুষ আশা করে থাকেন। এবারের বাজেটে সেসব কিছুই নেই।' যদিও শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গৌতম দেব বাজেটকে বাস্তবমুখী বলেছেন। তাঁর যুক্তি, 'উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে ৮৮৬ কোটি দেওয়া হয়েছে। পর্যটন, স্বাস্থ্য- সব ক্ষেত্রেই প্রচুর অর্থবরাদ্দ হয়েছে।'

উত্তরবঙ্গে ধুঁকতে থাকা অর্থকরী ফসল তামাক, পাট নিয়েও আলাদা করে বাজেটে কোনও শব্দ খরচ করা হয়নি বলেই জানিয়েছেন বিধায়কদের একাংশ। হলদিবাড়ির টমেটো বা বিধাননগরের আনারস প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে বছরের পর বছর নানা গল্প শোনানো হলেও তারজন্য মেলেনি অর্থ। পাহাড়ের সিঙ্কোনা, কমলালেবুর জন্যও আশার কথা শোনানো হয়নি। রাজ্য বাজেটকে হতাশার বাজেট বলেই উল্লেখ করেছেন নর্থবেঙ্গল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গের চা বাগিচা, পর্যটন নিয়ে কোনও দিশা অর্থমন্ত্রী দেখাতে পারেননি। *এরপর দশের পাতায়*

শাহি স্নান

মাঘীপূর্ণিমায় ডুব মহাকুম্ভে। প্রয়াগে বুধবার। -এএফপি

নার্সিংহোমে 'অচল' স্বাস্থ্যসাথী

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১২ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ারের নিউটাউনের পরিতোষ দাস হোক কিংবা মধ্যপাড়ার দীপালি সাহা, অথবা কলেজপাড়ার সুব্রত রায়- তাঁদের মধ্যে মিল কোথায়? মিল স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড নিয়ে ভোগান্তিতে। সকলেই স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড নিয়ে আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন নার্সিংহোমে গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে। ব্যর্থ হয়েছেন।

ভাঙাপুল সংলগ্ন জেলা হাসপাতালের রাস্তার বাঁদিকে পরপর দুটি নার্সিংহোম রয়েছে। এছাড়াও হাসপাতাল চত্বরকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি নার্সিংহোম গড়ে উঠেছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের উপভোক্তাদের অভিযোগ, কোনও নার্সিংহোমেই স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড দিয়ে চিকিৎসা করানো হয় না। চিকিৎসা করাতে গেলে লাগে নগদ টাকা। বারবার এমন অভিযোগ ওঠায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসনও। বৃহস্পতিবার এব্যাপারে নার্সিংহোমগুলির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসবে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুব্রত রায় চলতি মাসের ৩ তারিখ ভাঙাপুল সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড নিয়ে ভাঙা পায়ের অপারেশন করাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু, ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ সুব্রতকে সাফ জানিয়ে দেয় স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিয়ে চিকিৎসা করানো যাবে না। নগদ টাকা দিন। নাহলে রাস্তা দেখুন। একইরকম সমস্যার মধ্যে পড়েছেন পরিতোষও। তিনি অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন করাতে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যসাথীর ভরসায়। হয়নি।

জটিল কিংবা ছোটখাটো

সমস্যা কোথায়

- ভাঙা পায়ের অপারেশন হোক বা অ্যাপেনডিক্স, স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড নেওয়া হচ্ছে না
- ডায়ালিসিসের ক্ষেত্রেও এই কার্ডের সুবিধা মিলছে না
- সমস্যায় পড়েছেন দুঃস্থ রোগীরা
- মোটা টাকা দিয়েই নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে

অপারেশন, অথবা গর্ভবতীদের প্রসব কিংবা মারণ রোগের চিকিৎসা- কোনও ক্ষেত্রেই চলবে না রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড। স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড নিয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবায় শহরের নার্সিংহোমগুলো কার্যত এমন ফতোয়া জারি করে দিয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

শারদোৎসবের প্রস্তুতি মাঘেই

ঢাকে পড়ল কাঠি

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১২ ফেব্রুয়ারি : এখনও মাঘ মাস শেষ হয়নি। ক্যালেন্ডারের পাতায় শীতকাল। অথচ তারই মধ্যে শারদোৎসবের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল আলিপুরদুয়ারে। সরস্বতীপুজোর রেশ মেলাতে না মেলাতেই দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিল আলিপুরদুয়ার জংশনের যুব সংঘ কালীবাড়ি।

বুধবার সকালটা ছিল মেঘলা মেঘলা। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। শেষ মাঘে শীতের কামড়টা ভালোই অনুভব করছিলেন আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দারা। মাঘ মাসের সকালে ঢাকের আওয়াজ শুনে তো নাগরিকটা হতবাক হয়ে যান। দুর্গাপুজো আসতে এখনও ২০০ দিনেরও বেশি বাকি। এত আগে থেকেই কেন তাঁরা দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন? উত্তরে উদ্যোক্তারা মুচকি হাসি হাসছেন। আর বলছেন, এবার পুজোয় নাকি চমকে দেবে যুব সংঘ।

প্রত্যেক বছরই জাঁকজমক করে দুর্গাপুজোর আয়োজন করার ক্ষেত্রে জংশনের এই ক্লাবটির নাম অবশ্য শহরের সকলেরই কমবেশি জানা। গত বছরও তো বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ গড়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল যুব সংঘ। একাধিক পুরস্কারও এসেছিল ঝুলিতে। এদিন ছিল যুব সংঘ কালীবাড়ির ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবস। আর দুর্গাপুজোর আয়োজনের ক্ষেত্রে এটা তাদের ৭৭তম বর্ষ। কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা দিবসেই এদিন শোভাযাত্রা করে দুর্গোৎসবের আয়োজন শুরু করে দিল তারা।

যুব সংঘের শোভাযাত্রা। আলিপুরদুয়ারে বুধবার। -সংবাদচিত্র

গতবারের সাফল্য ধরে রাখতে এবার আগেভাগেই পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা, বলছিলেন যুব সংঘের পুজো উদ্যোক্তারা। এবারের থিম কী হবে? সেব্যাপারে খোলসা করে না বললেও ক্লাবকর্তারা বলছেন, ওড়িশা বা দক্ষিণ ভারতের কোনও মন্দিরের আদলে মণ্ডপ হতে পারে। মণ্ডপ ও প্রতিমার ক্ষেত্রে অনেক চমক থাকছে। সেইসঙ্গে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জাও থাকতে চলেছে। যুব সংঘ কালীবাড়ির সভাপতি দিলীপকুমার রায় বললেন, 'আগামী জুলাই মাসে আমাদের খুঁটিপুজো হবে। তখনই জানানো হবে থিম।'

এদিন সকালে আলিপুরদুয়ার জংশনের ডিআরএম মাঠ থেকে যুব সংঘ কালীবাড়ির মাঠ পর্যন্ত প্রায় *এরপর দশের পাতায়*

সরকারি খয়রাতিতে সর্বনাশ, মত কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জীবিকা না থাকলেও জীবন ঠিক চলে যাচ্ছে। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি বদান্যতায় পেটে ভাতের অভাব হচ্ছে না। ভোটে জিতে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিযোগিতা চলছে এই বদান্যতায়। কিন্তু এই পাইয়ে দেওয়ার সংস্কৃতি মানুষের সর্বনাশ করছে বলে বুধবার মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, অনায়াসে সব পেয়ে যাওয়ায় মানুষ আর কাজ করতে চাইছে না। বিনামূল্যে খাবার পেলে, বিনাশ্রমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভরে গেলে আর পরিশ্রম করার প্রয়োজন কী! বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ'র বেঞ্চ মনে করছে, 'এতে কায়িক ও মানসিক শ্রমের মূল্য কমে যাচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে সমাজের।'

বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে এই 'খয়রাতি সংস্কৃতি' এখন ভারতের আদত হয়ে গিয়েছে। ভোট এলে বিনা পয়সায় র‍্যাশন, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়। *এরপর দশের পাতায়*

ও মোর মাহুতবন্ধু রে...

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : 'ও তো চম্পাকলিকে আমার থেকেও বেশি ভালোবাসে।' বলছিলেন হেনতা। স্বামীকে 'ভাগ' করে নেওয়ার কথা বলছেন বটে, কিন্তু হেনতার মুখে অনাবিল হাসি। পাশে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন রবি বিশ্বকর্মাও। তাঁর বিরুদ্ধেই তো এই 'গুরুতর অভিযোগ' উঠেছে। তবে অভিযোগ একবাক্যে মেনে নিলেন রবি। 'ওর জন্য আমার মন কাঁদে। চম্পাকলিকে ছেড়ে একদিনের জন্যও কোথাও যেতে মন চায় না।'

রবির সঙ্গে হেনতার বিয়ে হয়েছে ৩০ বছর আগে। বারকয়েক শ্বশুরবাড়ি গিয়েছেন। তাছাড়া আজ পর্যন্ত একটি দিনের জন্যও অন্য কোথাও স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে যাননি রবি। কারণ ঘুরতে গেলেই তো দেখতে পাবেন না তাঁর আদরের চম্পাকলিকে। সে বেচারা কষ্ট পাবে। ও কী খাবে, কোথায় কীভাবে থাকবে এই চিন্তায় ঘুম উড়ে যায় তাঁর। চম্পাকলিও নিশ্চয় সেই টান বোঝে। বিশ্বাস করেন রবি। মুখে বলতে পারে না, সেকথা আলাদা।

স্বামী ছুটি নেন না, কোথাও নিয়ে যান না, তা নিয়ে কোনও আক্ষেপ বা অভিযোগ নেই হেনতার। তিনিও তো জানেন, প্রায় তিন দশক ধরে মাহুতের দায়িত্ব সামলানো চারটিখানি কথা নয়। ১৯৯১ সালে প্রথম পিলখানায় পাতাওয়ালা হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন রবি। সেই শুরু। ১৯৯৪ সালে মেনকা হাতির সঙ্গে মাহুত হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। এরপর সেই ২০০০ সাল থেকে আজ অবধি কুনকি চম্পাকলির দেখভালের ভার তাঁর ওপর।

এমনিতে চম্পাকলিকে কোনও হেঁজিপেঁজি ভাবলে ভুল হবে। কুনকিদের মধ্যে সেও স্পেশাল। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর রয়েছে বিখ্যাত হলং সেন্ট্রাল পিলখানা। এখানকারই বাসিন্দা চম্পাকলি। সেই হাতি বহু অনাথ হস্তীশাবককে মাতৃদুগ্ধ দিয়ে বড় করে তুলেছে। তাই বনকর্তাদের কাছে তার কদরই আলাদা। রবির যেমন একদিনের জন্যও চম্পাকলিকে ছেড়ে থাকতে ভালো লাগে না, তেমনি রবিকে না দেখলে চম্পাকলিও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। সহকর্মীরা বলেন, *এরপর দশের পাতায়*

১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভালোবাসার সপ্তাহ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সময়কালে রোজই থাকবে অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প। আজ জলদাপাড়ার এমনই এক অন্য কাহিনী

চম্পাকলির পিঠে মাহুত রবি বিশ্বকর্মা।

পেটপুজো।। বালুরঘাট শহরে শিশু উদ্যানে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়। বুধবার।

সিঙ্গুর হতে দেবেন না, রাজ্যকে বার্তা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : 'এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।' দ্বিতীয় সিঙ্গুর হতে দেবেন না। বুধবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এমনই ক্ষোভের সুর শোনা গেল পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের মুখে।

সম্প্রতি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমিকে পর্যটনের আওতায় আনা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই গর্জে উঠল পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানের শ্রমিক সহ বিভিন্ন সংগঠনগুলি। ইতিমধ্যেই এই ঘোষণার পর পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানের সকলকে এক ছাতার নীচে আনতে তারা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি গঠন করেছে। বুধবার সংগঠনের তরফে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেখানেই সংগঠনের নেতাদের মুখে এমন হুঁশিয়ারি শোনা যায়। চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি চা পর্যটনে ব্যবহার করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এসব জমিতে হোমস্টে, রিসর্ট নির্মাণ করা হবে বলে তিনি জানান। আর এই ঘোষণার পরেই নড়েচড়ে বসেছে সংগঠনগুলি।

বৈঠকে আদিবাসী গোর্খা ক্ষেত্র সমিতির সভাপতি সগন মোক্তান বলেন, 'প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আমরা বিকাশ চাই না। বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের জমি দখল করে ব্যবসা করবে আর আমরা কী করব? আমাদের লোভ দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।' চা বাগানের সমাজকর্মী অর্জুন ইন্দোয়ার বক্তব্য, 'চা বাগানে ৩০ শতাংশ জমি নিতে হলে বাগানের মানুষদের উচ্ছেদ করতে হবে। নাহলে বাগান তুলে ফেলতে হবে। পূর্বপুরুষদের জমি ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না। ৩০ শতাংশ জমি ব্যবহার করলে চা বাগান ধ্বংস হয়ে যাবে।' সংগঠনের সদস্যদের কথায়, কোনওমতেই ৩০ শতাংশ চা বাগানের জমিতে হোমস্টে, রিসর্ট নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন।

Mekhliganj Panchayat Samity
Changrabandha, Cooch Behar
Notice Memo No. 81 dated 10.02.2025
On behalf of Mekhliganj Panchayat Samity, sealed bids are hereby invited from the bonafide business person under Mekhliganj Panchayat Samity for lease of 4nos. of Stalls at Panchayat Samity Office Campus.
Date of submission of bid from 10.02.2025 to 21.02.2025
Time 11.00 am to 3.00 pm
Intending bidders may check the details available in the Notice Board of Mekhliganj Panchayat Samity.
Sd/- Executive Officer
Mekhliganj Panchayat Samity

বাংলাদেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার হিড়িক

চ্যারাবান্ধা চেকপোস্টে ভিড়

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রায় এক বছর হতে চলল, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কে অবনতি ঘটেছে। যার উন্নতির কোনও লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। এরই মাঝে অশান্ত বাংলাদেশের ফরিদপুরের আটরশিতে আগামী ১৫ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়া বিশ্ব ওলি খাজা বাবা ফরিদপুরির বিশ্ব উরস শরিফ উপলক্ষ্যে ভারত থেকে বহু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ যোগ দিচ্ছেন। বুধবার চ্যাংরাবান্ধা চেকপোস্ট দিয়ে অন্তত ১৭০ জন ভারতীয় মুসলিম এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশে বাংলাদেশে রওনা হন।

চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের এক আধিকারিক বলেন, 'ভিসা সমস্যার জেরে যাত্রী যাতায়াত কম চলছে বহুদিন থেকে। এদিন বহুদিন পর একসঙ্গে এত যাত্রী ওপারে গেলেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ট্যুরিস্ট ভিসাতেই ওপারে গিয়েছেন বিশ্ব উরস শরিফে অংশ নিতে। প্রত্যেক বছরই এদেশ থেকে লোকজন যান ওই অনুষ্ঠানে।'

এদিন বহুদিন পর চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশনে আগের মতো চেনা ব্যস্ততা লক্ষ করা গিয়েছে। কোচবিহারের শীতলকুচির বড়মরিচার আবদুল মালেক মিয়াঁর কথায়, 'ধর্ম পালন করতেই আমরা বাংলাদেশে যাচ্ছি। আমাদের প্রায় ৬০-৬৫ জনের দল রয়েছে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে। পাসপোর্ট নিয়েই আমরা যাচ্ছি। প্রত্যেক বছর এই অনুষ্ঠানে যাই বিভিন্ন জায়গার উলেমাদের বক্তব্য শুনতে।'

অসমের ধুবড়ি থেকে ফরিদপুরের উদ্দেশে এদিন রওনা হয়েছেন আপিয়া বিবি। তিনি বললেন, 'ওদেশে শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে যাওয়াই নয়, যে আত্মীয়রা ওখানে রয়েছে এই অনুষ্ঠানে গেলে তাদের সঙ্গেও দেখা হয়। তাই প্রত্যেক বছরই যাওয়ার চেষ্টা করি।'

এদিকে, এদিন এত লোকসমাগম হওয়ায় চেকপোস্ট এলাকার বিভিন্ন দোকানে ভালোই বিক্রিবাটা হয়েছে। স্থানীয় ভাতের হোটেল মালিক বাপি ঘোষের কথায়, 'একসঙ্গে এত লোক বহুদিন পর দেখলাম। আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল, যখন বর্ডারে সবসময় ভিড় গিজগিজ করত। এখন তো লোকের আনাগোনাই দেখা যায় না। আজকে ক্রেতার ভিড়ে দোকান চালাতে দম ফেলার ফুরসত পাইনি।'

বাংলাদেশের ফরিদপুরে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য চেকপোস্টে লাইন।

বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্সে নিশ্চিত আয়

নিউজ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : ভারতের বিভিন্ন জীবনবিমা কোম্পানিগুলির মধ্যে অন্যতম বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্স নিয়ে এল 'বন্ধন লাইফ গ্যারান্টিড ইনকাম প্ল্যান।' এই জীবনবিমাটি দেশজুড়ে থাকা বন্ধন ব্যাংকের সমস্ত শাখাতে উপলব্ধ রয়েছে। এই প্রকল্পটি বিমা গ্রাহকদের প্রথম মাস থেকেই জীবনবিমা কভারেজের পাশাপাশি নিশ্চিত আয় প্রদান করবে।

প্রকল্পের সূচনা নিয়ে বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্সের এমডি এবং সিইও সতীশ্বর বি বলেন, 'বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্স এই প্রকল্প গ্রাহকদের আর্থিক সুরক্ষার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস প্রদান করবে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস এবং বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা প্রদানে সাহায্য করবে। আমরা বিশ্বাস করি, যে গ্রাহকরা আর্থিক স্থিতিশীলতা খুঁজছেন এই প্রকল্প তাঁদের চাহিদা পূরণ করবে।'

বন্ধন ব্যাংকের বিভিন্ন স্কিম বহু বছর থেকেই দেশজুড়ে সাড়া ফেলেছে। এই স্কিমটিও সেরকমই সাড়া ফেলবে বলে মনে করছে সংস্থাটি।

বাজারে এল মাহিন্দ্রার নেক্সট জেন এসইউভি

নিউজ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : মাহিন্দ্রার পরবর্তী প্রজন্মের বৈদ্যুতিক উৎস এসইউভি গাড়ি এক্সইভি নাইন ই এবং বিইসিক্স চৌরঙ্গি সল্টলেকের এনআর অটো-তে লঞ্চ করা হল। এটা ভারতীয় মোটরগাড়ি শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। ইনগ্লো ও মাহিন্দ্রা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্কিটেকচার দ্বারা পরিচালিত ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গ্রাহকদের মাহিন্দ্রার বৈদ্যুতিক গতিশীলতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

সংস্থার নতুন এই ইলেকট্রিক গাড়িগুলির ডিজাইন ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে। অনবদ্ধ লাইটিংয়ের সঙ্গে ইনফিনিট গ্লাস টপ গাড়িগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-০৫, তারিখ ঃ ২১-০১-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী নং. ০৩
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-০৫, তারিখ ঃ ২১-০১-২০২৫।
টেন্ডার নং. এম-টিএসকে-২০২৫-০৫ -এর জন্য সংশোধিত টেন্ডার শর্তাবলি জারি করা হয়েছে। বিডারদের ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

থ্রু পাসিং ট্রেনের কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ডিইএম/২০২৫/বি/৫৯৩২৮২৭; তারিখঃ ১০-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা "টু প্যাকেট সিস্টেম"-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ ৪ (চার) বছর সময়ের জন্য "ক্লিন ট্রেন স্টেশন" (সিটিএস) স্কিমের অধীনে হল্টের সময় কাটিহার প্ল্যাটফর্মে থ্রু পাসিং ট্রেনগুলির কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১৭,৮৭,৪৮,৫২৬.৮০ টাকা; বায়নার ধন ঃ ১০,৪৩,৭৫০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৮.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৮.৩০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিএমই/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

ভ্যালেন্টাইন পর্ব

কিস ডে উপলক্ষ্যে পান শটস, রেড ড্রাগন চিকেন তৈরি শেখাবেন সুদীপা করার দত্ত এবং সুরজিৎ দত্ত। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ আমাদের সংসার, ১০.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১.০০ নাগপঞ্চমী, বিকেল ৪.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, সন্ধে ৭.৩০ ফাইটার-মারব নয় মরব, রাত ১০.০০ মধুর মিলন, ১.০০ ঈগলের চোখ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মস্তান দাদা, দুপুর ২.০০ অভাগিনী, বিকেল ৫.৩০ শিমুল পারুল, রাত ৯.৩০ ওগো বধূ সুন্দরী, ১২.০০ বসু পরিবার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.০০ বর আসবে এখুনি, সন্ধে ৬.৪৫ কুলি, রাত ৯.৫০ ডিজে

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪১ খিচড়ি-টু, দুপুর ২.০৩ শাদি মে জরুর আনা, বিকেল ৪.৩৩ খট্টা মিঠা, সন্ধে ৭.৩০ সনম তেরি কসম, রাত ১০.১০ ঘোস্ট

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.০০ ফিরঙ্গি, দুপুর ২.০০ পেয়ার কিয়া নেহি জাতা, সন্ধে ৭.৩০ বাদশা রাসকাল, রাত ৯.৪৫ রুদ্র অবতার

জি সিনেমা : বেলা ১১.১৯ সূর্যা এস-থ্রি, দুপুর ২.০৯ হিম্মতওর, বিকেল ৫.০৫ আচার্য, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা, রাত ১১.১৪ মহাবলী-টু

কালার্স সিনেপ্লেক্স : বেলা ১১.২৭ পাওয়ার আনলিমিটেড-টু, দুপুর ২.০৪ দৃশ্যম-টু, বিকেল ৫.০৫ সীতা রাম, সন্ধে ৭.৫৮ আভেশম, রাত ১০.৩০ বীরম

এমএনএক্স : দুপুর ১২.১৫ সেট আপ, ১.৩৫ অ্যাসল্ট অন ওয়াল স্ট্রিট, বিকেল ৩.১৫ ড্রাগনবন-ইভোলিউশন, ৪.৪০ ভ্যাম্পায়ার সাক, সন্ধে ৭.৩০ লিটল মনস্টার্স, রাত ৯.০০ হারকিউলিস, ১০.৩৫ সাংহাই নাইটস

দৃশ্যম-টু দুপুর ২.০৪ কালার্স সিনেপ্লেক্স

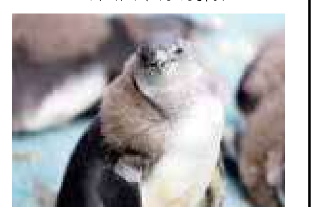

অ্যানিমাল প্ল্যানেট এক্সক্লুসিভ, সন্ধে ৭.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

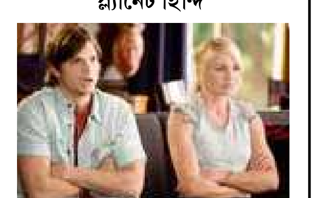

হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস সন্ধে ৭.২৫ রমেডি নাউ

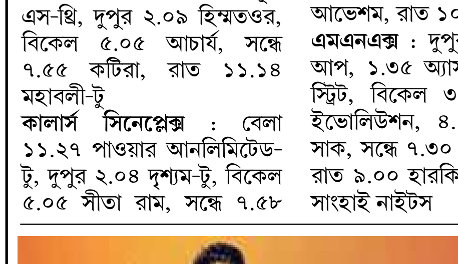

বোঝেনা সে বোঝেনা বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

অ্যাফিডেভিট

আমার ছেলে Sayan Barman-এর ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- WB-63 20170989833 dt.10-04-2017 আমার নাম ভুল থাকায় গত 10-02-2025 3rd court, সদর, কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Nagendra Barman এবং Nagen Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পেস্টারঝাড়, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। W.B. (C/114603)

•

আমি বিমল সরকার, পিতা বীরেন্দ্রনাথ সরকার, ঠিকানা- ওয়ার্ড নং ১, দিনহাটা, কোচবিহার, দিনহাটা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা বিমল কুমার সরকার নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং ৬৫৭ তাং ১১.০২.২০২৫। বিমল সরকার ও বিমল কুমার সরকার একই ব্যক্তি। (S/M)

এলার্জি টেস্ট

আপনি কি ক্রমাগত হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, সর্দি, শ্বাসকষ্ট বা চামড়ার এলার্জিগত সমস্যায় ভুগছেন? 16ই ফেব্রুয়ারি 2025, 11 A.M. -5 P.M., যোগাযোগ করুন - ডঃ ইন্দ্রনাথ ঘোষ (পালমোনোলজিস্ট)। আনন্দলোক হসপিটাল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি। মোঃ 8944972490 /9233516676. (C/114842)

যোগবানি ও টুন্ডলা জংশন-এর মধ্যে মহাকুম্ভ স্পেশাল ট্রেন

নিম্নলিখিত বিস্তৃত বিবরণ অনুযায়ী মহাকুম্ভ-২০২৫-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য ০৫৭১৮ / ০৫৭১৭ যোগবানি - টুন্ডলা জং. - যোগবানি মহাকুম্ভ স্পেশাল ট্রেনগুলি (টিওডি) চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে :

ট্রেন নং.- 05718 যোগবানি থেকে ১৪-০২-২০২৫ তারিখ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ

ট্রেন নং.- 05717 টুন্ডলা জং. থেকে ১৬-০২-২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ০১টি ট্রিপ

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
১৪.০২.২০২৫ (শুক্র)	----	18.40	যোগবানি	02.20	----	১৮.০২.২০২৫ (মঙ্গল)
	19.00	19.05	ফরবেসগঞ্জ	01.20	01.25	
	19.30	19.35	আররিয়া	00.50	00.55	
	19.45	19.50	আররিয়া কোর্ট	00.35	00.40	
	20.55	21.00	পূর্ণিয়া	23.30	23.35	১৭.০২.২০২৫ (সোম)
	21.50	22.00	কাটিহার	22.30	22.40	
	23.52	23.54	খাগড়িয়া	19.30	19.32	
১৫.০২.২০২৫ (শনি)	08.50	09.00	পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়	10.40	10.50	
	12.45	12.50	প্রয়াগরাজ	06.25	06.30	
	19.00	----	টুন্ডলা জং.	----	21.40	১৬.০২.২০২৫ (রবি)

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ নওগাছিয়া, মানসি, বেগুসরাই, বারাউনী জং., হাজিপুর, পাটলিপুত্র, দানাপুর, আরা, বক্সার, মির্জাপুর, ফতেহপুর, গোবিন্দপুরি এবং ইটাওয়া। গঠনঃ এসি-২টিয়ার (এক), এসি-৩টিয়ার (দুই), শয়ন শ্রেণি (সতেরো) এবং জিএসএলআর (দুই) = ২২টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

হাতি রক্ষায় কর্মশালা

আলিপুরদুয়ার, ১২ ফেব্রুয়ারি: রেল-হাতি সংঘাত রুখতে বন দপ্তরের সহযোগিতায় বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হল। বুধবার রেলের জোনাল ট্রেনিং স্কুলে হাতি সহ বন্যপ্রাণীদের আচার-আচরণ সম্পর্কে লোকো পাইলট ও সহকারী লোকো পাইলটদের সচেতন করেন বন দপ্তরের প্রতিনিধিরা।

ডুয়ার্সজুড়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে রেলের লাইন। এই লাইনের ওপর হাতির উঠে আসার ঘটনা, হাতির লাইন পারাপারের ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে। ট্রেনের ধাক্কায় যাতে কোনও হাতির মৃত্যু না হয়, সেজন্য সমন্বয় রেখে কাজ করে বন দপ্তর ও রেল। তারপরেও মাঝেমধ্যে অঘটন ঘটেই থাকে। রেল-হাতি সংঘাতের ঘটনা শূন্যে আনতেই রেলে ও বনদপ্তরের তরফে এই উদ্যোগ।

এদিনের আলোচনায় হাতিরা যখন রেল ট্র্যাক পারাপার করে তখন কী কী বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে, তা তুলে ধরা হয়। ডুয়ার্সের হাতিদের মতিগতি, আচরণ সম্পর্কে বনকর্মীরা রেলকর্মীদের বুঝিয়ে বলেন। হাতি কখন দল বেঁধে রেললাইন পার হয়, কখন একা একা পার হয়, তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়। রেললাইন পার হওয়ার সময় কী করণীয়, সেটাও বলা হয়। হাতি সর্বোচ্চ কত তীব্রতার শব্দ সহ্য করতে পারে, সেকথা জানান বনকর্মীরা।

এদিন ওই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এডিআরএম সাহেমলুং কামুই, সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপ, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়ার রেঞ্জ অফিসার নুর ইসলাম প্রমুখ। সেখানে ৭০ জন লোকো পাইলট ও সহকারী লোকো পাইলট অংশ নেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ABRIDGE e-N.I.T NOTICE
e-N.I.T Memo No. 759/ KCK-III BDO, 1 to 2 Dated 12.02.2025, invited by the B.D.O Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. **Last date of Application on 19.02.2025 upto 17:30 pm.** Details are available in the office notice board & **https://wbtenders.gov.innicgep/app.**
Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Development Block
Baishnabnagar, Malda.

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri - 734001
N.I.B. NO. 25/2024-25 of Siliguri Mahakuma Parishad
e-bids for Toll collection from Haler Matha to Tarabari More via Sadhan More (length - 7.0 km) at Atharakhai GP in Matigara Block, are hereby invited by the SMP from the intending bonafied bidders.
Start date of submission of bid : 13.02.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 26.02.2025 (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - **http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/-
DE, SMP

ডিব্রুগড়ে ট্যাংকের স্থাপন এবং যোগান
ই-টেন্ডার নং. ডিবি২৫৫০৯৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ পার্ট এঃ অনুসূচী অনুসারে প্রতিদিন ৫০ কিলোলিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পোর্টেবল ফেইসেল সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল ফিটিংস, জন্যে ট্যাংকের স্থাপন এবং যোগান। পার্ট বিঃ অনুসূচী অনুসারে প্রতিদিন ৫০ কিলোলিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পোর্টেবল ফেইসেল সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, স্থাপনের জন্যে পাম্প এবং ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল ফিটিংসের স্থাপন এবং যোগান। (ওয়ার্কের সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩৬ মাস)। বায়না রাশিঃ ১,৪৯,৯৭০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই. সিএমএম, ডিব্রুগড়
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল কার্যালয় : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি ঃ (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই-মেল : Z748@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মালদা প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ১,৯৪,৮৩,৬৯৫ (টাকা এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ তিরাশি হাজার ছয়শত পঁচানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকী ঋণদাতা ০৭.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বকালীন এলাহাবাদ ব্যাংক) মালদা প্রধান শাখার সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে ১। মেসার্স মালদা কন্টেইনার ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা- গ্রাম যদুপুর, পুরাতন মালদা মিশন রোড, পশ্চিমবঙ্গ, মালদা-৭৩২১২৮, নির্মাণ ভূমির ঠিকানা- নারায়ণপুর, পোস্ট-মঙ্গলবাড়ি, থানা- মালদা, ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা- ৭৩২১২৮। ২। রাজেশ চৌধুরি (বন্ধকদাতা/অধিকর্তা/জামিনদার)। ৩। চন্দ্রিমা চৌধুরি (বন্ধকদাতা/অধিকর্তা/জামিনদার)। ৪। শ্রীমতী প্রমিলা চৌধুরি (জামিনদার/বন্ধকদাতা) বক্সাটুলি লেন, এন.এস. রোড, থানা-ইংরেজবাজার, মালদা-৭৩২১০১-এর বসবাসরত ব্যক্তির বকেয়া রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত ঃ

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ ঃ-	বন্ধককৃত সম্পত্তি-১ ঃ [illegible]	বন্ধককৃত সম্পত্তি-২ ঃ [illegible]
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৬৭,১২,০০০/- (টাকা সাতষট্টি লক্ষ বারো হাজার মাত্র)	টাঃ ১৬,১৯,০০০/- (টাকা ষোলো লক্ষ উনিশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ৬,৭১,২০০/- (টাকা ছয় লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশো মাত্র)	টাঃ ১,৬১,৯০০/- (টাকা এক লক্ষ একষট্টি হাজার নয়শো মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ৩৫,০০০ (টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার মাত্র)	টাঃ ১০০০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময় ই-অকশন প্রদানকারী মাধ্যম https://baanknet.com	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৭২৩৭২৪৪৩৭৫	আইডিআইবি ৭১৮৭৩১৭০৩১

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt Ltd. অনলাইন দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ই-মেল করুন support.baanknet@psballiance.com-এ।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্তের জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন https://baanknet.com-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd.-এতে এবং যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ০৭.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক
কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	নথিপত্র (বিক্রয় নোটিশের ছবি)

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) (ঈশ্বর চন্দ্র ঠাকুর, নোডাল আধিকারিক, মোবাইল নং- ৭০০৭৯৮৩৭৪৩)
২) (পঙ্কজ কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯)

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No- 22, Memo No- 567/ BDO, dated- 12.02.2025 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 25.02.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
BDO
Blg Dev. Block

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
ধাইয়ের হাট হাই মাদ্রাসা-এর সংখ্যালঘু ছাত্রাবাসে বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য স্ব-নির্ভর দল নির্বাচন করা হবে। ধাইয়ের হাট এলাকাস্থিত ইচ্ছুক স্ব-নির্ভর দল-এর সদস্যরা বিস্তারিত তথ্য জানাতে ও আবেদন করতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে আগামী ২৮.০২.২০২৫ তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করুন।
স্বাঃ
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
কোচবিহার ১ নং উন্নয়ন ব্লক

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সর্দি ও জ্বরে ভোগান্তি বাড়বে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বড় সমস্যার মুখোমুখি। বৃষ : ব্যবসার প্রয়োজনে বেশ কিছু ঋণ করতে হবে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটবে। মিথুন : বাবা-মাকে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। পেটের অসুখে সমস্যা। কর্কট : রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ আপনার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। ভেবে কাজ করুন। প্রেমে শুভ। সিংহ : রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। পেটের ব্যথায় ভুগতে হতে পারে। তুলা : অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের জন্যে আজ শুভদিন। ফেলে রাখা কাজে হাত দিলে, সফল হবেন। বৃশ্চিক : অফিসের কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে সবার প্রশংসিত হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে বিনা কারণে ভুল বুঝবেন। ধনু : সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। মকর : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কোনও মূল্যবান দ্রব্য বিক্রি করতে হতে পারে। কুম্ভ : ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। কাউকে গোপন কথা বলে ফেলায় সমস্যা। মীন : মায়ের অসুস্থতা সেরে যাওয়ায় স্বস্তি। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২৪ মাঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৩০ মাঘ, সংবৎ ১ ফাল্গুন বদি, ১৪ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৫।২৭। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ রাত্রি ৭।৫২। মঘানক্ষত্র রাত্রি ৯।০। শোভনযোগ দিবা ৭।৪৯। বালবকরণ দিবা ৭।৩০ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।৫২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৯।০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৭।৫২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৭।৫২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।৪০ গতে ৫।২৭ মধ্যে। ২।৪০ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন রাত্রি ৯।০ গতে গর্ভাধান। বিবাহ- সন্ধ্যা ৫।২৭ গতে রাত্রি ৯।০ মধ্যে সিংহ ও কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ১০।৩৬ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।০ গতে ৩।২৮ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মুগ্ধতা।। আলিপুরদুয়ারের সূর্যনগরে ছবিটি তুলেছেন দীপান্বিতা সেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রয়্যালটি ছাড়া গাড়ির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানে পুলিশ

পথ অবরোধে ব্যবসায়ীরা

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : দুই ব্যবসায়ী সংগঠনের আন্দোলনে বুধবার প্রায় দেড় ঘণ্টা থমকে গেল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর। আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে আটকে গেল বহু গাড়ি। একই ছবি দেখা গেল সোনাপুর-হাসিমারা রাজ্য সড়কেও। যদিও দুই সংগঠনেরই দাবি ভিন্ন ভিন্ন। তাদের নিশানাও আলাদা। পুলিশি জুলুম ও অসহযোগিতার অভিযোগে প্রথমে পথ অবরোধে নামেন ব্লকের বালি-পাথর ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অবরোধে যোগ দেন সোনাপুরের ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, মহাসড়কের কাজের জন্য প্রচণ্ড ধুলোয় স্থানীয় বাসিন্দা সহ ব্যবসায়ী ও পথচারীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাই ধুলো মারতে অবিলম্বে রাস্তায় কর্তৃপক্ষকে জল দিতে হবে।

ঘণ্টা দেড়েক অবরোধ চলার পর ঘটনাস্থলে আসেন সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে। তাঁরা অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তারপরই অবরোধ উঠে যায়। কারণ-অকারণে গাড়ি আটকানোর অভিযোগ অবশ্য মানেনি পুলিশ। এ প্রসঙ্গে সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মার কথায়, 'চলতি মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনগুলি ডাম্পার ও ট্রাক সহ বিভিন্ন ভারী গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। রয়্যালটি ছাড়া রাস্তায় কোনও গাড়ি পাওয়া গেলে তাকে আটকে জরিমানা করা হচ্ছে। বৈধ নথিপত্র আছে এমন কোনও গাড়ি পুলিশ কোথাও আটকায় না।' নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়কে বর্তমানে ধুলোর সমস্যা নিয়ে ওসি জানান,

সোনাপুর-হাসিমারা রাজ্য সড়কে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ। বুধবার।

> অনেকদিন ধরেই এই ধুলোর সমস্যা চলছে। কয়েকদিন আগে পুনর্বাসন নিয়ে এক বৈঠকে এই বিষয়টি তোলা হয়েছিল। কিন্তু কোনও সমাধান হয়নি। আজ যখন বালি-পাথর ব্যবসায়ীরা রাস্তায় নামলেন তখন আমরাও আমাদের দাবি নিয়ে তাঁদের সঙ্গ দিলাম।
>
> **চিত্তরঞ্জন সাহা** *সভাপতি*
> *সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতি*

কর্মরত ঠিকাদারি সংস্থাকে নিয়মিত জল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তারা ইতিমধ্যে জল দেওয়ার কাজও শুরুও করেছে।

এদিন দুই ব্যবসায়ী সমিতির আন্দোলন ঘিরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। বালি-পাথরের ব্যবসায়ীরা নানা রকম স্লোগানে সরাসরি পুলিশকে ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন ট্রাক ও ডাম্পার মালিকরাও। পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পুলিশ রাস্তায় গাড়ি আটকে রীতিমতো তোলাবাজি করে। টাকা দিলে গাড়ি ছেড়ে দেয়। নতুবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি আটক করে বলে তাঁরা অভিযোগ জানান। অবরোধ শুরুর খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সোনাপুর ফাঁড়ি থেকে কয়েকজন পুলিশকর্মী ঘটনাস্থলে এলে তাঁদের ঘিরে ধরে স্লোগান চলে। তাঁদের ফিরে যেতে বলা হয়।

ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, বুধবার ভোরে পুলিশ একটি গাড়ি আটক করেছিল। এ থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। ব্যবসায়ীদের দাবি, বৈধ নথিপত্র থাকলেও পুলিশ গাড়ি আটকাচ্ছে। পালটা পুলিশের দাবি, গাড়িটির কোনও কাগজপত্র ছিল না। গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিন রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করার পর তাঁরা সংবাদমাধ্যমের সামনে বিষয়টি নিয়ে সরাসরি মুখ না খোলায় বির্তক তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, পুলিশের সঙ্গে ইগোর লড়াইয়ের জন্য কয়েকজন ব্যবসায়ী এই অবরোধ করেন। তবে এই আন্দোলনকে ঘিরে বিভিন্ন মত তৈরি হচ্ছে। ধুলোয় অতিষ্ঠ হয়ে আন্দোলন করার বিষয়ে সোনাপুরের ব্যবসায়ীরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড়। সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহার কথায়, 'অনেকদিন ধরেই এই ধুলোর সমস্যা চলছে। কয়েকদিন আগে পুনর্বাসন নিয়ে এক বৈঠকে এই বিষয়টি তোলা হয়েছিল। কিন্তু কোনও সমাধান হয়নি। আজ যখন বালি-পাথর ব্যবসায়ীরা রাস্তায় নামলেন তখন আমরাও আমাদের দাবি নিয়ে তাঁদের সঙ্গ দিলাম।'

জুলুমবাজির অভিযোগ

- পুলিশি জুলুম ও অসহযোগিতার অভিযোগে অবরোধ করা হয়
- দুই ব্যবসায়ী সংগঠনের আন্দোলনে থমকে গেল দুই রাস্তা
- প্রথমটি হল আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা জাতীয় সড়ক
- অন্যটি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর-হাসিমারা রাজ্য সড়ক
- এদিন দুই সংগঠনের আন্দোলন ঘিরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়

রাঙ্গালিবাজনায় বীর চিলারায়ের ৫১৫তম জন্মদিন পালন। বুধবার।

পুনরায় কামতাপুর রাজ্যের দাবি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার বীর চিলারায়ের ৫১৫তম জন্মদিবস পালিত হল মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনায়। মুজনাই সেতুর কাছে কালী মন্দির ময়দানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হল। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কৃষ্ণ রায়। চিলারায়ের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে তাঁর জীবনী তুলে ধরেন বক্তারা।

সেই অনুষ্ঠানে অল কামতাপুর কোচ, রাজবংশী, আদিবাসী, বোড়ো, রাভা সমাজ নামে আরেকটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনিল রায় তাঁর বক্তব্যে পৃথক রাজ্যের দাবি করেন। তাঁর কথায়, 'অতি সত্বর পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবি পূরণ না করা হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

উত্তরবঙ্গের একটা বড় অংশ নিয়ে পৃথক রাজ্যের দাবি বহু বছরের পুরোনো। ওই দাবিতে বছরের পর বছর কামতাপুর পিপলস পার্টি, কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি, কামতাপুর ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলন করেছে। পৃথক রাজ্যের দাবিতে একের পর এক সংগঠন তৈরি হয়েছে। আবার মতানৈক্যের জেরে সংগঠন বিভক্তও হয়েছে। একসময় কেএলও'র দাপটে উত্তপ্ত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ। পরে অবশ্য ওই সংগঠনের কোমর ভেঙে যায়। কেএলও'র বেশ কয়েকজন প্রাক্তন সদস্য এবং লিংকম্যানদের মূলস্রোতে ফেরাতে হোমগার্ডের চাকরি দেয় রাজ্য সরকার। তবে মূল লক্ষ্য থেকে সরে যাননি পৃথক রাজ্যের দাবিদাররা।

মূলত একসময়ের কোচবিহার রাজ্যের কথা বিশেষ করে কোচ রাজবংশের ঐতিহ্য তুলে পৃথক রাজ্যের দাবি তোলা হয়ে থাকে। একসময় কোচবিহারের নাম ছিল কামতাপুর। চিলারায়ের আসল নাম শুক্লধ্বজ। তিনি ছিলেন অসমসাহসী যোদ্ধা, মন্ত্রী ও সেনাপতি। চিলের মতো ক্ষিপ্রগতিতে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন তিনি। তাই শুক্লধ্বজের নাম হয় চিলা। তাঁর আমলেই কামতাপুর রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তৃত হয়।

বুধবার কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সহ সভাপতি সুভাষ রায় বলেন, 'আমরা পুনরায় কামতাপুর রাজ্য চাই। আগেও বলেছি এখনও বলছি আমরা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে থাকব না। পাশাপাশি আমাদের দাবি, আমাদের সম্প্রদায়ের নেতা জীবন সিংহের সঙ্গে শান্তি চুক্তি আলোচনায় বসুক কেন্দ্র সরকার।'

চিলারায়ের জন্মদিবস পালন

সাম্প্রতিককালে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল নামে সংগঠনটি ফের পৃথক রাজ্যের দাবিতে প্রচার অভিযান শুরু করেছে। ৯ ফেব্রুয়ারি সংগঠনটি মাদারিহাটের উত্তর ছেকামারিতে সভা করে সংগঠনের মাদারিহাট অঞ্চল কাউন্সিল গঠন করেছে। সংগঠনের ব্লক কমিটির সভাপতি সুরেশ রায়ের দাবি, 'এক মাসের মধ্যে মাদারিহাটের প্রতিটি অঞ্চল এবং বুথ কাউন্সিল গঠনে সচেষ্ট হয়েছি আমরা।'

মেচপাড়া চা বাগানে বচসার জের

প্রতিবেশী তরুণের মারে মৃত্যু মহিলার

সমীর দাস

কালচিনি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বাইক নিয়ে বচসা। সেই বচসার জেরে প্রাণ গেল এক মহিলার। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মারধরের ঘটনাটি ঘটেছে কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানের ৯ নম্বর লাইনে। তবে মহিলার মৃত্যু হয় বুধবার সকালে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম লতিকা ওরাওঁ (৪৫)। আর এই ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণ ভূষণ ওরাওঁকে গ্রেপ্তার করেছে কালচিনি থানার পুলিশ।

কী ঘটেছিল? স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রতিবেশী বিশাল ওরাওঁয়ের মা লতিকার কাছে তাঁদের বাইকটি ব্যবহার করার জন্য চেয়েছিল ভূষণ। লতিকা সেই বাইক দিতে অস্বীকার করায় প্রথমে বচসা বাধে। তারপর শুরু হয় মারধর। তরুণের মারে পরদিন মৃত্যু হয় প্রতিবেশী মহিলার।

বুধবার দুপুরে ভূষণের নামে কালচিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মৃত মহিলার ছেলে বিশাল। অভিযোগ পেয়ে এদিন বিকেলে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে কালচিনি থানার পুলিশ। কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেচপাড়া চা বাগানের একই এলাকায় বসবাস করে ওই দুই পরিবার। মৃত মহিলার ছেলে বিশাল অভিযোগ করে জানিয়েছেন, প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে তাঁদের বাড়িতে ভূষণের যাতায়াত ছিল। ভূষণ তাঁদের বাইকটি মাঝেমধ্যেই নিয়ে যেত।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভূষণ এসে বাইক চেয়েছিল। বাইক দেওয়া হবে না বলে লতিকা জানিয়ে দেন। বাইক না পেয়ে ভূষণ লতিকা ও তাঁর স্বামী, পেশায় চা বাগানের শ্রমিক অ্যালবার্ট ওরাওঁয়ের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। অভিযোগ, এরপর ভূষণ গাছের ডাল নিয়ে লতিকার ওপর চড়াও হয়। এতে লতিকা জখম হন। ভূষণ তখন ভয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। তবে লতিকাকে সেই রাতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি। বুধবার সকালে লতিকা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মহিলার দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার মৃতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দারা ভূষণের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন।

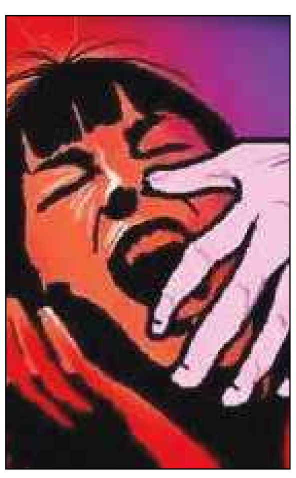

যা ঘটেছে

- অভিযুক্ত ভূষণ বিশালদের বাড়িতে এসে বাইক ব্যবহার করতে চায়
- লতিকা সেই বাইক দিতে অস্বীকার করেন
- তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে লতিকার ওপর চড়াও হয় ভূষণ
- তাঁকে গাছের ডাল দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়
- পরে লতিকার মৃত্যু হয়

স্যরদের খেলা দেখতে মাঠের পাশে পড়ুয়ারা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বড় আশা করে মাঠে এসেছিল সুদীপ দত্ত। ক্লাসরুমে যেভাবে স্যরদের 'দাপট' দেখে অভ্যস্থ তারা, সেই দাপট খেলার মাঠে কতদূর দেখাতে পারেন তাঁরা, সেটাই ছিল প্রশ্ন। তবে বুধবার খেলা শেষে সুদীপরা হতাশ। বলছে, 'ক্রিকেটের ময়দানে নয়, স্যররা ক্লাসরুমেই সুন্দর।'

কামাখ্যাগুড়িতে লেজেন্ড ক্রিকেট লিগ চলছে। এই প্রতিযোগিতার নিয়মই হল এই যে, এখানে খেলবেন ৩৫ বছরের বেশি বয়সিরা। দীর্ঘদিন পরে যাঁরা মাঠে নামছেন, তাঁরা সকলেই যে নিয়মিত খেলাধুলোর মধ্যে রয়েছেন, তা তো নয়। যেমন ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন এলাকার কয়েকজন ক্রিকেটপ্রেমী শিক্ষক। টিচার্স ইলেভেন নামে দল বানিয়ে মাঠে নেমেছেন তাঁরা। বুধবার খেলা ছিল সেই টিচার্স ইলেভেনেরই। আর স্যরদের খেলা দেখতে মাঠের পাশে জড়ো হয়েছিল তাঁদের বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়ারা। তবে স্যরদের পারফরমেন্স ভালো হয়নি এদিন। বিএমসি ক্লাবের বিপক্ষে খেলতে নেমে তাঁরা পরাজিত হয়েছেন। তবে হেরে যাওয়ার পরেও কিন্তু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ নিয়ে তাঁরা উচ্ছ্বসিত। এদিন যতক্ষণ মাঠে টিচার্স ইলেভেন খেলছিল, ততক্ষণ দর্শকাসনে থাকা ছাত্ররা তাঁদের উৎসাহ জুগিয়ে গিয়েছে।

তবে সেই উৎসাহে খুব একটা কাজ হয়নি। এদিন ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ওভারে ৮৯ রানে অল আউট হয়ে যায় টিচার্স ইলেভেন। কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক অরূপরতন সাহা সুন্দর একটি ইনিংস খেলে দলের মান রক্ষা করেন। অপরদিকে, বিএমসি ক্লাবের খেলোয়াড় অমিত সাহাও পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। তিনি এদিন দুর্দান্ত বোলিং করে দুই উইকেট নেন। এছাড়াও ব্যাট হাতেও সুন্দর পারফরমেন্স করেন।

খেলায় জেতে বিএমসি ক্লাব। তাদের অধিনায়ক যাদব সাহা ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন। খেলা শেষে সুদীপ রীতিমতো হতাশার সুরে বলে, 'গত ম্যাচে স্যররা দুর্দান্ত খেলেছিলেন। এদিন ভালো খেলতে পারলেন না।'

ছবি : এআই

> আমাদের এই খেলায় হারজিতের কোনও ব্যাপার নেই। যুবসমাজ যেন মোবাইল ও নেশার আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে মাঠমুখী হয়, সেজন্য খেলছি।
>
> **অরূপরতন সাহা** *খেলোয়াড়*
> *টিচার্স ইলেভেন*

আবার কয়েকজন ছাত্র বিএমসি ক্লাবের হয়েও গলা ফাটাচ্ছিল। এমনই একজন প্রণয় রায় অকপটে বলল, 'আমি টিচার্স ইলেভেনের বিপক্ষ দলকেই সমর্থন করেছি। তবে স্যরদের কাছে আরও ভালো একটা ইনিংস আশা করেছিলাম।'

দর্শক-ছাত্ররা যা-ই বলুক না কেন, শিক্ষকরা কিন্তু দুঃখ পাচ্ছেন না। কারণ স্রেফ হারজিতের লক্ষ্য নিয়ে তো আর তাঁরা এই 'বুড়ো বয়সে' খেলতে নামেননি। টিচার্স ইলেভেনের খেলোয়াড়, কামাখ্যাগুড়ির হাইস্কুলের শিক্ষক অরূপ বলছিলেন, 'আমাদের এই খেলায় হারজিতের কোনও ব্যাপার নেই। যুবসমাজ যেন মোবাইল ও নেশার আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে মাঠমুখী হয়, সেজন্য খেলছি।'

অপরপক্ষের খেলোয়াড়, পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক অমিত বলেন, 'কর্মব্যস্ত জীবনে মাঠে নেমে আবার যেন কৈশোর ফিরে পেয়েছি। স্কুল ও কলেজ জীবনের সমস্ত স্মৃতি চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। এটাই প্রাপ্তি।'

নাবালিকা উদ্ধার

কামাখ্যাগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে ১৬ বছরের এক নাবালিকা কোচবিহার থেকে উদ্ধার হয়। ওই নাবালিকার বাড়ি খোয়ারডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। নাবালিকা সামাজিক মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমের কোকরাঝাড় জেলার গোঁসাইগাঁওয়ের এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। গত পরশু ওই নাবালিকা তার প্রেমিককে ফোন করে ঘুরতে যাওয়ার বায়না করে। প্রেমিকার আবদার মেটাতে ফোন পেয়েই অসম থেকে প্রেমিক চলে আসে। এরপর দুজনে মিলে ঘুরতে চলে যায়।

মঙ্গলবার নাবালিকার পরিবারের তরফে থানায় নিখোঁজের অভিযোগ করা হয়। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ওইদিন রাতেই মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। পুলিশ শিলিগুড়ি পৌঁছানোর পর মেয়েটির ফোনের লোকেশন কোচবিহার দেখাচ্ছিল। পুলিশ শিলিগুড়ি থেকে দ্রুত কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা দেয়। কোচবিহার এসে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে নিয়ে আসে। এবিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি বলেন, 'ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' নাবালিকার বাবা-মা কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি ও অন্য পুলিশকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

রাস্তার কাজের সূচনা

রাঙ্গালিবাজনা, ১২ ফেব্রুয়ারি : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ইসলামাবাদ গ্রামে বুধবার রাস্তার কাজের সূচনা হল। গ্রামের ঘোলটংঝোরা সেতু থেকে হেউতিয়াঝোরা সেতু পর্যন্ত ৩০০ মিটার কাঁচা রাস্তাটি কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করা হবে। এদিন সেখানে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রশিদুল আলম, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তথা তৃণমূলের ব্লক সহ সভাপতি ইউসুফ আলি। ছেকামারি থেকে লায়কাধুরা হয়ে হাজিপাড়া পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে ইসলামাবাদের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি হয়ে ফালাকাটা ব্লকের সীমানা পর্যন্ত রাস্তাটিও অনেক বছর আগেই পাকা করা হয়েছিল। ওই দুটি রাস্তাকে সংযোগকারী কাঁচা রাস্তাটি এবার পাকা করার কাজ শুরু হল। স্থানীয় আমিনার রহমান বলছেন, 'প্রতিবছর বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তায় যানবাহন চলাচলে ব্যাপক সমস্যা হত। ওই রাস্তায় তৈরি হয়েছিল অনেকগুলি বড় বড় গর্ত। শুখা মরশুমে যান চলাচলে ধুলো ওড়ে। ধুলোয় আলুগাছের ক্ষতি হচ্ছিল। এবার আশা করছি, সমস্যা মিটে যাবে।' ফখরুল আলম নামে আরেক এলাকাবাসী জানান, নিয়ম মেনে কাজ হচ্ছে কি না সেটার ওপর তাঁরা নজর রাখবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা : মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য "মালদা ডিভিসনে মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা করার জন্য" সিঙ্গল স্টেজ দুই প্যাকেট পদ্ধতিতে খাবার এবং ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ক্র. নং, ইউনিট নং, বিড নোটিস নং, স্টেশন ও ক্যাটেগরি, যাদের জন্য সংরক্ষিত, স্থান, ন্যূনতম লাইসেন্স ফি/আরপি বছরপ্রতি, বায়না অর্থ এবং টেন্ডার ফর্মের মূল্য** নিম্নরূপ : (১) বিজিপি-টিইএ-জিএমইউ-এ১-০১, সি.২৮-বিজিপি-জিএমইউ-এ১-০১, বিজিপি-এ১, জিএমইউ, পিএফ নং ৪/৫-এ পুরোনো ফুট ওভার ব্রিজের নিকটে মালদা টাউন প্রান্তের দিকে ৫০ মিটার দূরত্বে, ৪,০৭,৮২২ টাকা, ৪৯,০০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (২) বিজিপি-টিইএ-জিএমইউ-এ১-০২, সি.২৮-বিজিপি-জিএমইউ-এ১-০২, বিজিপি-এ১, জিএমইউ, পিএফ নং ২/৩-এ এফওবি-র নিকটে জামালপুর প্রান্তে ১০০ মিটার দূরত্বে, ৪,২৪,৯০৪ টাকা, ৫১,০০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৩) বিজিপি-টিইএ-জিএমইউ-এ১-০৫, সি.২৮-বিজিপি-জিএমইউ-এ১-০৫, বিজিপি-এ১, জিএমইউ, পিএফ নং ৬-এ এফওবি-র নিকটে জামালপুর প্রান্তে ১০০ মিটার দূরত্বে, ৩,৪৩,৮৫১ টাকা, ৪১,৫০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৪) এমএলডিটি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০১, সি.২৮-এমএলডিটি-জিএমইউ-এ-০১, এমএলডিটি-এ, জিএমইউ/মহিলা, পিএফ নং ৪/৫-এ কল. ১৫ এবং এফওবি-র মাঝখানে নিউ জলপাইগুড়ি প্রান্তে, ৯,৫৫,৩৩৩ টাকা, ১,১৪,৫০০ টাকা, ৫,৯০০ টাকা। (৫) এমএলডিটি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০২, সি.২৮-এমএলডিটি-জিএমইউ-এ-০২, এমএলডিটি-এ, জিএমইউ/মহিলা, পিএফ নং ৬/৭-এ কল. নং ১৫ এবং এফওবি-র মাঝখানে নিউ জলপাইগুড়ি প্রান্তে, ৩,৩৯,১৪১ টাকা, ৪১,০০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৬) জেএমপি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০১, সি.২৮-জেএমপি-জিএমইউ-এ-০১, জেএমপি-এ, জিএমইউ, পিএফ নং ২/৩-এ পিএফ শেডের তলায় কিউল প্রান্তের দিকে, ৩,২৯,৭২০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা, ২,৩৬০ টাকা। (৭) জেএমপি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০২, সি.২৮-জেএমপি-জিএমইউ-এ-০২, জেএমপি-এ, জিএমইউ, পিএফ নং ১-এ সিটিআই অফিসের পাশে, ৩,৭৭,৬৪৪ টাকা, ৪৫,৫০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৮) জেএমপি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০৩, সি.২৮-জেএমপি-জিএমইউ-এ-০৩, জেএমপি-এ, জিএমইউ, পিএফ নং ১-এ রিটায়ারিং রুম ও ডরমিটরির প্রবেশ মুখে, ৪,৬৬,২০৭ টাকা, ৫৬,০০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৯) বিএইচডব্লু-টিইএ-জিএমইউ-বি-০১, সি.২৮-বিএইচডব্লু-জিএমইউ-বি-০১, বিএইচডব্লু-বি, জিএমইউ, পিএফ নং ২/৩-এ দুটি পিএফ শেডের মাঝখানে মালদা টাউন প্রান্তের দিকে, ২,৭৩,১৯৭ টাকা, ৩৩,০০০ টাকা, ২,৩৬০ টাকা। (১০) এসজিজি-টিইএ-জিএমইউ-বি-০১, সি.২৮-এসজিজি-জিএমইউ-বি-০১, এসজিজি-বি, জিএমইউ/মহিলা, পিএফ নং ১-এ ভাগলপুর প্রান্তের দিকে জলের ভেন্ডিং মেশিনের কাছে, ৩,২১,৭২০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা, ২,৩৬০ টাকা। **১. দরপ্রস্তাব নথিসমূহ :** আইআরইপিএস পোর্টাল, www.ireps.gov.in-এ টেন্ডারের দরপ্রস্তাব নথিসমূহ পাওয়া যাবে এবং সেটি দরপ্রস্তাব দাখিল করার জন্য ডাউনলোড করা/দেখা যাবে। এনআইটিতে ও টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত টেন্ডার নথির মূল্য এই আইআরইপিএস পোর্টালে অনলাইনে প্রদান করতে হবে : **www.ireps.gov.in** **২. দরপ্রস্তাব নথি দাখিল :** আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে দরপ্রস্তাব টেন্ডার নথির মূল্যের ই-পেমেন্ট রসিদ সমেত, দাখিল করা যাবে যা করতে ব্যর্থ হলে প্রস্তাবটি সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে। **৩. বায়না অর্থ :** এই সংক্রান্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির সামনের অংশে যেরূপ উল্লিখিত আছে সেই রূপ বায়না অর্থ প্রদান করতে হবে। আইআরইপিএস পোর্টাল, **www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা করতে হবে। **৪. দরপ্রস্তাব গ্রহণ :** প্রত্যেক দরপ্রস্তাব বিজ্ঞপ্তির সম্মুখভাগে উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের মধ্যে দরপ্রস্তাবদাতা অনলাইনে আইআরইপিএস পোর্টাল, **www.ireps.gov.in**-এ দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন। দরপ্রস্তাব ওই একই দিনে আইআরইপিএস পোর্টালে বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। ৫. রেলওয়ে কর্তৃক কোনো কারণ না দর্শিয়ে কোনো বা সকল দরপ্রস্তাব গ্রহণ/বাতিলের অধিকার সংরক্ষিত। ৬. দরপ্রস্তাব নথিতে প্রদত্ত মূল্যায়ন শর্তাবলির ভিত্তিতে যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণকারী দরপ্রস্তাবদাতার প্রস্তাব যাচাই করা হবে। ৭. এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব প্রদান অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **৮. যোগাযোগের ঠিকানা :** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-৭৩২১০২ জেলা-মালদা (পশ্চিমবঙ্গ)।

MLD-217/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শেফালির কাহিনীতে সচেতনতার বার্তা

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ ফেব্রুয়ারি : স্কুলে ভালো পড়াশোনার জন্য ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রী শেফালি দাসকে পুরস্কৃত করা হয়। আর সেই পুরস্কার পেয়ে শেফালির যেন খুশির শেষ নেই। তবে তার সেই খুশি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। পুরস্কার নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসতে তার সেই আনন্দ উবে যায়। যখন সে জানতে পারল তার বিয়ে ঠিক করতে বাড়িতে লোক এসেছে। একপ্রকার বাধ্য হয়ে নিজের ইচ্ছে ও স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় তাকে শুধুমাত্র পরিবারের মুখ চেয়ে।

এটি একটি নাটকের অংশ। বুধবার শহরের পুরসভা হলে আলিপুরদুয়ার জেলা যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের উদ্যোগে একটি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে শেফালির কাহিনীটি নাটকের আকারে পরিবেশিত হয়েছিল। আয়োজকরা বলছেন, শেফালির ঘটনা বা চরিত্রগুলি নাটক হলেও এমনটা কিন্তু বাস্তবে আকছার ঘটছে। শেফালির মতো কত মেয়েকে বাল্যবিবাহ নামক সামাজিক কুপ্রথার বলি হতে হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

এদিন আলিপুরদুয়ার পুরসভার হলঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিজিটাল স্ক্যাম, বাল্যবিবাহ রোধ, মহিলাদের হেনস্তা- এই তিনটি বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। কেউ এই তিনটি বিষয়ের শিকার হলে কীভাবে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাওয়া যাবে, তা নিয়েও আলোচনা করা হয়। যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের প্রায় ৩৫ জন পড়ুয়া সচেতনতামূলক নাটকগুলিতে অংশ নেন। বাল্যবিবাহই নয়, মহিলাদের উপর হওয়া বিভিন্ন অত্যাচারও নাটকে দেখানো হয়। কীভাবে অফিসের বস বা সহকর্মীদের লালসার শিকার হচ্ছে মহিলা কর্মীরা, কীভাবে এই ধরনের ঘটনা থেকে বাঁচবে এসব ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা পাওয়া যাবে- সেসব বিষয় নাটকে তুলে ধরা হয়।

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় একজনের প্রোফাইল পিকচার তাকে না জানিয়ে বিভিন্ন অপকর্মে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে নির্দোষ ব্যক্তি পড়ছেন সমস্যায়। সেই বিষয়টিও এদিন নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশাসক অনির্বাণ আইচ বলেন, 'যুবসমাজকে এই ধরনের প্রতারণা থেকে কীভাবে সচেতন থাকতে হবে, সেই বিষয়টিকে তুলে ধরা হয় এদিনের কর্মসূচিতে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সেক্রেটারি ডালিয়া ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অসীম খান সহ অন্যরা।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে নাটক চলছে। - আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

> যুবসমাজকে এই ধরনের প্রতারণা থেকে কীভাবে সচেতন থাকতে হবে, সেই বিষয়টিকে তুলে ধরা হয় এদিনের কর্মসূচিতে।
>
> **অনির্বাণ আইচ** *প্রশাসক*
> *যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র*

জল জীবন মিশনের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে

কাজ বন্ধের হুমকি

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১২ ফেব্রুয়ারি : বকেয়া পাওনা দ্রুত না পেলে জল জীবন মিশনের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিল জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের ঠিকাদার সংস্থাগুলি। শুধুমাত্র আলিপুরদুয়ার জেলায় গত চার মাসে ঠিকাদার সংস্থাগুলোর ৬৪ কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। চলতি বছরের গত ২২ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জেলার জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি জানতে চান। পিএইচই কাজের খতিয়ানে রুষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর ধমক খেতে হয় আধিকারিকদের।

ওই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যে জল জীবন মিশনের কাজ শেষ করার ডেডলাইন বেঁধে দেন। এরপরেই পিএইচই'র আধিকারিকরা ঠিকাদার সংস্থাগুলোকে দ্রুত কাজ শেষ করার চাপ দেওয়া শুরু করেন। তবে ঠিকাদারদের বিপুল পরিমাণ টাকা বকেয়া পড়ে থাকায় সংস্থাগুলো কাজ করতে পারছেন না। স্বাভাবিকভাবেই জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ জেলায় মুখ থুবড়ে পড়েছে।

বুধবার রাজ্যের অল বেঙ্গল পিএইচই কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের তরফে অবস্থান বিক্ষোভ ও জেলা প্রশাসনকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। এদিন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আলিপুরদুয়ারেও পিএইচই দপ্তরের সামনে মঞ্চ বেঁধে বকেয়া পাওনার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করে ঠিকাদার সংস্থাগুলো।

পিএইচই অফিসের সামনে ঠিকাদারদের অবস্থান বিক্ষোভ। বুধবার।

এদিনের ওই অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অল বেঙ্গল পিএইচই কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিশাল ভৌমিক, সংগঠনের সভাপতি দীপক দাস, কোর কমিটির সদস্য হিতাংশু চৌধুরী, মাধব সাহা প্রমুখ।

সংগঠনের তরফে মাধব বলেন, 'আমরা অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দিতে পারছি না। আর্থিকভাবে ঋণে জর্জরিত। মুখ্যমন্ত্রী যে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা সেই নির্দেশ অবশ্যই পালন করব। কিন্তু কাজের বকেয়া পড়ে থাকায় আমরা আর কাজ চালিয়ে যেতে পারছি না। দ্রুত বকেয়া না দেওয়া হলে আমরা কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব।'

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার পিএইচই'র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডলের বক্তব্য, 'ঠিকাদার সংস্থাগুলোর দাবি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাদের দ্রুত বকেয়া দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু হবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি ব্লকে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ প্রায় ৭০ শতাংশ শেষ হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের অন্য জেলাগুলোর থেকে আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি ব্লকেই কাজ অনেকটাই শেষ হয়েছে। তবে, ৭০ শতাংশ কাজ হলেও ঠিকাদার সংস্থাগুলোর বিরাট অঙ্কের বকেয়া পড়ে থাকায় সংস্থাগুলো আর কাজ করতে চাইছে না। ফলে প্রশাসনিক বৈঠকে আগামী জুন মাসের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ শেষ করার যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন তা আদতেই শেষ হবে কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সমস্যা যেখানে

- শুধুমাত্র আলিপুরদুয়ার জেলায় গত চার মাসে ঠিকাদার সংস্থাগুলোর ৬৪ কোটি টাকা বকেয়া পড়ে
- ২২ জানুয়ারি জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে পিএইচই কাজের খতিয়ানে রুষ্ট হন মুখ্যমন্ত্রী
- মুখ্যমন্ত্রী জুন মাসের মধ্যে জল জীবন মিশনের কাজ শেষ করার ডেডলাইন দেন
- জেলার পাঁচটি ব্লকে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ ৭০ শতাংশ শেষ হয়েছে
- ঠিকাদার সংস্থাগুলোর বিরাট অঙ্কের বকেয়া পড়ে থাকায় তারা আর কাজ করতে চাইছে না

চোলাই ঠেকে অভিযান

বারবিশা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার কুমারগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রচুর চোলাই এবং চোলাই তৈরির উপকরণ নষ্ট করলেন পুলিশ ও আবগারি বিভাগের কর্মীরা। শুধু তাই নয়, গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে চোলাই তৈরির কাজে ব্যবহৃত প্রচুর অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আবগারি বিভাগের কুমারগ্রাম সার্কেল ছাড়াও তল্লাশি অভিযানে কালচিনি এবং আলিপুরদুয়ার সদর সার্কেলের অফিসার এবং কর্মীরা অংশ নেন। পুলিশ এবং আবগারি কর্মীদের দেখে গ্রেপ্তারি এড়াতে চোলাই কারবারিরা পালিয়ে বাঁচেন।

কুমারগ্রাম থানা এলাকার মারাখাতা, খোয়ারডাঙ্গা, ঝাড়খণ্ডবস্তি, হিন্দুবস্তি সহ বিভিন্ন এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে ১১০ লিটার চোলাই এবং ৪ হাজার ৫০০ লিটার চোলাই তৈরির উপকরণ নষ্ট করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৩০টিরও বেশি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি। তবে, এদিন চোলাই কারবারে জড়িতদের কাউকেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

কেরিয়ার কাউন্সেলিং

ফালাকাটা, ১২ ফেব্রুয়ারি : স্নাতক উত্তীর্ণ হলেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কোন কোন ক্ষেত্রে চাকরি মিলতে পারে, পড়ুয়াদের সেই দিশা দেখাল ফালাকাটা কলেজ। বুধবার কলেজের সেমিনার রুমে কেরিয়ার কাউন্সেলিং নিয়ে এক আলোচনা হয়। কলেজের কেরিয়ার কাউন্সেলিং সেল একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে এই উদ্যোগ নেয়। এদিন সেমিনার রুমে আয়োজিত সভায় সরকারি চাকরির নানা দিশা পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরা হয়। সংশ্লিষ্ট সেলের কোঅর্ডিনেটর তথা অধ্যাপক ডঃ সুব্রত দেবনাথ এই আলোচনায় বক্তব্য রাখেন।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতের নাম বর্ষা ধর (২৫)। বুধবার দুপুরে হ্যামিল্টনগঞ্জের শ্যামাপ্রসাদ কলোনিতে নিজের ঘরেই ওই গৃহবধূকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা পুলিশে খবর দিলে কালচিনি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বৃক্ষরোপণ

সোনাপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্কুলে বৃক্ষরোপণ করলেন বাবা। বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাতলাখাওয়া ১ নম্বর বিএফপি বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ হয়। পূর্ব শিমলাবাড়ির বাসিন্দা উত্তমকুমার রায় মেয়ে তৃষার জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই আয়োজন করেন। পর্যাবরণ সংরক্ষণ সংস্থার সহযোগিতায় এই কর্মসূচি হয়।

ভাগবত কথা

সোনাপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতা বানিয়াবস্তিতে ভাগবত কথা পাঠ হয়। দুপুর থেকে এই অনুষ্ঠান চলে বিকেল পর্যন্ত। ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা ওই অনুষ্ঠানে শামিল হন।

দেওয়াল পত্রিকা

সোনাপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর পীযূষকান্তি মুখার্জি মহাবিদ্যালয়ে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ হল। কলেজের ভূগোল বিভাগের উদ্যোগে এই দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। ভূগোল ল্যাবে পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ শংকরপ্রসাদ দে।

ভালোবাসা দিবসের আগে পছন্দমতো সামগ্রী কিনতে ব্যস্ত ক্রেতা। আলিপুরদুয়ার শহরে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

১৫ ঘণ্টার চেষ্টায় বনে ফিরল বাইসন

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। বন্যপ্রাণীরা যাতে কোনওভাবেই লোকালয়ে না ঢোকে সেজন্য দিনরাত নজরদারি চালাচ্ছে বন দপ্তর। তা সত্ত্বেও রাতের অন্ধকারে কোনওভাবে কোথাও হাতি, কোথাও বাইসন ঢুকে পড়ছে। এর আগে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের একাধিক গ্রামে বাইসন ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটেছিল। সেক্ষেত্রে বাইসনকে জঙ্গলমুখী করতে মানুষের ভিড় বন দপ্তরের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বুধবার শালকুমারহাটের কলাবাড়িয়া গ্রামে সেরকমটা হল না।

বন দপ্তর সূত্রের খবর, এদিন ভোর ৫টা নাগাদ কলাবাড়িয়া গ্রামের এক বাগানে বাইসনের উপস্থিতি লক্ষ করেন রাতে টহলরত ব্যাংডাকি বিটের বনকর্মীরা। তারপর থেকেই বাইসনটির দিকে নজরদারি চালাচ্ছিল বন দপ্তর। সেইসঙ্গে এলাকার মানুষকে সতর্ক করা হয়। তাতেই সাফল্য আসে। বাইসন দেখতে সেভাবে ভিড় করতে দেখা যায়নি স্থানীয়দের। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও প্রথমে বাইসনটিকে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেতে পারছিল না বন দপ্তর। একবার কলাবাড়িয়া থেকে যোগেন্দ্রনগরের ব্যাংডাকি বিটের দিকে বাইসনটি চলে আসে। বন দপ্তর ভাবে এবার হয়তো ব্যাংডাকি বিটের জঙ্গলে সে ঢুকে পড়বে। কিন্তু সেখান থেকে ফের উলটোদিকে চলে যায়। তারপর এদিন রাত সওয়া আটটা নাগাদ বাইসনটিকে শালকুমারহাট বিটের জঙ্গলে ঢোকাতে সক্ষম হন বনকর্মীরা। এদিন বাইসন তাড়াতে ব্যাংডাকি বিটের পাশাপাশি জলদাপাড়া দক্ষিণ রেঞ্জের বনকর্মী ও বন দপ্তরের র‌্যাপিড রেসপন্স টিমও দিনভর ওই গ্রামে ছিল।

বাইসনের দাপটে বুধবার সারাদিন হুলুস্থুল কলাবাড়িয়া গ্রামে।

> বাইসন বের হলে লোকজনের ভিড় লেগে থাকে। তখন ভিড় সামলাতেও আমাদের কালঘাম ছোটে। কিন্তু এদিন কলাবাড়িয়া গ্রামে সেরকম ভিড় হয়নি। তাই কারও কোনও ক্ষতি ছাড়াই দীর্ঘ চেষ্টার পর বাইসনটিকে জঙ্গলে পাঠানো সম্ভব হয়।
>
> **অন্বেষণ চক্রবর্তী** *বনাধিকারিক*

এভাবে ১৫ ঘণ্টা সময় লাগলেও এদিন এলাকার মানুষের ভিড় সামলাতে কিন্তু এদিন বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করতে হয়নি বনকর্মীদের। এজন্য সেরকম ক্ষয়ক্ষতিও হয়নি। ব্যাংডাকির বিট অফিসার অন্বেষণ চক্রবর্তীর কথায়, 'এর আগে কোথাও এরকমটা হয়নি। অর্থাৎ বাইসন বের হলে লোকজনের ভিড় লেগে থাকে। তখন ভিড় সামলাতেও আমাদের কালঘাম ছোটে। কিন্তু এদিন কলাবাড়িয়া গ্রামে সেরকম ভিড় হয়নি। তাই কারও কোনও ক্ষতি ছাড়াই দীর্ঘ চেষ্টার পর বাইসনটিকে জঙ্গলে পাঠানো সম্ভব হয়।' এজন্য তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁর আরও সংযোজন, 'আগামীতে অন্যান্য এলাকাতেও এভাবে মানুষের সহযোগিতা পাওয়া গেলে ভালো।'

কলাবাড়িয়ার বাসিন্দা মুকুলচন্দ্র বর্মন বলেন, 'এরকমটা অন্য এলাকাতেও হওয়া উচিত। কারণ, মানুষের ভিড় বাড়লে বন্যপ্রাণী এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে। তখন বন দপ্তরকেও চাপে পড়তে হয়। বন্যপ্রাণীকে উত্ত্যক্ত করা হলে বড় বিপদও ঘটতে পারে। এসব কলাবাড়িয়ার মানুষ বুঝেছেন। এজন্য কেউ সেভাবে বাইসন দেখতে ভিড় করেননি। সম্প্রতি একাধিক সচেতনতামূলক আলোচনা শিবিরে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি।' তসবির আহমেদ নামে আরেক বাসিন্দারও একই বক্তব্য।

আলোচনা সভা

ফালাকাটা ও বারবিশা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে দু'জায়গায় আলোচনা সভা হয়। ফালাকাটার ভৈরবহাট ও শালকুমারহাটের সুরিপাড়া গ্রামে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি ডঃ সুজয় বালা। তিনি বলেন, 'এদিন বীর চিলারায়ের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁর জীবনী নিয়ে দু'জায়গায় আলোচনা সভা হয়।' বুধবার বারবিশায় রাজবংশী জাগরণ মঞ্চের তরফে যথাযোগ্য মর্যাদায় বীর চিলারায়ের ৫১৫তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হল। সংগঠনের সদস্যরা বারবিশা চৌপথিতে বীর চিলারায়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

জেলার দুই ব্লকে বুনোর তাণ্ডব

পাঁচ বিঘা আলু-কপির খেত নষ্ট

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুনো হাতির হানায় আলু এবং কপিখেতের ব্যাপক ক্ষতি হল। অন্তত চারটি হাতির তাণ্ডবে পাঁচ বিঘা খেতের ফসল নষ্ট হয়েছে আলিপুরদুয়ার দুই ব্লকের ছোট চৌকিরবস গ্রামে। ক্ষতির পরিমাণ অন্তত চার লক্ষ টাকা।

মঙ্গলবার রাতে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ছিপরা জঙ্গল থেকে একদল হাতি ছোট চৌকিরবস গ্রামে ঢোকে। চার বিঘা জমির আলু খেয়ে, মাড়িয়ে নষ্ট করে। এছাড়া আরও প্রায় এক বিঘা জমির ফুলকপি এবং বাঁধাকপি নষ্ট করেছে বুনোরা। লাগাতার হাতির হানায় রাতের ঘুম উবে গিয়েছে এলাকার সবজিচাষিদের। তাঁদের বক্তব্য, আলু এবং কপির লোভে হাতির দল প্রতিদিনই জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে হানা দিচ্ছে। ঘন কুয়াশা থাকায় তারা গ্রামে ঢুকলেও টের পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সুযোগ নিয়েই তাণ্ডব চলছে। রাত জেগে চাষি এবং বনকর্মীরা পাহারা দিলেও হাতিরা কোথায় রয়েছে, সেটা বুঝতে পারছেন না কেউই। গোটা গ্রামের চাষিরা রীতিমতো অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন।

এদিন ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিরা হলেন শ্রীবাস বর্মন ও অজিত বর্মন। এছাড়া সুভাষ দেবনাথের ফুলকপিখেত নষ্ট হয়েছে। শ্রীবাস বলেন, 'বুনো হাতির হানায় আমরা ফসল ফলাতে পারছি না। ফসল ফলিয়ে পুরো ফসল ঘরে তোলা সম্ভব হয় না। পাঁচ বিঘা আলু চাষ করেছিলাম। এর মধ্যে দুই বিঘা আলুখেত গতকাল বুনো হাতির দল পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে। বীজ এবং সার ধার করে এনে আলু চাষ করেছিলাম। এখন লাভের মুখ দেখা সম্ভব হবে না।' অজিতের কথায়, 'হাতির হানা আমাদের এলাকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ করে দিচ্ছে। এর সমাধান না করলে আমাদের পথে বসতে হবে।' এলাকার চাষিরা হাতি ঠেকাতে বন দপ্তরের কাছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

বক্সা প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডলের মন্তব্য, 'হাতির হানা ঠেকাতে রাতে লাগাতার টহল চলছে। বনকর্মীদের পাশাপাশি বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরাও নিয়মিত রাতপাহারা দিচ্ছেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়েছে।'

রান্নাঘরে হাতি, খাটের তলায় দম্পতি

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাত আড়াইটা নাগাদ বছর বিরাশির সানিচারোয়া ওরাওঁ জেগেই ছিলেন। শীতের রাতেও ঘুম ভালো হয় না। পাশে শুয়ে থাকা বছর পঁচাত্তরের স্ত্রী কান্দুরিদেবীর সঙ্গে চলছিল নানা কথা। হঠাৎ তাঁদের কানে এল খসখস করে পাটশলার বেড়া ভেঙে পড়ার শব্দ। প্রতিবেশীদের হইচই। হাতি ঢুকেছে, বুঝতে বাকি রইল না দম্পতির। খাট থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠে প্রাণভয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে পড়েন তাঁরা। এভাবেই প্রাণরক্ষা হয়। মঙ্গলবার রাতে ব্যাংডাকি বিট লাগোয়া আদিবাসীপাড়ায় জোড়া হাতি ঢুকে পড়ে। দুই বাড়িতে হামলা চালিয়ে ধান সাবাড় করে। অনেকের ফসলেরও ক্ষতি হয়। ব্যাংডাকির বিট অফিসার অন্বেষণ চক্রবর্তী বলেন, 'ফর্ম পূরণ করে জমা দিলে নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি আদিবাসী মহল্লা রয়েছে জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ব্যাংডাকি বিটের পাশে। বন দপ্তর সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে বিটের জঙ্গল থেকে দুটি বুনো হাতি বেরোয়। হাতি দুটি মেজবিল, শিশাগোড় গ্রাম ঘুরে ফেরার পথে ওই আদিবাসীপাড়ায় তাণ্ডব শুরু করে। তবে দুটি হাতির পেছনেই ছিলেন বনকর্মীরা। তাই বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু হাতির ভয়ে ওই দম্পতি এখনও আতঙ্কিত।

বুধবার ওই মহল্লায় গিয়ে শোনা গেল, হাতি থেকে কীভাবে প্রাণরক্ষা করেছেন বৃদ্ধ দম্পতি। সানিচারোয়ার পাঁচ ছেলে অন্যত্র থাকেন। টিনের ঘরে থাকেন স্বামী-স্ত্রী। পাশেই পাটশলার বেড়া দেওয়া রান্নাঘর। সেই ঘরে তাঁদের জমির ধান মজুত ছিল। সানিচারোয়া বলেন, 'দশ বস্তার মতো ধান রাখা ছিল। হাতি বেড়া ভেঙে দুই বস্তা ধান বের করে খেয়ে ফেলেছে।'

এই ঘরের বেড়া ভেঙে জোড়া হাতি সাবাড় করেছে বস্তাভরা ধান। বুধবার পূর্ব কাঁঠালবাড়ির আদিবাসীপাড়ায়।

> দশ বস্তার মতো ধান রাখা ছিল। হাতি বেড়া ভেঙে দুই বস্তা ধান বের করে খেয়ে ফেলেছে। ভেবেছিলাম শোয়ার ঘরেও আক্রমণ করবে। তাই ভয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ি। তবে কিছুক্ষণ পরেই বনকর্মী আসায় হাতি দুটি চলে যায়। কিন্তু এখনও ভয় যেন কাটছে না।
>
> **–সানিচারোয়া ওরাওঁ,** *ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা*

হাতির আক্রমণ দেখে কী করেন? তাঁর বক্তব্য, 'ভেবেছিলাম শোয়ার ঘরেও আক্রমণ করবে। তাই ভয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ি। তবে কিছুক্ষণ পরেই বনকর্মী আসায় হাতি দুটি চলে যায়। কিন্তু এখনও ভয় যেন কাটছে না।' পাশেই বাড়ি বুধুরাম ওরাওঁয়ের। ওই বাড়িতেও হামলা করে জোড়া হাতি। বুধুরাম বলেন, 'পশ্চিম দিকে টিনের বেড়া দেওয়া একটি ঘরে ধানের বস্তা রাখা ছিল। আমি ঘুমোচ্ছিলাম অন্য ঘরে। ওই ধান রাখার ঘরের বেড়া ভেঙে ফেলে হাতি। আমারও দুই বস্তা ধান সাবাড় করে।'

খাদ্যের লোভেই যে হাতির হানা, তা স্পষ্ট। ধান সাবাড় করার পাশাপাশি হাতি দুটির যাতায়াতের পথে ভোম্বল বর্মনের আলুখেত, গণেশ ওরাওঁয়ের সর্ষেখেত, তাপস বাড়ই, কৃষ্ণ বিশ্বাস, মহেন্দ্র সরকারদের ভুট্টাখেতের কিছুটা ক্ষতি হয়। তাপস বলেন, 'হাতি দুটির পেছনে বনকর্মীরা ছিলেন বলে বেশি ক্ষতি হয়নি। তবে আমরা চাই, হাতি যেন এভাবে আর বের না হয়। কারণ, এখন মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। গ্রামের পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এটাই এখন চিন্তার কারণ।'

সচেতনতা

শামুকতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি : শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে হল মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা। কলেজের অধ্যক্ষ আশুতোষ বিশ্বাস বলেন, 'বর্তমান সময়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে হাতের নাগালে মোবাইল চলে আসায় তারা ক্রমশ পরিবার, বন্ধু-বান্ধব থেকে একাকী হয়ে পড়ছে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করলে একসময় সেটাই মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যই এই শিবির।'

পরীক্ষার্থীদের সুরক্ষায় জোড়া পুজো

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : এমনিতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন গ্রামে বছরের যে কোনও তিথিতে বুনো হাতিকে মহাকাল বাবা হিসেবে পুজো করা হয়। কিন্তু বুধবার যোগেন্দ্রনগর গ্রামে ৫০০ মিটারের দূরত্বে দুই পাড়ায় জোড়া মহাকালপুজো হল। এই দুই পুজোর শুরুর নেপথ্যে কারণ একটাই, যাতে বুনো হাতির তাণ্ডব না হয়। তবে এবারের পুজো হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে।

বছর দুয়েক আগে হাতির হানায় জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছিল। সেই কথা মাথায় রেখেই যোগেন্দ্রনগরে এদিন মহাকালপুজোয় উত্তরবঙ্গজুড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

যোগেন্দ্রনগরের দেবীরটারিতে আয়োজিত মহাকালপুজো বহু পুরোনো। প্রায় সাত দশক ধরে এখানে রাস্তার ধারে বার্ষিক পুজো হয়ে আসছে। স্থানীয়দের কথায়, গ্রামের পাশেই জলদাপাড়া বনাঞ্চল। আগে দিনের বেলাতেই হাতি-চিতাবাঘ গ্রামে চলে আসত। তাই প্রয়াত দেবীকান্ত বর্মন, প্রয়াত রমেশ বর্মনদের মতো অনেকে মিলে মহাকালপুজো শুরু করেন।

মহাকাল বাবার পুজো। বুধবার যোগেন্দ্রনগরের দেবীরটারিতে।

এই পুজো উপলক্ষ্যে আগে মেলাও হত। পরে স্থায়ী মন্দির তৈরি করা হয়। কিন্তু এখন পুজোর সময় মাধ্যমিক পরীক্ষা চলে। তাই মেলা আর হয় না। এখানে হাতি ও বাঘের মূর্তির পাশাপাশি শিবের মূর্তি তৈরি করে পুজো দেওয়া হয়। প্রসাদ হিসেবে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। এদিন বিকেলে নিয়মনিষ্ঠা সহ পুজো করেন স্থানীয় পুরোহিত অমল চক্রবর্তী। এবারের পুজোয় নিজেদের এলাকার সুরক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুরক্ষা প্রার্থনাও করেন স্থানীয় পুজো উদ্যোক্তারা।

তরুণ বর্মন নামে এক উদ্যোক্তার কথায়, 'এবার আমাদের গ্রাম থেকে অনেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। মাঝেমধ্যে এই গ্রামে হাতি হানা দেয়। আবার অন্যান্য এলাকাতেও হাতির হানার খবর পাওয়া যায়। তাই এবারের পুজোয় আমরা সব জায়গার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুরক্ষার বিষয়ে মহাকাল বাবার কাছে প্রার্থনা করি।' আরেক বাসিন্দা পুষ্পজিৎ বর্মন বলেন, 'পরীক্ষার্থীরা যাতে নিশ্চিন্তে যাতায়াত করতে পারে সেটা অবশ্য বনকর্মীরা দেখছেন। তবে আমরা মহাকাল বাবাকেই বিশ্বাস করি।'

এই দেবীরটারি এলাকা থেকে এবার ভাস্কর বর্মন, শিব বর্মন, সুজিত বর্মন, মল্লিকা বর্মনদের মতো অনেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। সবাই যোগেন্দ্রনগর হাইস্কুলের পড়ুয়া। ওই পরীক্ষার্থীরা এদিন পড়াশোনার ফাঁকে এসে মহাকাল বাবাকে প্রণাম করে যায়। প্রদীপ বর্মন নামে এক অভিভাবক বলেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষা যাতে সবার নির্বিঘ্নে কাটে, মহাকাল বাবার কাছে সেই কামনা করেছি।'

দেবীরটারি থেকে কিছুটা পূর্ব-উত্তরদিকে একই গ্রামে আরও একটি মহাকালপুজো এদিন হয়েছে। এখানকার পুজো পনেরো বছরের পুরোনো। পুজো শুরু হয় হাতির হানার জেরেই। রূপন বাড়ই নামে স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, '১৫ বছর আগে একবার হাতির হানায় গ্রামের বিমল রায়ের ঘরবাড়ি ভেঙেছিল। সেবার থেকে আমরা এখানে আলাদাভাবে পুজো করি।' এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় বাসিন্দা তথা হাইস্কুলের শিক্ষক গণেশ মজুমদার। তাঁর কথায়, 'যাতে হাতির হানায় কোনও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু না ঘটে সেই প্রার্থনাও এদিন মহাকাল বাবার কাছে করা হয়।'

প্রতিমা বিসর্জনে সম্প্রীতির নিদর্শন

তোর্ষা নদীতে দেব-দেবীর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে।

সমীর দাস

হাসিমারা, ১২ ফেব্রুয়ারি : তোর্ষা নদীর চরে একা একাই পড়ে ছিল দেবদেবীর প্রতিমা। পুজো শেষে বিসর্জন না দিয়ে সেসব ফেলে রেখে গিয়েছিলেন কেউ কেউ। সেসব প্রতিমা বিসর্জন দিলেন নিউ হাসিমারার দুই তরুণ মিলে। সেই দুজনের মধ্যে একজন মহম্মদ গুলাম রাজা। আরেকজন মনোজ আগরওয়াল। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তাঁদের এই উদ্যোগ আরও বেশি করে প্রশংসা পেয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির হিসেবে।

চা বাগান আর বনজঙ্গলে ঘেরা ডুয়ার্সে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সবসময় আলাদা মাত্রা পায়। ডুয়ার্সের বাসিন্দারা যে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান একসঙ্গে মিলেমিশে পালন করেন। বুধবার সেই ধারাই বজায় রাখলেন গুলাম রাজা। হাসিমারার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে তোর্ষা নদী। সেই নদীর চরে পড়ে ছিল সেইসব দেবদেবীর প্রতিমা। তোর্ষা সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াতের সময় ওই দৃশ্য দেখেন গুলামরা। এরপর বুধবার তাঁরা উদ্যোগ নেন সেইসব প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দেওয়ার। সেইমতো তাঁরা দুজনে নদীর তীরে গিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে একে একে ২০টি দেবদেবীর প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দেন।

হঠাৎ কেন এমন উদ্যোগ? গুলাম বলছিলেন, 'নদীর চরে এভাবে প্রতিমা পড়ে থাকলে সেগুলির যত্ন হয় না। অনেক সময় প্রতিমার অসম্মান হয়। পথকুকুর এসে প্রতিমা ভেঙে দিয়ে যায়। তাই আমরা এমন উদ্যোগ নিয়েছি।'

প্রায় প্রতিটি পুজোর পর বিসর্জন দেওয়া হয় প্রতিমা। তবে অনেক সময় দেখা যায়, বাড়ির কোনও পুজোর ক্ষেত্রে বা কোনও ছোটখাট বারোয়ারি পুজোর ক্ষেত্রেও প্রতিমা বিসর্জন না দিয়ে নদীর পাশে রেখে দেওয়া হয়। সেগুলির বিসজর্ন আর হয় না। তাই এদিন গুলাম রাজা ও মনোজ আগরওয়ালের এমন উদ্যোগকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন।

আবেদন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের মানহানির মামলায় সংশোধন চেয়ে আবেদন করলেন রাজ্যপালের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী।

ত্রিবেণিতে পুণ্যস্নান

বুধবার মাঘীপূর্ণিমায় হুগলির ত্রিবেণিতে কুম্ভস্নান করলেন ৫০ হাজারের বেশি পুণ্যার্থী। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন তাঁরা। ছিলেন নাগা সন্ন্যাসীরাও।

ট্রেনে আগুন

বুধবার ভোর ৪টে ১০ মিনিট নাগাদ শিয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা আপ নৈহাটি লোকালে আগুন ধরে যায়। ওভারহেডের তার থেকে দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেনে কেউ না থাকায় বড় ক্ষতি হয়নি।

প্রতুলকে দেখতে

বুধবার বাজেট পেশের পর অসুস্থ সংগীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে দেখতে এসএসকেএম হাসপাতালে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথাও বলেন।

৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা কমাতে সুনির্দিষ্ট সদর্থক পদক্ষেপের কোনও দিশা মিলল না বুধবারের বাজেটে। বাজেটকে জনমুখী ও ভবিষ্যতের দিশারি বলে মন্তব্য করেছে বণিকসভাগুলি। যদিও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে মোটেই খুশি নন ডিএ আন্দোলনকারীরা। এদিকে, রাজ্য বাজেটের বিরোধিতায় ওয়াক-আউট করে বিধানসভার লবিতে পোস্টার হাতে সরব হলেন বিজেপি নেতারা।

বিএ কমিটির বৈঠক বয়কটে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ■ বামেদের চোখে দিশাহীন বাজেট

বাজেট পেশের পর সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং অমিত মিত্র। - পিটিআই

ঋণের বোঝা থাকলই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের ঘাড়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা কমাতে সুনির্দিষ্ট সদর্থক পদক্ষেপের কোনও দিশা মিলল না বুধবারের বাজেটে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরে এই প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর না দিয়ে উলটে কেন্দ্রের ঋণ নিয়ে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন সাংবাদিকদের কাছে। মুখ্যমন্ত্রীর পালটা প্রশ্ন, 'কেন্দ্রের ঘাড়ে কত ঋণের বোঝা তার খোঁজ রাখেন কি?'

সম্ভবত এই প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিতে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি বলেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্বটা তাঁর পাশে বসে থাকা মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্রের দিকে ঠেলে দিলেন। ঋণ পরিশোধে রাজ্যের কী পদক্ষেপ সেই তথ্যে না গিয়ে অমিত দাবি করলেন, 'এই মুহূর্তে কেন্দ্রের ওপর ঋণের বোঝার পরিমাণ ১ কোটি ৪১ লক্ষ ১৩১ হাজার কোটি টাকা। মাথা পিছু জিডিপিতে কেন্দ্র পিছিয়ে। সেই তুলনায় রাজ্য অনেকটাই এগিয়ে। অমিতবাবুর কথার মাঝে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে থামিয়ে বলেন, 'আমরা ৮০ হাজার কোটি টাকা করে শোধ দিচ্ছি।' যদিও এই নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে তাঁরা দু'জনেই কেন্দ্রের ওপর ঋণের বোঝার প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

বাজেট নিয়ে এদিন তাঁর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় মুখ্যমন্ত্রী সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী' সহ সামাজিক প্রকল্পগুলি নিয়ে সোচ্চার হলেন বটে, তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকার পরিমাণ বাড়বে কি না সরাসরি তার উত্তরে গেলেন না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য কত অর্থ খরচ হচ্ছে সেই দাবিতেই সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি জানান, 'এই মুহূর্তে রাজ্যের ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিতে সরকারের খরচ ৫০ হাজার কোটি টাকা। সর্বশেষ দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে আরও প্রায় ১৬ লক্ষ আবেদন এসেছে। খতিয়ে দেখে সেইসব আবেদনও মঞ্জুর করা হবে। এর ফলে সরকারের ওপর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু রাখতে আরও আর্থিক বোঝা সরকারকে নিতে হবে সেটাই মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চাইলেন।

তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ভাতার পরিমাণ সম্ভবত বাড়তে পারে ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে। ভোটের কথা ভেবেই এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর রয়েছে বলেই অর্থ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিকের ধারণা। এমন আভাস দিয়েই তাঁর মন্তব্য, 'একসঙ্গে সরকার কি সব ঘোষণাই করে দেবে? ভোটটা তো আছে, দেখুন তার আগে কী হয়। তবে নিঃসন্দেহে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার রাজ্য সরকারের ওপর একটা বিশাল চাপ।'

সরকারি কর্মচারীদের বাজেটে ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি করা হলেও ভবিষ্যতে অবশ্য সরকার ধাপে ধাপে আরও ডিএ বাড়াবে এটা মুখ্যমন্ত্রী পরে এড়িয়ে যাননি। তাঁর কথায়, 'আপাতত ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানো হল। পরে আমরা ধাপে ধাপে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করব।' মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের ওপর অর্থ দপ্তরের ওই শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'আবার হয়তো সরকার কয়েক মাস পরে আরও এক কিস্তি মহার্ঘভাতা ঘোষণা করবে। এটা বিশেষ ভাবনায় আছে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের।'

কেন্দ্রের এত বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজ্য সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থে বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়নে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি প্রকল্পে রাজ্য তার নিজের টাকায় কীভাবে খরচ চালাচ্ছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 'বাজেটে মহিলাদের জন্যই শুধু প্রায় ৫০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্র ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রাখে না। রাজ্য সরকার কথা দিলে তা রাখে। কেন্দ্র রাজ্যকে সাহায্য ও সহযোগিতা দূরে থাক, উলটে বিরোধিতা করে। প্রাপ্য টাকা দেয় না।'

শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে সরকারের দেউচাপাঁচামি, প্রস্তাবিত আইটি হাব, ওএনজিসির তেল খনন, ৬টি অর্থনৈতিক করিডর সহ একাধিক প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ লোকের চাকরি হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সরকারের আগের একাধিক বাজেট বিবৃতিতে মোট কত লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করা হলেও এদিন এবারের বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে তার কোনও উল্লেখ মেলেনি।

মমতা উবাচ

■ কেন্দ্রের ঘাড়ে কত ঋণের বোঝা তার খোঁজ রাখেন কি

■ আপাতত ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানো হল। পরে আমরা ধাপে ধাপে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করব

■ বাজেটে মহিলাদের জন্যই শুধু প্রায় ৫০ শতাংশ অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে

বাজেটের মাঝে বিক্ষোভ বিজেপির

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ হওয়ার আগে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে বসেছিল বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ সহ শাসকদলের কমিটির সব সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। বিরোধীদের মধ্যে একমাত্র উপস্থিত ছিলেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। বিজেপি বিধায়কদের কেউই ওই বৈঠকে যাননি। বিএ কমিটি সহ বিধানসভার অন্যান্য কমিটির বৈঠকগুলিতে বিজেপি বিধায়কদের এই অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মমতা বলেছেন, 'লোকসভায় আমাদের সাংসদরা সব কমিটির বৈঠকেই উপস্থিত থাকেন। এমনকি আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, আমাদের বিধায়করা বিধানসভার সব কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু বিজেপি সেই শিষ্টাচার দেখাচ্ছে না। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়।'

তবে বিজেপির সঙ্গে সংঘাত আরও তীব্র আকার নিয়েছে বাজেট ভাষণ চলাকালীন গেরুয়াশিবিরের ওয়াকআউটের ঘটনায়। এদিন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ভাষণের শেষপ্রান্তে গিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন। তখন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়করা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'বেকারদের চাকরি চাই'। কিন্তু বিরোধীদের হইহট্টগোল সত্ত্বেও বাজেট ভাষণ চালিয়ে যেতে থাকেন চন্দ্রিমা। কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর বিজেপি বিধায়করা ওয়াকআউট করেন। চন্দ্রিমার বাজেট ভাষণের শেষে এই নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ বলেন, 'বাজেট ভাষণ চলাকালীন বিজেপি বিধায়করা যেভাবে হইহট্টগোল করতে করতে অধিবেশনকক্ষ ত্যাগ করলেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।'

তবে মুখ্যমন্ত্রী বা বিধানসভার অধ্যক্ষের ক্ষোভ ও নিন্দাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি বলেন, 'পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমরা বিধায়ক অশোক লাহিড়ির নাম দিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়নি তাঁকে। এটা মুখ্যমন্ত্রীও জানেন, অধ্যক্ষও জানেন। সেই কারণেই আমরা বিধানসভার কোনও কমিটির বৈঠকে হাজির থাকছি না।'

> পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমরা বিধায়ক অশোক লাহিড়ির নাম দিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়নি তাঁকে। এটা মুখ্যমন্ত্রীও জানেন, অধ্যক্ষও জানেন। সেই কারণেই আমরা বিধানসভার কোনও কমিটির বৈঠকে হাজির থাকছি না।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

বাজেট পেশের পর, সাংবাদিক সম্মেলনের আগের মুহূর্তে। বুধবার।

ভাঁওতাবাজির বাজেট : সুকান্ত

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার বিধানসভায় সরকারের ডিএ ঘোষণার বিপরীতে রাজ্যের বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের প্রশ্ন তুলে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করে বিজেপি। হাতে বেকারদের জন্য কাজের দাবিতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করে বিধানসভায়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি পরিষদীয় দলের বিধায়কদের মুখে তখন স্লোগান, চোর মমতা হায়, হায়। চাকরি চুরির সরকার আর নেই দরকার। পরে শুভেন্দু বলেন, 'এই সরকার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। তাই এরা কোনও চাকরি বা কর্মসংস্থান করতে পারবে না। '২৬-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসে পূর্ণাঙ্গ বাজেট করে প্রতি ঘরে চাকরি দেবে।'

রাজ্য বাজেটের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এই বাজেটে রাজ্যের ২ কোটি ১৫ লাখ বেকার তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আরজি কর রাজ্য নারী নির্যাতনের জেরে দলের মহিলা ভোটব্যাংকের ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে ডিএ-র মতোই রাজ্য বাজেটে মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বাড়ানো হতে পারে বলে অনেকে আশা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এদিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বৃদ্ধিতে সরব হয়েছে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এই বাজেটে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতার বরাদ্দ বাড়েনি। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও সদ্য ক্ষমতায় আসা দিল্লির বিজেপি সরকারের দৃষ্টান্ত দিয়ে এরাজ্যের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বৃদ্ধিতে সরব হয়েছেন তিনি।

বিধায়ক অশোক লাহিড়ি বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে সরকার টাকা খরচ করতেই পারে। কিন্তু সেই খরচে সামঞ্জস্য থাকা দরকার, যা এই সরকার করে না। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যা করেন, সেটা এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী করেন না। এটাই তফাত।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'দুর্মূল্যের বাজারে ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির নামে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে কার্যত প্রতারণা করল এই সরকার।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এটা ভাঁওতাবাজির বাজেট।'

বাজেটকে দিশাহীন বাজেট বলে দাবি করেছে সিপিএম। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এবারের রাজ্য বাজেট এককথায় দিশাহীন। এই বাজেটে মানুষের দুর্দশা কাটার কোনও লক্ষণ নেই। আছে কিছু বুজরুকি। সামাজিক সুরক্ষার নামে দান খয়রাতি করতে গিয়ে সরকার যেভাবে বাজার থেকে ঋণ নিচ্ছে, তাতে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কোনও অর্থই আর বেঁচে থাকবে না।' সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এই বাজেটে সরকারি কর্মীদের প্রাপ্তির চেয়ে অপ্রাপ্তি বেশি।'

মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে অখুশি প্রতিবাদীরা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেটে ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে মোটেই খুশি নন ডিএ আন্দোলনকারীরা। কেন্দ্রের তুলনায় এখনও ৩৫ শতাংশ কম মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন তাঁরা। এই যুক্তিতে তীব্র ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন সরকারি কর্মীদের একাংশ। গত ২ বছর ১৭ দিন ধরে কেন্দ্রের সমান মহার্ঘ ভাতার দাবিতে শহিদ মিনারের পাদদেশে আন্দোলন করছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। দাবি না মেটা পর্যন্ত এই আন্দোলন থেকে তারা সরবে না বলে ঘোষণা করেছে। অচিরেই 'রাজ্যের বঞ্চনা'-র প্রতিবাদে পথে নামতে চলেছে তারা।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'বলা হচ্ছে, ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ফারাক ৩৫ শতাংশে দাঁড়াবে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কারণ কেন্দ্র খুব শীঘ্রই আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করবে। ফলে পার্থক্য সেই ৩৯ শতাংশই থাকবে।' ভাস্কর জানান, রাজ্য বাজেটে শূন্যপদ পূরণের কোনও কথা বলা হয়নি। আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়েও কিছু বলা হয়নি। এই সমস্ত ক্ষেত্রের কর্মীদের নিয়ে শীঘ্রই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা হবে। ধর্মতলার অবস্থান মঞ্চ থেকে ওঠার কোনও সম্ভাবনাই নেই। দু-বছরের বেশি সময় ধরে ধর্মতলায় অবস্থান চলছে। প্রয়োজনে ২০ বছর আন্দোলন চলবে।

কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ-এর সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায়ও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, '৪ শতাংশ বেতন বৃদ্ধিতে কোনও লাভ হবে না। আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই থাকব। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার আরও ১ কিস্তি মহার্ঘ ভাতা শীঘ্রই ঘোষণা করবে।' রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক এই মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এত আর্থিক বৈষম্যের মধ্যেও রাজ্যের মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রী যে সরকারি কর্মীদের আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করেছেন, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। এর ফলে সরকারি কর্মীরা আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন।'

ঘাটালের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে, উচ্ছ্বসিত দেব

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। তার পরই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান ঘাটালের সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে দেব। তিনি বলেন, 'ঘাটালের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। আমি তো ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না বলে ঠিক করেছিলাম। অনেকে মনে করেছিলেন, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার ভোট নেব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এই মাসের শেষের দিকে প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।' অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার রাজ্য বাজেট ঘোষণার সময় অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। এতেই উচ্ছ্বসিত ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেব।

এর আগে একাধিকবার ঘাটালবাসীর সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। এও অভিযোগ করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য অর্থ দেয়নি। দেব বলেন, 'বিরোধীদের অনুরোধ করব তারা এই বিষয়টিকে রাজনীতির দিক থেকে না দেখে যেন সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে। জমি অধিগ্রহণ ও যাবতীয় কাজে দলমতনির্বিশেষে সহযোগিতা করে। সংসদে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য আর কোনও আবদার করব না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোনও টাকা চাইব না। এর আগেও অনেক অনুরোধ করেছি, আর করব না।' শুধু ঘাটালের সাংসদ নন, এই বরাদ্দ ঘোষণার পর উচ্ছ্বাসে পথে নেমেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

অভিযোগ অর্থনীতিবিদ-বিধায়কের

উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা নিয়ে সরব অশোক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেট পেশের পরই উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও সুন্দরবনের মানুষকে বঞ্চনার জন্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অধিবেশনকক্ষে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণাকে যখন টেবিল চাপড়ে হর্ষধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত শাসকদল, তখনই উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে বঞ্চনা সহ রাজ্য বাজেটের বিরোধিতা করে ওয়াকআউট করে বিধানসভার লবিতে পোস্টার হাতে সরব হল বিজেপি।

শুভেন্দুর মতে, উত্তরবঙ্গের নদীভাঙন, সেচ, পাহাড় ও চা বাগানের সামগ্রিক উন্নয়নে এই বাজেটে কোনও ঘোষণা নেই। গৌড়বঙ্গ তথা মালদা থেকে কোচবিহার-উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য একটা বাক্য নেই এই বাজেটে। পশ্চিমাঞ্চলের বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়ার মতো জেলাগুলির অন্যতম সমস্যা পানীয় জল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা। এই বাজেটে সেই বিষয়ে কোনও বরাদ্দ হয়নি। পাহাড়ের গোর্খা, তামাং, ভুটিয়া, রাই, রাজবংশী সহ জনজাতি ও আদিবাসী মানুষের জন্য যেমন কোনও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ করা হয়নি, ঠিক তেমনই পশ্চিমাঞ্চলের কুর্মি, মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। মতুয়াসমাজকেও চূড়ান্ত বঞ্চনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ি তাঁর বক্তব্যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের নামমাত্র বাজেট বৃদ্ধিতে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, 'উত্তরবঙ্গের জন্য আমার অনেক প্রত্যাশা ছিল। কারণ, বরাবরই উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ রয়েছে এই সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাস্তবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের জন্য সীমিত বাজেট বৃদ্ধি করা হল। তাঁর দাবি, পর্ষদের বরাদ্দ এমনিতেই ছিল না। বাজেটে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি না হওয়ায় আগামীতে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন রুদ্ধ হবে। কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, 'ভেবেছিলাম যে বঞ্চনার অভিযোগ রয়েছে, এই সরকার তার অন্তিম বাজেটে কিছুটা হলেও প্রায়শ্চিত্ত করবে।'

রাজ্য বাজেটের বিরোধিতায় বিধানসভা লবিতে প্রতিবাদ বিজেপির। বুধবার।

চা শিল্পে ইনকাম ট্যাক্সে ছাড় দেওয়ার বিষয়ে লাহিড়ির সংযোজন, মানুষ তখনই কর দেয়, যখন তাঁর ব্যবসা থেকে লাভ হয়। যদি আয়ই না থাকে তাহলে আর কর ছাড় দিয়ে কী লাভ হবে? লাহিড়ির মতে, আসলে চা শিল্পের সমস্যাটা অনেক গভীরে। তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার কোনও চেষ্টাই হয়নি এই বাজেটে।

বিজেপির মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও একইভাবে উত্তরবঙ্গের বঞ্চনায় সরব হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শংকর বলেন, 'এই সরকারের প্রস্থানের পথ প্রশস্ত হল এই বাজেটের মধ্য দিয়ে।' তাঁর মতে, বিশেষত স্বাস্থ্যের বিষয়ে উত্তরবঙ্গের প্রতি এই সরকারের উদাসীনতা অপরিসীম। ক্যানসার, হার্ট ও নার্ভের মতো জটিল চিকিৎসায় উত্তরবঙ্গের জন্য এই বাজেটে কিছু ঘোষণা থাকবে, এমনটাই প্রত্যাশা ছিল উত্তরবঙ্গবাসীর। কিন্তু সেই প্রত্যাশার ছিটেফোঁটাও মেলেনি। তিনি আরও বলেন, 'চা শিল্পকে প্রোমোটার, ডেভেলপার সহ রিয়েল এস্টেট মালিকদের হাতে তুলে দিতে ইতিমধ্যেই টি-ট্যুরিজম-এর নামে যে চক্রান্ত শুরু করেছে এই সরকার, বিজেপি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। আগামীতে চা সহ উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে বঞ্চনার প্রতিবাদে গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে আন্দোলন তীব্র হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শংকর।

স্বাগত জানাল বণিকসভা

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের বাজেটকে স্বাগত জানাল বণিকসভাগুলি। বুধবার অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এ বছরের রাজ্য বাজেট পেশ করেন। সেই বাজেটকে জনমুখী ও ভবিষ্যতের দিশারি বলে মন্তব্য করেছে বণিকসভাগুলি।

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি অমিত সারোগি রাজ্য বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'কৃষি, শিল্প ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্যই রাজ্যের জিডিপি ৬.৮০ শতাংশ হয়েছে। যেখানে জাতীয় জিডিপি ৬.৩৭ শতাংশ। রাজ্যের শিল্পবৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশ হয়েছে, যেখানে দেশের শিল্পবৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ।' চা শিল্পে আয়কর দেওয়ার সময় একবছর বৃদ্ধি করে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত করাকেও স্বাগত জানিয়েছেন সারোগি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ১২২৮.৭৮ কোটি বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব সিং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে জনমুখী বাজেট পেশ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এই বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা, পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

> এই বাজেট সাধারণ মানুষের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা দূর করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।
>
> **এনজি খৈতান**

> কৃষি, শিল্প ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্যই রাজ্যের জিডিপি ৬.৮০ শতাংশ হয়েছে।
>
> **অমিত সারোগি**

টলিপাড়ার দ্বন্দ্ব হাইকোর্টে

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : টালিগঞ্জের সিনেপাড়ায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্য। প্রায়শই ফেডারেশন ও পরিচালকদের মতবিরোধের জেরে স্টুডিওগুলিতে শুটিং বন্ধ থাকে। এই পরিস্থিতিতে টলিপাড়ার কাজের পরিবেশ কবে স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই বিষয়টি এবার হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে।

আবেদনকারী পরিচালকের অভিযোগ, ফেডারেশনের একাংশের কারণে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। ফলে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। ফেডারেশনের একাংশের স্বেচ্ছাচারিতার ফল ভুগতে হচ্ছে তাঁদের। তাই সুস্থ পরিবেশে কাজের জন্য আদালতের হস্তক্ষেপ চাইছেন তিনি। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরের সপ্তাহে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

'আমার আজ দ্বিতীয় জন্মদিন'

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : সাড়ে তিন বছর পর কংগ্রেসে ফিরলেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেসে যোগদান করেই তিনি মন্তব্য করেন, 'অরাজনৈতিক ভুল করেছিলাম। ক্ষমা চাইছি। আমার কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়া উচিত হয়নি। আমি খুশি যে আমায় আবার কংগ্রেসে যোগদান করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। রাহুল, সোনিয়া, প্রিয়াংকা গান্ধি সমর্থন না করলে আমি দলে যোগ দিতে পারতাম না।'

প্রণব-পুত্র কংগ্রেসে ফিরছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, এআইসিসি পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য সহ শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগদান করেন অভিজিৎ। জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে কংগ্রেসের ভূমিকা প্রসঙ্গে এদিন অভিজিৎ বলেন, 'কংগ্রেসের কোনও বিকল্প নেই। কংগ্রেস ছাড়া ভারতবর্ষকে একজোট করা সম্ভব নয়। দিল্লির নির্বাচন প্রমাণ করে দিয়েছে কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা। আমাকে দলে যে কাজ দেওয়া হবে সেই কাজ করব। প্রত্যন্ত জায়গায় গিয়ে যারা কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে গিয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনার কাজ করব। আমার আজ দ্বিতীয় জন্মদিন।' সূত্রের খবর, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করতে পারে কংগ্রেস।

ফল প্রকাশে মামলা

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ওবিসি মামলার কারণে জটিলতা তৈরি হয়েছে ২০২৩ সালের টেট-এর ফলপ্রকাশে। হাইকোর্টে এমনটাই জানালেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী। ২০২৩ সালের টেট-এর ফলপ্রকাশ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। এই মামলায় আবেদনকারীদের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তর দাবি, ফলপ্রকাশ না হলে তাঁরা কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারছেন না। পর্ষদের তরফে আইনজীবী সুবীর সান্যাল আদালতে জানান, বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সালের ওবিসি সার্টিফিকেট সংক্রান্ত মামলার রায় দেয়। ওই মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। সেই জটিলতার কারণে ফলাফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

অসন্তুষ্ট দুই বিচারপতি

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ। বুধবার গল্ফগ্রিন থানার একটি মামলায় তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ তদন্তকারী আধিকারিককে আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। ওই আধিকারিকের ভূমিকায় বিচারপতি ঘোষ মন্তব্য করেন, 'দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে না পারলে বদলি হয়ে বেঙ্গল পুলিশে চলে যান।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩০ মাঘ ১৪৩১

পদত্যাগের আড়ালে

২১ মাস ভ্রাতৃঘাতী হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকা মণিপুরকে আরও একবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়ে হঠাৎ পদত্যাগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। এই পদত্যাগের নানাবিধ কারণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে বারবার তাঁর পদত্যাগের দাবি উঠলেও তিনি কর্ণপাত করেননি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-রাও সেই দাবিতে খুব গা করেননি।

এর মধ্যে মণিপুরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বীরেন সিংয়ের পদত্যাগ স্বেচ্ছায় বলা যাবে না। মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানের পর তাঁর আচমকা পদত্যাগের নেপথ্যে মণিপুরের হিংসা বন্ধ করতে না পারার আত্মগ্লানিই মূল কারণ- সেটাও বলা যাবে না। বরং এই পদত্যাগের নেপথ্যে মণিপুরে বিজেপি শাসিত সরকারের পিঠ বাঁচানোর প্রবল দায় স্পষ্ট।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের চাপেই বীরেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ মেইতেই-কুকি সম্প্রদায়ের হিংসার মোকাবিলায় রাজ্যের প্রধান প্রশাসক হিসেবে প্রথম দিন থেকে ব্যর্থতার কারণে তাঁকে অনেক আগেই অপসারণের প্রয়োজন ছিল। এ ব্যাপারে বিরোধীদের দাবি উপেক্ষা করেছে কেন্দ্র এবং বীরেন সিং। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে মণিপুরে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

উত্তর-পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র বুধবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার আগে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলেন। বীরেনের বদলে কাকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আনা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শেষপর্যন্ত নতুন কাউকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হলে এ যাত্রায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারির হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে মণিপুর। যদি তা না হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি শাসন অবধারিত।

১০ ফেব্রুয়ারি থেকে মণিপুর বিধানসভার অধিবেশন শুরুর কথা থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী পদে বীরেনের ইস্তফার কারণে রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লা ওই অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করেছেন। মণিপুরের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস বিধানসভার এই অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার পরিকল্পনা করেছিল। মোদি-শা'র শিরদাঁড়ায় শীতল স্রোত বইয়ে মণিপুরে বিজেপিতে বীরেন সিংয়ের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী ওই অনাস্থা প্রস্তাবে সায় দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

বিধানসভার সমীকরণ দ্রুত বদলাতে থাকায় বিজেপির পক্ষে মণিপুরে ক্ষমতা ধরে রাখা মুশকিল মনে হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে বীরেনের পদত্যাগ মণিপুরে ক্ষমতা ধরে রাখার প্রশ্নে গেরুয়া শিবিরকে খানিকটা স্বস্তি দিয়েছে। যদিও এত কাণ্ডের পরও মণিপুরে শান্তির হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। বরং মেইতেই বনাম কুকিদের জাতিগত হিংসা মণিপুরকে ভিতর থেকে বিভাজিত করে ফেলেছে।

মোদি-শা'র কাছে বীরেনের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকেও মণিপুরে ক্ষমতা ধরে রাখা অধিক জরুরি। সেজন্য প্রয়োজনে হাজার বীরেনকে ছেঁটে ফেলতেও দ্বিধা হবে না তাঁদের। অশান্তির ২১ মাসের সময়কাল সামান্য না হলেও তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একবারের জন্যও মণিপুর নিয়ে কোনও শব্দ খরচ করেননি। তিনি রাশিয়া গিয়েছেন। ইউক্রেনে গিয়েছেন। দুই দেশের যুদ্ধে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অন্য অনেক দেশে সফর করেছেন। একাধিক দেশের শীর্ষ নাগরিক সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু রাহুল গান্ধি সহ বিরোধী শিবিরের অনেক নেতার বারবার দাবি সত্ত্বেও মণিপুরে একবারের জন্য যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

বোর্ডের পাশাপাশি জীবনের পরীক্ষায় সফল হতে পরীক্ষা পে চর্চায় পড়ুয়াদের যিনি ভোকাল টনিক দিতে পারেন, হিংসাপীড়িত মণিপুরকে শান্ত এবং স্বাভাবিক করতে তাঁর মন কি বাতে কিছু বলার সময় হয় না। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরদিনের মতো যে বিভেদের বীজ বপন হয়ে গিয়েছে, তার থেকে মুক্তির দিশা এখনও পর্যন্ত দেখাতে পারেননি মোদি-শা। আগামীদিনেও তাঁরা এই কাজটি করবেন কি না অনিশ্চিত।

বীরেন সিংয়ের পদত্যাগের নাটকে নয়াদিল্লির বিজেপি নেতারা পুলকিত হলেও মণিপুরবাসীর জীবনে পরিবর্তনের কোনও আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

মিথ্যের ইট গেঁথেই পতন ওয়ালের

দিল্লির যুদ্ধ আসলে ছিল দুই হিন্দুত্ববাদী দলের। 'আমি সাধু, বাকিরা চোর' বলা কেজরিওয়ালের ফেরা খুব কঠিন।

প্রসূন আচার্য

দুটো বিশ্বযুদ্ধ কেন হয়েছিল? সাম্রাজ্য বিস্তারে পুঁজির সংঘাতে বা দ্বন্দ্বে।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল কেন হারলেন? সহজ উত্তর হচ্ছে ক্ষমতা দখলের জন্য দুই হিন্দুত্ববাদী দলের মধ্যে সংঘাতে।

সেক্ষেত্রে ঠিক ভুল যাই হোক, একটি রাজনৈতিক দল জিতল। যারা আজ প্রধান হিন্দুত্ববাদী দল হিসেবে গোটা বিশ্বে পরিচিত। এবং মনে রাখতে হবে, ২৭ বছর পরে! অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদির দিল্লি দখলের প্রায় ১১ বছর পরে। যা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ লক্ষণ।

আর ক্রমাগত মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মানুষকে প্রভাবিত করে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগের পাহাড় সাজিয়ে, তার ওপরে রাজার মতো বসে থেকে, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিদেশের টাকায় একটা এনজিও থেকে দল হয়ে ওঠা অরাজনৈতিক নেতার একদিন যা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে। কেজরিওয়াল হেরেছেন। এবং এই সংকট থেকে তাঁর পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো মুশকিল।

গত কয়েকদিনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটের অনেক নেতাই আঙুল তুলে বলেছেন, কংগ্রেস আসলে ভোট কেটে হারিয়ে দিল! জোট হলে হারত না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে উদ্ধব শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউথ, অনেকেই এই কথা বলেছেন। একদা বিজেপির সঙ্গে সুখে ঘর করা আদতে জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী এই দুই আঞ্চলিক দলের নেতারাও খুব ভালো করে জানেন, রাজনীতিতে দুয়ে দুয়ে চার হয় না। পাঁচও হয় বা ছয় হয়। তাই, আম আদমি পার্টি সাড়ে ৪৩ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়েছে, আর কংগ্রেস ৬ শতাংশের কিছু বেশি- এই দুটো যোগ করলে বিজেপির সাড়ে ৪৫ থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে মানেই বিজেপির হেরে যেত- বিষয়টা এমন সহজ নয়।

পরিসংখ্যান বলছে, কংগ্রেস আর আপ দুই দলের ভোটের যোগফল করলে, ১৪ আসনে বিজেপির থেকে বেশি। তার মানে যদি ধরে নেওয়া হয়, জোট হলে এই ১৪ আসন বিজেপি হারত, তার থেকে মূর্খামি কিছু হয় না। কারণ, জোট হলে মানুষ একভাবে ভোট দেয়। না হলে অন্যভাবে।

আচ্ছা, এই আপ-দরদিরা কিন্তু একবারও বলছেন না, আজ থেকে প্রায় ৬ মাস আগে দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘোষণা করে দেন, দিল্লির ভোট আপ একাই লড়বে। এর পরে ধাপে ধাপে সবার আগে প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করতে থাকেন কেজরি। তাঁর এবারের পরামর্শদাতা টিম কিন্তু আইপ্যাক। অর্থাৎ অনেক আঁটঘাঁট বেঁধেই কেজরি নেমেছিলেন।

২০২০ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপি পেয়েছিল ৩৮ শতাংশ ভোট। কিন্তু আসন মাত্র ৮টি! কংগ্রেস ৪ শতাংশ ভোট পেলেও কোনও আসন জেতেনি। আর আপ সাড়ে ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ৬২টি আসন জিতেছিল। অর্থাৎ সোজা হিসেবে দুটি বিধানসভার ৫ বছরের হিসেবে ভোটে আপের ভোট কমেছে ১০ শতাংশ। আর বিজেপির ভোট বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৭ শতাংশ। কংগ্রেস বেড়েছে ২ শতাংশ। অর্থাৎ সোজা হিসেবে দিল্লিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আপের গ্রহণযোগ্যতা কমেছে ভীষণভাবে।

লোকসভায় যেহেতু আপ এবং কংগ্রেস জোট হয়েছিল, আর বিজেপি বিপুল ভোটে সবক'টি লোকসভা জিতেছিল, তাই এই হিসেব ধরা হচ্ছে না।

এখন প্রশ্ন হল, কেন কেজরির জনপ্রিয়তা কমল?

কলকাতায় কয়েক মাস আগে আপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত ভূষণ এসেছিলেন। পরবর্তীকালে একনায়ক অরবিন্দ তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেন। একান্ত আলাপচারিতায় প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অরবিন্দ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? বলেছিলেন, 'এত বড় ধুরন্ধর, মিষ্টি মিষ্টি করে মিথ্যা কথা বলে মানুষের মন জয় করার মতো শিক্ষিত রাজনীতিক আমি জীবনে দেখিনি। ওর পুরোটাই মুখোশ। মাঝে মাঝে বসে ভাবি, মানুষ চিনতে এত বড় ভুল কী করে করেছিলাম!' শুধু প্রশান্ত ভূষণ নন, যোগেন্দ্র যাদব, সাংবাদিক আশুতোষ থেকে সকলেই এই ভুল করেছিলেন।

প্রশান্ত ভূষণকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অরবিন্দ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? বলেছিলেন, 'এত বড় ধুরন্ধর, মিষ্টি মিষ্টি করে মিথ্যা কথা বলে মানুষের মন জয় করার মতো শিক্ষিত রাজনীতিক আমি জীবনে দেখিনি। ওর পুরোটাই মুখোশ। মাঝে মাঝে বসে ভাবি, মানুষ চিনতে এত বড় ভুল কী করে করেছিলাম!' শুধু প্রশান্ত নন, যোগেন্দ্র যাদব, সাংবাদিক আশুতোষ থেকে সকলেই এই ভুল করেছিলেন।

এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় অরবিন্দের পুরোনো কথার কিছু ক্লিপিংস ঘুরছে। যে কেউ চাইলেই দেখতে পাবেন। বিদেশের টাকায় কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে 'ইন্ডিয়া এগেনস্ট করাপশন' মুভমেন্টের সময় কীভাবে তিনি, আন্না হাজারে, কিরণ বেদি সবাই মিলে বৈঠক করেছেন, সেই ছবিও ঘুরছে।

কীভাবে মঞ্চ থেকে অরবিন্দ একের পর এক মিথ্যে কথা বলেছেন। সব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই নিয়ে বই আছে। ক্যারাভান ম্যাগাজিনে বিস্তারিত রিপোর্ট আছে।

'নিজে সাধু আর অন্যরা চোর' এই ক্যাচলাইন সঙ্গে নিয়ে গদিতে বসেছিলেন কেজরি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর আসল চেহারা বেরিয়ে পড়তে শুরু করে। দ্বিতীয় দফার সরকার গড়ার পরে আরও স্পষ্ট হয় ব্যাপারটা।

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে দিল্লির দাঙ্গায় কেজরির ভূমিকা। সব থেকে মানুষ মারা যায়, আহত হয়, বাড়ি পোড়ে মুসলিম মহল্লায়। কিন্তু অরবিন্দ ছিলেন নিশ্চেষ্ট। এর পরে ২০০০ সালের ভোট জিতেই সোজা চলে যান হনুমান মন্দিরে পুজো দিতে। মনে রাখবেন, আপ কিন্তু কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির বিরোধিতা করেনি। এমনকি এনআরসি এবং সিএএ-রও বিরোধিতাও করেনি। অর্থাৎ এইবার ভোটের আগে মোদির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে শুধু মোদির গুরু আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে চিঠি লেখাই নয়, প্রতিটা পদক্ষেপে একজন আদ্যন্ত হিন্দুত্ববাদী নেতার যা যা করা উচিত, গত ১০ বছরে অরবিন্দ তাই তাই করেছেন। এমনকি মোদি যেমন নিজেকে 'নন বায়োলজিক্যাল' বলে দাবি করেন, গুজরাটের ভোটে তাঁকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে অরবিন্দ বলেছিলেন, 'সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমি ঈশ্বরের অংশ!'

অথচ পরবর্তীতে আমরা দেখেছি, একের পর এক আপের মন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে জেলে গিয়েছেন। এমনকি অরবিন্দ পর্যন্ত। উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া জেলে ছিলেন। অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, 'সবাই চোর আর আমি সাধু' এই ক্যাচ লাইন কত মিথ্যে ছিল।

বাকি রইল দিল্লির বায়ু দূষণ আর যমুনা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ, যমুনা সাফাই। দুটো কাজেই কেজরি চরম ব্যর্থ। যেটুকু সরকারি কর্মীদের ভোট সঙ্গে ছিল, সেটাও বাজেটে ১২ লক্ষ টাকা অবধি কর ছাড় দিয়ে মোদি তুলে নিয়েছেন। সব থেকে বড় কথা, মূলত বিহার সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলে কেজরির ভোট এবং আসন দুই ভীষণভাবে কমেছে। এখানে গরিব এবং মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ বাস করেন। তাঁদের মধ্যেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে অরবিন্দ সম্পর্কে।

ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। এনজিও করা কেজরির ডিক্টেটরশিপে চলা পার্টি হেরেছে। আগামীদিনে কিন্তু কেজরির এই দলের অবস্থা আরও সঙ্গিন হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৭৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সরোজিনী নাইডু।

১৯৬৪

শিল্পী অসিতকুমার হালদার আজকের দিনে প্রয়াত হন।

আলোচিত

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ৯৪টি স্কিম আছে আমাদের। আমরা কথা দিলে কথা রাখি। আমাদের থেকে টুকলি করে অনেক রাজ্য লক্ষ্মীর ভান্ডার চালু করেছে। ক্ষমতায় আসার পর আমরা ইলিশ মাছের রিসার্চ সেন্টার তৈরি করেছি। আর ওপারের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

জবলপুরের একটি মেডিকেল কলেজে জাতীয় চিকিৎসা সম্মেলন হচ্ছিল। খাবার তৈরির জায়গায় বাথরুমের কমোডের পাশের কল থেকে জল আনার ভিডিও ভাইরাল। বিতর্ক শুরু হলে স্বাস্থ্য বিভাগ তদন্তে নামে। কর্তৃপক্ষের দাবি, এই জল বাসন ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ভাইরাল/২

জে কে রাউলিং-সৃষ্ট হ্যারি পটারের বিপরীতে থাকা কাল্পনিক চরিত্র লর্ড ভলডেমর্টের মতো সেজে একজন ব্যক্তি রাজস্থানী গান 'রঙ্গিলো মারো ঢোলনা'র তালে ঘুরে ঘুরে নাচছে। ভিডিও ভাইরাল। নেটমহলে হাসির ঝড়।

জনমন
জনমত

এখন সন্ধে হলেই যত সমস্যা

৭ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'পুলিশের ভূমিকায় কাউন্সিলার' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। ছোটবেলায় নেশা বলতে বুঝতাম বা দেখতাম বিড়ি খাওয়া। তরুণরা লুকিয়ে বিড়ি টানত আর বয়স্কদের দেখলে হাত পেছনে নিয়ে চুপ করে ফেলে দিত। আর বয়স্করা মনের সুখে দাওয়ায় বসে অথবা চায়ের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে বিড়ি ধরিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নিজস্ব অভিমত রাখতেন, অপরেরটা শুনতেন। শুনতে শুনতে বিড়ি শেষ হয়ে গেলে আরেকটা বের করে ঝাড়ফুঁক করে আরেকজনের জ্বলন্ত বিড়ি চেয়ে নিয়ে, দারুণ স্টাইলে সেখান থেকে আগুন ধার নিয়ে, নিজের বিড়িতে আগুন জ্বালিয়ে নিতেন।

আজ সেই চেনা ছবি হারিয়ে গিয়েছে। এখন ছোট-বড় বেশিরভাগই নেশায় আসক্ত। এ নেশা ধূমপানের নয়, তরলের। আজকাল সন্ধ্যা হলেই সমস্যা, দিনভর দেখা মানুষকে সন্ধ্যায় চেনা দায়! নেশা কোথায় হয় না? বিয়েবাড়ি, পিকনিক, পুজো, এমনকি দেহ সৎকার করতে গিয়েও সর্বত্রই এখন বসছে নেশার আসর। রোধ করবেন কে? দোষ কার? এই সব ভাবতে গিয়ে বা ভাবতে থাকলে ধীরে ধীরে সমাজ একদিন তলিয়ে যাবে।

যাইহোক, দুজন কাউন্সিলার যে এই ভয়াবহ আসর রুখতে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের কুর্নিশ জানাই। এভাবে যদি প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে হয়তো কিছুটা হলেও সুফল পাওয়া যাবে। সবাই এগিয়ে আসুন। সবাই মিলে নবপ্রজন্মের জন্য নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চেষ্টা করি।

আরতি ধর, শোভাগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার।

কুশমণ্ডিতে জলনিকাশির ব্যবস্থা নেই

জলনিকাশির সুষ্ঠু সুন্দর উপযোগী পরিকল্পনা আজও কুশমণ্ডির কোনও কর্তৃপক্ষই করে উঠতে পারল না। যা আছে তার কোনও বাস্তবতা নেই। বর্ষায় কুশমণ্ডির অনেক জায়গায় জল জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এনিয়ে অনেকেই উদাসীন। চৌরাস্তার পশ্চিম দিকে বর্ষার জল নেমে যাওয়ার একটা জায়গা যা নাহাল নামে পরিচিত সেখানে যত্রতত্র নির্মাণকাজ করার ফলে আগের মতো জল বইবার অবস্থা নেই। ফলে জল দাঁড়িয়ে সকলের ভোগান্তির একশেষ।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জলনিকাশির উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার আর্জি জানাই।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

উত্তুরে ভ্যালেন্টাইন হাওয়ায় কিছু প্রশ্ন

প্রেম দিবস নিয়ে জেলাতেও প্রচুর চর্চা। নয়া প্রজন্মের সম্পর্কে যত্নের শিহরন নেই বলেই কি এত সম্পর্ক ভাঙার গল্প?

মাধবী দাস

নয়ের দশকের বাংলা ব্যান্ড পরশপাথরের সেই নাড়িয়ে দেওয়া গান – 'ভালোবাসা মানে আর্চিস গ্যালারি... ভালোবাসা মানে চৌরাসিয়ার বাঁশি' গুনগুন করতে করতে ফ্ল্যাশব্যাকে গেলে মনে পড়ে যায়, কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারের সেই আর্চিসের দোকানটিতে উপচে পড়া ভিড়। এখন সেটা জাং-জুয়েলারির দোকান। ডিজিটাল কার্ড এসে গ্রিটিংস কার্ডকে ইতিহাসের পাতায় পৌঁছে দিয়েছে।

তখন ভ্যালেন্টাইন্স ডে বা সপ্তাহ নিয়ে এত মাতামাতি ছিল না। বিশ্বায়নের বাজার, ব্যবসা ধরে রাখতে টেডি-চকোলেটকে আবেগের মধ্যমণি করে দিতে পারলেও কার্ডশিল্প আজ লুপ্তপ্রায়। বিক্রিবাটা তেমন না থাকলেও কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কিছু দোকানে এখনও গ্রিটিংস কার্ড পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি সেই আবেগকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। তবে ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র আবেগ উপচে পড়ছে সব জেলাতেই। শুধু শহর নয়, গ্রামেও। তারপর একটা কথা থেকে যায়।

কয়েক বছর আগেও ডিসেম্বর মাস এলে বড়দিন আর ফার্স্ট জানুয়ারি উদযাপনের মাধ্যম ছিল গ্রিটিংস কার্ড। কাছের বন্ধু, দূরের বন্ধু, প্রিয় শিক্ষকদের নামে কার্ড কেনার ফাঁকে লুকিয়ে চুরিয়ে কেনা হত মনের মানুষের জন্য। তাছাড়াও জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী ভ্যালেন্টাইন্স ডে সুন্দর হয়ে উঠত বিভিন্ন উপহারের পাশে অতর্কিতে একটি গ্রিটিংস কার্ড পেয়ে। সেইসব কার্ডে থাকত লাভ সাইন, আবেগঘন কিছু ছবি, এক গোছা গোলাপ আর হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া বিষয়ভিত্তিক কোটেশন। মনের কথার প্রতিনিধিত্ব করত সেইসব উদ্ধৃতি।

বাহারি কার্ডের বেশ কয়েকটা ফোল্ড থাকত। মধুর শিল্পনৈপুণ্য আকৃষ্ট করত সংবেদনশীল মনকে। আবার কিছু ব্যয়সাপেক্ষ মিউজিক্যাল কার্ড খুললেই সুরেলা কণ্ঠে বেজে উঠত 'হ্যাপি নিউ ইয়ার', কিংবা 'আই লাভ ইউ'। কেউ কেউ আবার আবেগ জড়িয়ে স্কেচপেন-কাঁচি-আর্টপেপার নিয়ে নিজে হাতে বানিয়ে, ছন্দোবদ্ধ কিছু আবেগ উপহার দিত। বইখাতা আদানপ্রদানের মাধ্যমে চালান হয়ে যেত বিধিনিষেধের দলিলসম গ্রিটিংস কার্ড।

দেওয়া-নেওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেলে, প্রাপক ও প্রেরকের নাম কেটে অভিভাবকদের চোখের আড়ালে ইতিউতি সংরক্ষণ নিয়ে চলত কর্মযজ্ঞ। ধরা পড়লে ঘাম ছুটত জবাবদিহি করতে। কিছুদিন চলত কোনটা বেশি দামি, কোনটা বেশি অভিনব- এইসব কাসুন্দিচর্চা। এই ছোট ছোট অপরাধের মধ্যে যে অনুভূতির লালন ছিল, তা হয়তো নেই। অনেকেই বলে থাকেন, বর্তমান প্রজন্মের খুল্লম খুল্লা সম্পর্কে যত্নের সেই শিহরন নেই বলেই এত সম্পর্ক ভাঙার গল্প- শুধু আসা যাওয়া, শুধু স্রোতে ভাসা!

নবীন প্রজন্মের কয়েকজনের সঙ্গে গ্রিটিংস কার্ডের প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। অনেকে সাফ জানিয়ে দিল, 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কয়েকটা বোতাম টিপে যা বলা যায়, তা বলতে এত ঝক্কি পোহানোর কোনও মানেই হয় না।'

এভাবে আবেগও যেন বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে ডিজিটাল কার্ডের কাছে। ডিজিটাল কার্ড আসার পর আর নববর্ষ, জন্মদিন বা বছরের বিশেষ দিনগুলো নয়, সকাল-বিকাল-দুপুর, সপ্তাহের প্রতিটা বার গ্রিটিংস কার্ডের ছবি এসে মোবাইলের মেমরির মতো আমাদের অনুভূতির মেমরিরও বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। স্মৃতি আকড়ে বেঁচে থাকা কিছু মানুষ এখনও হয়তো অনলাইন থেকে অর্ডার করে গ্রিটিংস কার্ড এনে প্রিয়জনকে স্মৃতি উসকে দিতে চান আজও, তবু একথা বলাই যায় ভালোবাসা মানে এখন আর আর্চিস গ্যালারি নয়!

(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা। শিক্ষক-সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬৪

পাশাপাশি : ১। তাঁত বোনার পেশা, ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ৩। অপেক্ষাকৃত কোনও ছোট এলাকা সংক্রান্ত ৪। ডেউয়া গাছের ফল ৫। চোখ বেঁধে ছোটদের খেলা ৭। যা পড়ে লোকে শিক্ষিত হয় ১০। যে কন্দ খেলে গলা ধরে ১২। হামেশা, হামেহাল ১৪। পাখির বাসা ১৫। পরের ধন হরণকারী ১৬। দেখভাল বা কুদৃষ্টি।

উপর-নীচ : ১। রাজা বা জমিদারকে যে অকারণে প্রশংসা করে ২। হুঁকোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৩। শেরওয়ানি জাতীয় লম্বা জামা ৬। এক ধরনের বহুমূল্য রত্ন ৮। শেন ও কিছু করার ব্যাপারে যার সম্মতি আছে ৯। যেখানে গোরুর গোবর দিয়ে সার তৈরি করা হয় ১১। ভেঙে টুকরো টুকরো ১৩। সূর্যের পরিক্রমার পথ।

সমাধান ■ ৪০৬৩

পাশাপাশি : ২। হুকুমত ৫। হুবহু ৬। বকধার্মিক ৮। গড় ৯। চিক ১১। জিয়নকাঠি ১৩। শার্দূল ১৪। জলপান

উপর-নীচ : ১। বহুরূপী ২। হুহু ৩। মধুক ৪। সায়ক ৬। বড় ৭। ধারক ৮। গর্দান ৯। চিঠি ১০। অমূলক ১১। জিঞ্জির ১২। কাহিল ১৩। শান।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ফ্রান্সে সাভারকার স্মরণ মোদির

মার্সেই, ১২ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকা যাওয়ার আগে ৩ দিনের ফ্রান্স সফরে গিয়ে বুধবার মার্সেইয়ের মাটিতে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শহরে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাভারকারের ভূমিকা নিয়ে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্সেইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ফ্রান্সের এই শহর থেকেই বীর সাভারকার দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়েছিলেন। সেইসময় সাভারকারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি মার্সেই শহর তথা ফরাসিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বীর সাভারকারের সাহস বহু প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে।'

সাভারকারের ফ্রান্সে পদার্পণকে কোনও কোনও ঐতিহাসিক 'দ্য গ্রেট এস্কেপ' বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯১০-এ লন্ডনে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন সাভারকার। তাঁকে এইচএমএস মোরিয়া নামে একটি ব্রিটিশ জাহাজে করে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে জাহাজ থেকে পালিয়ে যান সাভারকার। আশ্রয় নেন ফ্রান্সের মার্সেইয়ে। ফরাসি কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর প্রত্যর্পণ দাবি করে ব্রিটিশ সরকার। প্রাথমিকভাবে সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছিল ফ্রান্স। যার জেরে দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক কূটনৈতিক টানাপোড়েন চলে। অবশেষে ব্রিটেনের প্রবল চাপে ফ্রান্স সাভারকারকে হস্তান্তরে রাজি হয়।

এদিন সেই সাভারকারকে মোদি স্মরণ করায় দৃশ্যতই খুশি শিবসেনা-ইউবিটি। উদ্ধব ঠাকরের দলের সাংসদ সঞ্জয় রাউত সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'বীর সাভারকারের ভূমিকাকে প্রশ্নের মুখে ফেলা অনুচিত। প্রধানমন্ত্রী মার্সেই গিয়ে ঠিক করেছেন। তাঁর উদ্যোগের প্রশংসা করা উচিত। আমাদের কাছে এটা গর্বের ব্যাপার।' রাউত আরও লিখেছেন, 'সাভারকারের আদর্শ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু তিনি যে একজন উঁচু দরের স্বাধীনতা সংগ্রামী, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।'

ভারতে হিন্দুত্ববাদী আদর্শের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সাভারকার। রত্নগিরি জেলে থাকাকালীন হিন্দুত্ব নামে যে বইটি তিনি লিখেছিলেন, তা আরএসএস-বিজেপির আদর্শগত ভিত্তি বলে গণ্য হয়। বিপরীতে সাভারকারের হিন্দুত্ববাদের কড়া সমালোচনা করেছেন রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেসের বহু নেতা। এই পরিস্থিতিতে মোদির মার্সেই সফর যে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

জেডি ভান্সের সঙ্গে কথা নমোর

প্যারিস, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রতিরক্ষা-সংস্কৃতি থেকে তথ্যপ্রযুক্তি, ভারত-ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক আদানপ্রদানের ইতিহাস বহু দশকের পুরোনো। সেই সম্পর্কে নতুন মাত্রা দিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চলতি ফ্রান্স সফর। ৩ দিনের সফরে বীর সাভারকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফ্রান্সের মার্সেই শহরে নতুন ভারতীয় কনস্যুলেটের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে মোদিকে ঘিরে প্রবাসী ভারতীয়দের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

মোদির কনভয় মার্সেইয়ের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দু-পাশে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ। তাঁদের উদ্দেশে হাত নাড়তে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। বুধবার তিনি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সঙ্গে সহ সভাপতি হিসাবে অংশ নেন আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সম্মেলনে।

এই সম্মেলনে আমেরিকার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। তবে এআই প্রযুক্তি বিকাশের সমান্তরালে প্রধানমন্ত্রীর ফ্রান্স সফরে পারমাণবিক শক্তির বিকাশ এবং স্টার্টআপ বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে।

কূটনৈতিক সূত্রে খবর, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও পারমাণবিক জ্বালানি এবং স্টার্টআপ নিয়ে আলোচনা করেছেন মোদি। সূত্রের খবর, এআই সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্সের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। সেখানে পরমাণু শক্তি ও ভারত-মার্কিন সাবমেরিন-বিধ্বংসী বিমান চুক্তি নিয়ে আলোচনা ফের শুরু করার ব্যাপারে দু-পক্ষ একমত হয়েছে।

হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেছেন। দুই নেতা এবং মার্কিন সেকেন্ড লেডি উষা ভান্স একসঙ্গে কফি উপভোগ করেছেন।

পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কিন পারমাণবিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারতকে তার শক্তি উৎসে বৈচিত্র্য আনতে সহায়তা করা।'

ফ্রান্স সফরে দৃশ্যত সন্তুষ্ট প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমি ও প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ সিএমএ-সিজিএম-এর কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করেছি, যা শিপিং এবং লজিস্টিক্সে শীর্ষস্থানীয়। ভারত তার সামুদ্রিক ও বাণিজ্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করছে। আমাদের দেশ শিল্পপতিদের সঙ্গে সহযোগিতা, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।' তিনি আরও লেখেন, 'ভারত-ফ্রান্স সরবরাহ, স্থায়িত্ব এবং বিশ্ব বাণিজ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে, যা আমাদের একটি উন্নত সামুদ্রিক ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করে।'

ভারতীয় তরুণ-তরুণীদের অটোগ্রাফ দিতে ব্যস্ত নরেন্দ্র মোদি। পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ। মার্সেই শহরে।

মোদির বিমানে হুমকি, ধৃত

মুম্বই, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিনদিনের ফ্রান্স সফর সেরে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। তার আগে তাঁর বিমানে জঙ্গি হামলার হুমকি দেওয়া ফোন পেল মুম্বই পুলিশ। ফোনটি এসেছে পুলিশের কন্ট্রোল রুমে। ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তদন্তে নেমে পড়ে। এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে ফোনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সে মানসিকভাবে স্থিতিশীল নয়। ফোনটি এসেছিল মঙ্গলবার।

আদালতে আততায়ীর মুখোমুখি রুশদি

নিউ ইয়র্ক, ১২ ফেব্রুয়ারি : তিন বছর আগে মারাত্মক ছুরি হামলার পর ফের সেদিনের সেই আততায়ী হাদি মাতারের সঙ্গে প্রথমবার দেখা হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক সলমন রুশদির।

২০২২ সালের অগাস্টে নিউ ইয়র্কের আর্টস ইনস্টিটিউটের মঞ্চে রুশদির ওপর হামলা হয়। হামলা চালান বছর ছাব্বিশের তরুণ হাদি মাতার। মঙ্গলবার (স্থানীয় সময়) নিউ ইয়র্কের এক আদালতে হত্যার চেষ্টায় অভিযুক্ত ওই তরুণের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেখানেই বিচারক ডেভিড ফোলের এজলাসে রুশদি মুখোমুখি হন হাদির।

এদিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুশদি সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন, 'তাৎক্ষণিকভাবে মনে হয়েছিল আমি মারা যাচ্ছি। এটাই ছিল সেই সময় আমার মনোভাব।' ওই সময় হামলাকারীকে আটকানোর জন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের জন্যই তিনি প্রাণে বেঁচে যান বলে জানিয়েছেন বুকারজয়ী লেখক।

ভারতীয় কাশ্মীরি মুসলিম পরিবারের সন্তান রুশদি সাক্ষী দিতে গিয়ে হামলাকারীর মুখোমুখি হলেও তাঁর নাম মুখে আনেননি। নিজের স্মৃতিকথা 'নাইফ' বইতেও তিনি 'দ্য এ' বলে উল্লেখ করেছেন হামলাকারীকে।

রুশদি আদালতে বলেন, প্রথমে কেউ তাঁকে ঘুসি মারছে মনে হলেও পরেই টের পান, রক্তে তাঁর পোশাক ভিজে যাচ্ছে। হামলাকারী ১০ ইঞ্চি লম্বা ছুরি দিয়ে বারবার আঘাত করেছিলেন তাঁকে। রুশদির ভাষায়, 'উনি আমাকে বারবার মারছিলেন। আঘাত করছিলেন এবং কোপাচ্ছিলেন।' আদালতে এদিন হাজির ছিলেন রুশদির স্ত্রী র‍্যাচেল এলিজা গ্রিফিথসও।

ইঙ্গিত আন্তর্জাতিক সমীক্ষায়

দুর্নীতিতে তলিয়ে ভারত ৯৬ নম্বরে

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা শিল্পায়নের চেয়ে ভারতে ঢের বেশি কথা হয় দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া নিয়ে। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু কথার সঙ্গে বাস্তবের মিল কই? নেই। বরং যতদিন যাচ্ছে দুর্নীতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ভারত। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় সেই ইঙ্গিতই মিলেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন বলছে, গত এক বছরে দুর্নীতি সূচকের নিরিখে আরও তিন ধাপ নীচে নেমে গিয়েছে ভারত। বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে তার ঠাঁই হয়েছে ৯৬ নম্বরে। গত বছর ছিল ৯৩ নম্বরে।

জার্মানির বার্লিনে অবস্থিত সমীক্ষক সংস্থার প্রকাশিত ২০২৪ সালের 'করাপশন পারসেপশনস ইনডেক্স (সিপিআই) অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ডেনমার্ক। এরপরেই রয়েছে ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং নিউজিল্যান্ড।

দুর্নীতি সূচক (সিপিআই) তালিকায় ১৮০টি দেশ ও অঞ্চলকে সরকারি খাতের দুর্নীতির ধারণা অনুযায়ী শূন্য থেকে ১০০ স্কেলে স্থান দেওয়া হয়, যেখানে '০' সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত এবং '১০০' সর্বাধিক স্বচ্ছ। ২০২৪ সালে ভারতের স্কোর ৩৮, যা ২০২৩ সালে ছিল ৩৯ এবং ২০২২ সালে ছিল ৪০।

ভারতের পড়শি দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান ১৩৫তম, শ্রীলঙ্কা ১২১তম এবং বাংলাদেশ ১৪৯তম স্থানে রয়েছে। চিনের অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভালো, ৭৬তম।

সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী, তথাকথিত উন্নত দুনিয়ার অনেক দেশের দুর্নীতির সূচক গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬৯ পয়েন্ট থেকে ৬৫-এ নেমে ২৪তম স্থান থেকে ২৮তম স্থানে চলে গিয়েছে। ফ্রান্সের অবস্থানও ২৫তম এবং জার্মানি ১৫তম স্থানে নেমে এসেছে। অন্যদিকে দক্ষিণ সুদান ৮ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তকমা পেয়েছে। এর পরেই রয়েছে সোমালিয়া (৯ পয়েন্ট), ভেনেজুয়েলা (১০ পয়েন্ট) এবং সিরিয়া (১২ পয়েন্ট)।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্নীতির কারণে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার প্রচেষ্টা বিশ্বজুড়ে ব্যাহত হচ্ছে। দুর্নীতির জন্যই ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের। এছাড়া দুর্নীতি সর্বব্যাপী হয়ে ওঠায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিস্থিতি। দুর্নীতি আজ সমস্ত দেশে মানবিক উন্নয়নের মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নতুন জীবনে পা রাখা হল না মুকেশ সিংয়ের

শ্রীনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি : আর কয়েকটা দিন পরই সাতপাঁকে বাঁধা পড়তে চলেছিলেন সেনাবাহিনীর নায়েক শহিদ মুকেশ সিং মানহাস। কিন্তু তা আর হল না। মঙ্গলবার জঙ্গিদের পুঁতে রাখা শক্তিশালী আইডি বিস্ফোরণে শহিদ হন মুকেশ। সেই বিস্ফোরণে আরও একজন সেনা জওয়ান শহিদ হন। জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুর সেক্টরে টহল দেওয়ার সময় বিস্ফোরণের বলি হন তিনি। ২৯ বছরের মুকেশ সিং মানহাস বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে দু'সপ্তাহ-র ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। পরিজনেরা এখনও বিয়ের প্রস্তুতি সারতে ব্যস্ত। দুই দিদি বিবাহিত। ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁরাও মাতোয়ারা।

সাড়ে ন'বছর চাকরি করার পর বিয়ে করছেন মানহাস। সিয়াচেন, পঞ্জাব, কাশ্মীরের মতো জায়গায় সেনার কাজে দুর্দান্ত সফল। পরিজনদের পাশাপাশি গ্রামের মানুষও গর্বিত। শুধু গুলি চালনাতেই নয়, ক্রিকেটেও সমান দর মানহাস। গ্রামের ছেলেদের ক্রিকেট খেলার জন্য একটা পিচ তৈরির পরিকল্পনাও নিয়ে ফেলেছিলেন। স্বভাবতই বিয়ের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের পারদের মাত্রা বাড়ছিল গ্রামেও। বুধবার এক নিমেষে তা ঝিম মেরে গেল। মানহাসের কফিনবন্দি দেহ গ্রামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চুপ হয়ে গেল সাম্বার ব্রি কামিলা গ্রাম।

যৌনাঙ্গে ডাম্বেল ঝুলিয়ে র‍্যাগিং ধৃত ৫

তিরুবনন্তপুরম, ১২ ফেব্রুয়ারি : মেডিকেল কলেজ, না গুয়ানতানামো বে বন্দিশিবির! একটি সরকারি নার্সিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের ধরন দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

নবাগত পড়ুয়াদের পোশাক খুলিয়ে চলত মারধর। যৌনাঙ্গে ডাম্বেল বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। এখানেই শেষ নয়, জ্যামিতি বাক্স থেকে কম্পাস নিয়ে গেঁথে দেওয়া হত শরীরে। মারধর করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হত দিনের পর দিন। এভাবেই র‍্যাগিংয়ের শিকার হতেন কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা। শেষমেশ থাকতে না পেরে মুখ খোলেন নির্যাতিত তিনজন। তারপরই গ্রেপ্তার করা হয় তৃতীয় বর্ষের পাঁচ পড়ুয়াকে।

ঘটনাটি কেরলের কোট্টায়ামের একটি সরকারি নার্সিং কলেজের। সেখানে বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে টানা তিন মাস নির্মম অত্যাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। গত বছরের নভেম্বর মাস থেকেই র‍্যাগিং শুরু হয়েছিল। প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের শরীরের নানা জায়গায় ধারালো জিনিস ফুটিয়ে দেওয়া, বেধড়ক মারধর, এমনকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নগ্ন করে দাঁড় করিয়ে রাখা সহ নানা ধরনের বিকৃত যৌন হেনস্তা করা হত। এরপর ক্ষতস্থানে লোশন লাগিয়ে সেই লোশন মুখে মাখিয়ে দেওয়া হত, যাতে সারা গা জ্বলে যেত। বাধা দিতে গেলে সেই লোশন পড়ুয়াদের মুখেও ঢেলে দেওয়া হত।

র‍্যাগিংয়ের ভিডিও রেকর্ড করে পড়ুয়াদের ব্ল্যাকমেল করত অভি-যুক্তরা। তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুললে ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়ার হুমকি দিত সিনিয়ার পড়ুয়ারা। তিন মাস মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করলেও শেষে আর থাকতে না পেরে প্রথম বর্ষের নির্যাতিত এক পড়ুয়া প্রথমে বাড়িতে সব জানান। এরপর আরও দুই নির্যাতিত পড়ুয়াকে নিয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পরই র‍্যাগিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় তৃতীয় বর্ষের পাঁচ অভিযুক্ত পড়ুয়াকে। অভিযোগ, সিনিয়ররা জুনিয়রদের থেকে টাকাও তুলত মদ কেনার জন্য। যারা টাকা দিতে অস্বীকার করত, তাদের মারধর করা হত।

গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্ত পড়ুয়াদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। বুধবার তাদের আদালতে তোলা হলে প্রত্যেকের পুলিশি হেপাজত হয়।

অভিযুক্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

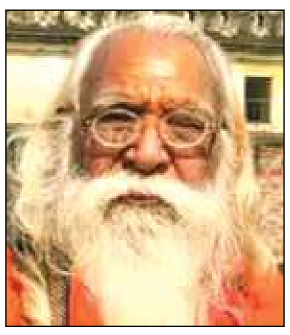

প্রয়াত রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি : চলে গেলেন অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস। বুধবার লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার আগে ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল। ২০ বছর বয়স থেকেই রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কাজ করে আসছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আচার্যের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মহন্ত সত্যেন্দ্র দাসজির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। ভগবান শ্রীরামের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর অমূল্য অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। আমি তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের শক্তি দিতে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করছি। ওম শান্তি।' শোকপ্রকাশ করেন অমিত শা, যোগী আদিত্যনাথ।

সদ্যোজাতর মাথা খুবলে খেল কুকুর

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি : শিউরে ওঠার মতো ঘটনা উত্তরপ্রদেশের ললিতপুরে। এক মৃত সদ্যোজাতের মাথা খুবলে খেল কুকুরের দল। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ললিতপুর মেডিকেল কলেজ চত্বরে। দায় এড়িয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আঙুল তুলেছেন পরিবারের দিকে।

জানা গিয়েছে, রবিবার মেডিকেল কলেজের মহিলা বিভাগে জন্ম হয় শিশুটির। অবস্থা ভালো না থাকায় তাকে স্পেশাল কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মীনাক্ষী সিং জানান, শিশুটির কিছু জন্মগত ত্রুটি ছিল। মস্তিষ্ক পুরোপুরি বিকশিত হয়নি, মেরুদণ্ডও তৈরি হয়নি। বিকালেই মৃত্যু হয় তার। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়।

সদ্যোজাতের মাথা কুকুরে খুবলে খাওয়ার খবর সামনে আসতেই সরকারি হাসপাতাল চত্বরে এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা। স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, প্লাস্টিকের ব্যাগে করে শিশুটির দেহ পরিবারই সেখানে ফেলেছিল। দেহে থাকা হাসপাতালের ট্যাগ দেখেই শিশুটিকে শনাক্ত করা হয়। ঘটনার তদন্তে চার সদস্যের একটি মেডিকেল টিম গঠন করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

আলোকিত... মাঘীপূর্ণিমায় প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পুণ্যার্থীদের ভিড়।

মহাকুম্ভে স্নান দেড় কোটিরও বেশি ভক্তের

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার ভোরে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে মাঘীপূর্ণিমার পুণ্য অর্জনে সঙ্গমে ডুব দিলেন এক কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষ। স্নানরত পুণ্যার্থীদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে বর্ষিত হল ২০ কুইন্টাল গোলাপের পাপড়ি। এদিনের স্নানের মধ্যে দিয়ে মাসব্যাপী কল্পবাসের পরিসমাপ্তি ঘটল। একই সঙ্গে শুরু হল প্রায় ১০ লক্ষ কল্পবাসীর মহাকুম্ভ থেকে প্রস্থান। অনুমান করা হচ্ছে প্রায় আড়াই কোটি পুণ্যার্থী কুম্ভে ডুব দেবেন।

কমল মূল্যবৃদ্ধির হার

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জানুয়ারিতে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার এক ধাক্কায় কমে হল ৪.৩১ শতাংশ। গত ডিসেম্বরে এই হার ছিল ৫.২২ শতাংশ। ২০২৪-এর জানুয়ারিতে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৫.১ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারিতে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার কমে ৬.০২ শতাংশ হয়েছে। ডিসেম্বরে এই হার ছিল ৮.৩৯ শতাংশ এবং ২০২৪-এর জানুয়ারিতে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৩ শতাংশ। খাদ্যপণ্যের খুচরো মূল্য কমায় তা সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির হার কমাতে বড় ভূমিকা নিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার লক্ষ্যমাত্রা হল মূল্যবৃদ্ধির হার ২-৬ শতাশের মধ্যে বেঁধে রাখা। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অনেকাংশেই সফল হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গত সপ্তাহেই রেপো রেট ০.২৫ শতাংশ কমিয়েছে আরবিআই। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে থাকলে আগামী দিনে রেপো রেট আরও কমানো হতে পারে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন বিশেজ্ঞরা।

মূল্যবৃদ্ধির হার কমলেও শিল্প বৃদ্ধির হার কমেছে। বুধবার কেন্দ্র জানিয়েছে, ডিসেম্বরে শিল্প বৃদ্ধির হার কমে ৩.২ শতাংশ হয়েছে। নভেম্বরে এই হার ছিল ৫.২ শতাংশ।

এল অ্যান্ড টি কর্তা বিতর্কে

চেন্নাই, ১২ ফেব্রুয়ারি : ৯০ ঘণ্টা কাজের নিদান দিয়ে একবার বিতর্কে জড়িয়েছিলেন এল অ্যান্ড টি চেয়ারম্যান এসএন সুব্রহ্মণিয়াম। এবার বিভিন্ন সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের কারণে কর্মচারীরা নিজেদের এলাকার বাইরে কাজে যেতে চান না বলে নতুন বিতর্ক বাধিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার চেন্নাইয়ে একটি সভায় তিনি বলেন, 'শ্রমিকরা এখন সুযোগ পেলেও বাইরে যেতে চান না। হয়তো স্থানীয় অর্থনীতি ভালো হচ্ছে। সরকারি প্রকল্পগুলির কারণেই হয়তো এমনটা হচ্ছে।' পরিকাঠামো নির্মাণের কাজে শ্রমিকের অভাব নিয়ে এল অ্যান্ড টি-কর্তা বলেন, 'পরিযায়ীদের ক্ষেত্রে ভারত অদ্ভুতরকমের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। বহু মানুষ কাজের জন্য অন্যত্র যেতে রাজি হন না। গরিব কল্যাণ যোজনা, মনরেগা, জনধন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো সরকারি সুবিধা পাওয়ার কারণে কেউই নিজেদের কর্মস্থল ছেড়ে যেতে রাজি হন না।'

তেজস সরবরাহে সাফাই হ্যালের

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : সময়মতো তেজস যুদ্ধবিমান সরবরাহ করতে না পারার জন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থা হ্যালের সমালোচনা করেন বায়ুসেনার প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং। বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি যা, তাতে হ্যালের ওপর আর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। হো যায়েগা বললে কিছু হয় না।'

২০২৩ সালের অক্টোবরে তেজসের মার্ক-১ ফাইটার জেটের দু'আসনবিশিষ্ট নয়া প্রশিক্ষণ সংস্করণটি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়েছিল বায়ুসেনার হাতে। প্রাথমিকভাবে বেঙ্গালুরুর সংস্থা হ্যালকে ৪০টি যুদ্ধবিমান এবং পরে ৮৩টি তেজস কেনার জন্য বরাত দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম বরাতের যুদ্ধবিমানের সবক'টি এখনও পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুর ইয়ালেহাঙ্কা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে তিনি হ্যাল সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন।

ঢিলেমির জন্য নয়, প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণেই ভারতীয় বায়ুসেনাকে সময়মতো তেজস যুদ্ধবিমান সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি বলে সাফাই দিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'হিন্দুস্থান এরোনটিক্স লিমিটেড' (হ্যাল)।

হ্যালের চেয়ারম্যান ডিকে সুনীল তেজসের সরবরাহে দেরি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'মানছি, বায়ুসেনা প্রধানের উদ্বেগ অযৌক্তিক নয়। তবে আমি বলতে চাই, তেজস সরবরাহে বিলম্বের কারণ আলসেমি নয়। আমাদের প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যা ছিল, যা এখন সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।' চলতি বছরের শেষে তিনটি তেজস যুদ্ধবিমান সেনাবাহিনীকে দেওয়া হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে বরাত অনুযায়ী সব যুদ্ধবিমান সরবরাহ করে দেওয়া হবে বলেও জানান হ্যালের চেয়ারম্যান।

গাজা দখল করবে আমেরিকা, হুংকার ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১২ ফেব্রুয়ারি : ইজরায়েল নয়, আমেরিকাই গাজা দখল করবে। প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে তৈরি হবে ঝাঁ চকচকে রিসর্ট এবং অফিস। মঙ্গলবার জর্ডনের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লার সঙ্গে বৈঠকের পর হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমরা জায়গাটি (গাজা) দখল করতে চলেছি। আমরাই এটি নিয়ন্ত্রণ করব। যাতে শান্তি বজায় থাকে সেটা নিশ্চিত করা হবে। কেউ প্রশ্ন তুলবে না। আমরা খুব ভালোভাবে যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করব।'

দিনকয়েক আগে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক শেষে গাজার প্যালেস্তিনীয়দের প্রতিবেশী দেশ জর্ডন ও মিশরে স্থানান্তরের কথা বলেছিলেন ট্রাম্প। সেই প্রস্তাব পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছিল হামাস ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। সেই সময় নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটে ট্রাম্প জানান, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাকে নতুন করে গড়ে তুলতে সেখানকার বাসিন্দাদের অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার অবশ্য স্পষ্ট করেই নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প।

আমেরিকা কি গাজা কিনে নেবে? এক প্রশ্নে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উত্তর, 'গাজা আমাদের কিনতে হবে না... ওটা আমাদের কাছেই থাকবে। কেনার কোনও ব্যাপার নেই। এটি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা। আমরা এর দখল নেব, আমরা ধরে রাখব, শেষপর্যন্ত এটিকে লালন-পালন করব। গাজায় মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের জন্য প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এটি মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের জন্য হতে চলেছে। আমি মনে করি এটি একটি হিরা হতে পারে।' গাজার প্যালেস্তিনীয়দের জন্য ভূমি বরাদ্দ করতে জর্ডন ও মিশর রাজি হবে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের মতে, আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরে জর্ডন ও মিশরকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য করছে। ভবিষ্যতেও করবে। আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে তারা প্যালেস্তিনীয় অভিবাসীদের গ্রহণ করবে। ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা যখন আন্তর্জাতিক মহলে আলোড়ন ফেলেছে তখন হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাতিলের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইজরায়েল।

প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, শনিবারের মধ্যে হামাস জঙ্গিরা পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো ৩৩ জন ইজরায়েলি যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে না দিলে ফের অভিযানে নামবে তাঁর বাহিনী। এবারের গাজা অভিযান হামাসকে নিশ্চিহ্ন করা পর্যন্ত চলবে। অন্যদিকে, হামাসের অভিযোগ, যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত মানছে না ইজরায়েল। প্যালেস্তিনীয়দের উত্তর গাজায় ফিরতে বাধা দিচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। এমনকি গাজা ভূখণ্ডে ত্রাণ পর্যন্ত ঢুকতে দিচ্ছে না তারা। ইজরায়েল যুদ্ধবিরতির যাবতীয় শর্ত পালন না করা পর্যন্ত সেদেশের নাগরিকদের মুক্তি দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে হামাস।

ফের রুদ্রমূর্তিতে

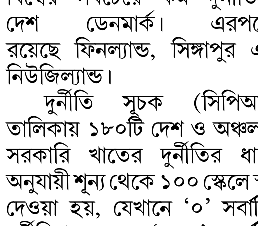

গাজা আমাদের কিনতে হবে না... ওটা আমাদের কাছেই থাকবে। এটি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা। আমরা এর দখল নেব, আমরা ধরে রাখব, শেষপর্যন্ত এটিকে লালনপালন করব।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বাড়িতে বেশি করে মক টেস্ট দাও

২০২৫ সালে উচ্চমাধ্যমিকে আলিপুরদুয়ার জেলার তপসিখাতা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী নন্দিতা মোদক মোট ৯৩ শতাংশ এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। কোন পদ্ধতিতে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে সাফল্য এসেছে আলোচনা করলেন তিনি।

আমার সকল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ভাইবোনদের উদ্দেশে বলছি, তোমাদের পরীক্ষা চলেই এসেছে, পাঠ্যবইটি খুব ভালো করে পড়েছ তো? যদি এখনও ভালো করে পড়া না হয়ে থাকে, তবে এখন থেকেই জোরকদমে পড়া শুরু করে দাও। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে হলে তোমাদের সকলকে প্রতিটি বিষয়ের প্রাথমিক ধারণাগুলি ভালোভাবে বুঝতে হবে। পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তে হবে। প্রথমেই একটি রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় ধরে পড়তে হবে। তোমার যে বিষয়টি কঠিন বলে মনে হয় সেটিকে এড়িয়ে চললে হবে না, সেটি গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। প্রতিদিন একটি করে মক টেস্ট দিতে হবে।

তোমরা সকলে পাঠ্যবইয়ের যে সমস্ত জায়গা কঠিন বলে মনে হয় সেটি highlight করে রাখবে, যেন পরীক্ষার আগে চোখে পরে এবং রিভিশন দিতে পারো।

আমি প্রত্যেকটি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছি। সব বিষয়কে মুখস্থ না করে আত্মস্থ করার চেষ্টা করতে হবে। আমি এডুকেশন বিষয়টিকে একেবারে আত্মস্থ করেছিলাম। শেষে বইয়ে এমন কোনও জায়গা ছিল না যে আমি মনে রাখার চেষ্টা করিনি। সমস্ত বিষয় তোমাদের বুঝে পড়তে হবে। যদি তোমরা না বুঝে পড়ো তাহলে সেটি খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে।

টপার্স টিপস

বেশি টেনশন করবে না, শরীর যেন সুস্থ থাকে সেদিকে নজর রাখবে। সুস্থ শরীর ও ভালো মন তোমাদের পরীক্ষার ফলাফলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

এই একটা মাস নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়া, স্মার্টফোন ইত্যাদি থেকে দূরে রাখো। দেখবে এর ফল ভালো হবে। আমি নিজে সংকল্প করেছিলাম এবং আমি পরীক্ষার আগে কোনও স্মার্টফোন ব্যবহার করিনি। আমার ফোকাসটা সবসময় পড়ার দিকেই ছিল। প্রতিদিন আমি বিগত বছরের প্রশ্নপত্রের উপর তিন ঘণ্টার পরীক্ষা দিতাম সেইজন্য পরীক্ষার হলে আমি ঠিক সময় উত্তর লিখতে পেরেছি।

তোমরা প্রশ্নের উত্তর পর্যাপ্ত পরিমাণে লেখার চেষ্টা করবে, অযথা বেশি লিখে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এমনভাবে গুছিয়ে লিখবে যেন অল্পসময়েই তোমরা প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারো। প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে উদাহরণ লেখার চেষ্টা করবে সবসময়।

সবসময় খেয়াল রাখবে পরীক্ষার খাতা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। পরীক্ষক যেন খাতা দেখে খুশি হন। পয়েন্ট করে দুই রকমের কালি দিয়ে লেখার চেষ্টা করবে। বিভাগীয় প্রশ্নের উত্তরগুলো পরপর লেখার চেষ্টা করবে। খাতায় বেশি কাটাকাটি করবে না। সবশেষে বলি বিগত বছরের প্রশ্নপত্র খুব ভালো করে অনুশীলন করো, এতে প্রশ্নের ধরন বুঝতে সুবিধা হবে এবং মডেল টেস্টের মাধ্যমে অনুশীলন করো, এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখো এবং ইতিবাচক মানসিকতা ধরে রাখো।

পদার্থবিদ্যার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন অনুযায়ী Unit ধরে ধরে বিভিন্ন অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া হল।

Unit 1 : স্থির তড়িৎ

১. সমবিভব তল কী? প্রমাণ করো তড়িৎ বলরেখা সমবিভব তলকে লম্বভাবে ছেদ করে।

২. তড়িৎ দ্বিমেরুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের ওপর কোনও বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য ও বিভব নির্ণয় করো।

৩. গাউসের উপপাদ্য বিবৃত করো। এই উপপাদ্যের সাহায্যে একটি দীর্ঘ ঋজু সুষমভাবে আহিত সরু তারের নিকটবর্তী বিন্দুতে (অথবা আহিত পাতলা খোলকের ওপরে, ভিতরে ও বাইরের কোনও বিন্দুতে) তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য নির্ণয় করো।

৪. গাউসের উপপাদ্য থেকে কুলম্বের সূত্র প্রমাণ করো।

৫. একটি সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্বের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করো।

৬. একটি সমান্তরাল পাত ধারকের সমান্তরাল পাতদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব d। ওই পাতদ্বয়ের মধ্যে ‘t’ ($t<d$) বেধের একটি কুপরিবাহী পাত প্রবেশ করালে ধারকত্ব কী হবে, তা নির্ণয় করো।

৭. ‘a’ বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের চারটি শীর্ষবিন্দুতে যথাক্রমে +q, +q, -q ও -q আধান থাকলে ওই বর্গক্ষেত্রের কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য ও বিভব নির্ণয় করো।

৮. বায়ু মাধ্যমে রক্ষিত একটি ঘনকের ভিতরে একটি আধান q আছে। ঘনকের প্রতিটি তল দিয়ে অতিক্রান্ত তড়িৎ ফ্লাক্স কত হবে?

৯. কোনও স্থানের তড়িৎবিভব $V=3x^2+2y^2+7z^2$, (2,3,5) বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের মান নির্ণয় করো।

১০. একটি তড়িৎ দ্বিমেরুকে সুষম তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হলে সেটির স্থিতিশক্তির মান নির্ণয় করো। P দ্বিমেরু ভ্রামক বিশিষ্ট তড়িৎ দ্বিমেরুটিকে সুষম তড়িৎক্ষেত্রে তার সুস্থির অবস্থান থেকে 180^0 কোণে ঘোরালে কত কৃতকার্য হবে?

Unit 2: চল তড়িৎ

১. অনুপ্রবাহ বেগ কাকে বলে? মুক্ত ইলেক্ট্রনের অনুপ্রবাহ বেগ বা বিচলন বেগ বা তাড়না বেগের ধারণা থেকে ওহমের সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করো ?

২. তড়িৎবর্তনী সংক্রান্ত কির্সফের সূত্র দুটি বিবৃত করো। কির্সফের কোন সূত্র আধানের সংরক্ষণ নীতি ও কোন সূত্র শক্তির সংরক্ষণ নীতি মেনে চলে?

৩. কির্সফের সূত্র ব্যবহার করে হুইটস্টোন ব্রিজের প্রতিমিত অবস্থা প্রতিষ্ঠা করো।

৪. মিটার ব্রিজের কার্যনীতিটি লেখো। মিটার ব্রিজের প্রান্তীয় ত্রুটি কী ও এটি কীভাবে দূর করা যায়?

৫. পোটেনশিওমিটারের সাহায্যে কীভাবে একটি প্রদত্ত কোশের অভ্যন্তরীণ রোধ পরিমাপ করা হয়?

৬. কয়েকটি তড়িৎকোশ প্রথমে শ্রেণি ও পরে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করে R রোধ বিশিষ্ট বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো হল। কী শর্তে উভয়ক্ষেত্রেই সমান প্রবাহমাত্রা পাওয়া যাবে?

৭. একটি তারকে টেনে তার দৈর্ঘ্যের n গুণ করা হল। মূল তারটির রোধ R হলে বর্ধিত তারের রোধ কত হবে?

৮. উষ্ণতার সঙ্গে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অতিপরিবাহী পদার্থের রোধাঙ্কের পরিবর্তন কেমন হয় তা লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

৯. ভিন্ন উপাদানের দুটি তারের দৈর্ঘ্য, ব্যাস ও রোধাঙ্ক প্রত্যেকে 2:1 অনুপাতে আছে। এদের মধ্যে একটি তারের রোধ 20 ওহম হলে অপরটির রোধ নির্ণয় করো।

১০. সান্ট বলতে কী বোঝায়? বর্তনী চিত্রের সাহায্যে গ্যালভানোমিটারে ব্যবহৃত সান্টের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

Unit 3 : প্রবাহীর চৌম্বক প্রবাহ এবং চুম্বকত্ব

১. B মানের সুষম চৌম্বকক্ষেত্রে A ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি আয়তাকার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে I তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো হলে কুণ্ডলীর ওপর প্রযুক্ত টর্কের রাশিমালা নির্ণয় করো।

২. বায়ো-সাভার্ট সূত্রের সাহায্যে r ব্যাসার্ধের একটি কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে I তড়িৎপ্রবাহ হলে বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন চৌম্বক আবেশ নির্ণয় করো।

৩. বায়ো-সাভার্ট সূত্রের সাহায্যে দীর্ঘ ঋজু অসীম দৈর্ঘ্যের তারের r দূরত্বে অবস্থিত কোনও বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্র নির্ণয় করো।

৪. হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে e আধানের ইলেক্ট্রন r ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষে v গতিতে ঘুরে চলেছে। ইলেক্ট্রনে উদ্ভূত চৌম্বক ভ্রামকের মান নির্ণয় করো। এর থেকে বোর ম্যাগনেটনের রাশিমালাটি লেখো।

৫. 0.3 T সুষম চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপিত একটি দণ্ড চুম্বক, যার অক্ষ চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে 30^0 কোণে থাকলে 0.06 Nm টর্ক অনুভব করে। দণ্ড চুম্বকটির চৌম্বক ভ্রামক কত?

সাইক্লোট্রন কম্পাঙ্কের রাশিমালাটি লেখো।

৭. পরস্পর d দূরত্বে অবস্থিত দুটি দীর্ঘ সমান্তরাল তারের মধ্য দিয়ে একই দিকে যথাক্রমে i ও i' তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। তারগুলির মধ্যে একক দৈর্ঘ্যে যে বল ক্রিয়া করবে তার রাশিমালা নির্ণয় করো। উক্ত রাশিমালা থেকে 1 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎপ্রবাহের সংজ্ঞা দাও।

৮. কোনও স্থানের বিনতি কোণ বলতে কী বোঝায়? পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন স্থানে ভূচুম্বকের অনুভূমিক ও উল্লম্ব উপাংশদ্বয় সমান হবে?

ভূপৃষ্ঠে কোনও স্থানে ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক প্রাবল্য উল্লম্ব উপাংশের $1/\sqrt{3}$ গুণ হলে ওই স্থানের বিনতি কোণ কত?

৯. নিম্নলিখিত ধর্মগুলির ভিত্তিতে তিরশ্চৌম্বক, পরাচৌম্বক ও অয়শ্চৌমক পদার্থের মধ্যে তুলনা করো -

(i) চৌম্বক প্রবণতা (ii) চৌম্বক ভেদ্যতা (iii) চৌম্বক বলরেখা।

১০. 25 ওহম রোধ বিশিষ্ট একটি গ্যালভানোমিটার 1 mA তড়িৎপ্রবাহ নিরাপদভাবে বহন করতে পারে। গ্যালভানোমিটারটিকে 0 - 5 V পাল্লার ভোল্টমিটারে পরিণত করতে হলে গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে কত মানের রোধ কীভাবে যুক্ত করতে হবে?

Unit 4: তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ

১. প্রমাণ করো LCR শ্রেণি বর্তনীতে অনুনাদী কম্পাঙ্ক $=1/\sqrt{(LC)}$

২. একটি কুণ্ডলীর স্বাবেশাঙ্ক 10 mH । কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহ 25 A/s হারে পরিবর্তিত হলে কুণ্ডলীটিতে কত তড়িৎচালক বল আবিষ্ট হবে?

২. শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের সাহায্যে লেঞ্জের সূত্রটি ব্যাখ্যা করো।

৩. 1.5 m ব্যবধানে রাখা সমান্তরাল রেললাইনের ওপর দিয়ে 100 km/h বেগে একটি ট্রেন ছুটে গেলে রেললাইন দুটির মধ্যে আবিষ্ট তড়িৎচালক বল নির্ণয় করো। ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ, $H=3.6x10^{-5}$ T এবং বিনতি কোণ = $tan^{-1}(1.036)$।

৪. ঘূর্ণিপ্রবাহ বলতে কী বোঝো? এর দুটি ব্যবহার লেখো।

৫. একটি পরিবর্তী তড়িৎচালক বলের সমীকরণ :

$e = 200 Sin (1000 t)$ V। এর rms মান ও কম্পাঙ্কের মান নির্ণয় করো।

৬. L স্বাবেশাঙ্কবিশিষ্ট I প্রবাহমাত্রা বহনকারী আবেশ কুণ্ডলীতে সঞ্চিত শক্তির রাশিমালা নির্ণয় করো।

৭. একটি বর্তনীর রোধ 50 ওহম, আবেশাঙ্ক 5 mH এবং ধারকত্ব 100 মাইক্রো ফ্যারাড। প্রযুক্ত পরিবর্তী তড়িৎচালক বলের কোন কম্পাঙ্কে বর্তনী আবেশবিহীন রোধযুক্ত বর্তনীর ন্যায় ব্যবহার করবে?

৮. ওয়াটবিহীন প্রবাহ কী ?

৯. 50 পাকের একটি ঘন সন্নিকট তারের কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহমাত্রা 15 A ও কুণ্ডলীর ব্যাসার্ধ 0.25 m হলে কুণ্ডলীর কেন্দ্রে চৌম্বকক্ষেত্রের মান নির্ণয় করো।

উচ্চমাধ্যমিক ২০২৫

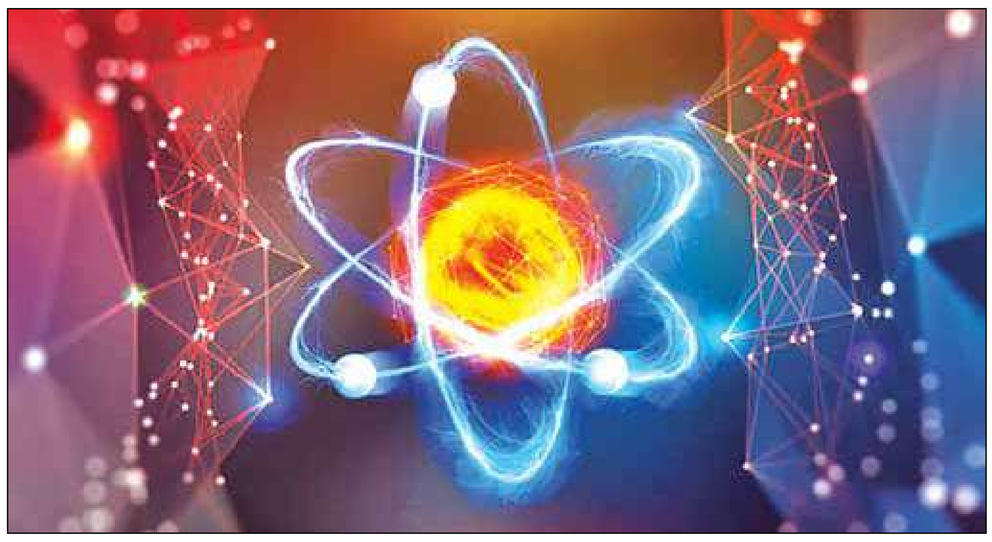

১০. একটি সাইনধর্মী পরিবর্তী তড়িৎচালক বলের rms মান ও অর্ধচক্রে গড় মান নির্ণয় করো।

Unit 5 : তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ

১.তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের চৌম্বকক্ষেত্রের বিস্তার $2x10^{-7}$ Wb/m^2 হলে তড়িৎক্ষেত্রের বিস্তার কত হবে?

২. শূন্য মাধ্যমে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বেগের রাশিমালাটি লেখো।

৩. তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গে E ও B-এর সম্পর্কটি লেখো।

৪. শূন্যস্থানে $5x10^{12}$ Hz কম্পাঙ্কবিশিষ্ট কোনও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এবং এই তরঙ্গটির দুটি ব্যবহার লেখ?

৫. নীচের তরঙ্গগুলিকে ক্রমবর্ধমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী সাজাও -

বেতার তরঙ্গ, X-রশ্মি, অবলোহিত আলো,গামা রশ্মি।

৬. দুটি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের নাম লেখো। এদের ধর্মের একটি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লেখো।

৭. দেখাও যে, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে তড়িৎক্ষেত্রের জন্য গড় শক্তি ঘনত্ব ও চৌম্বকক্ষেত্রের জন্য গড় শক্তি ঘনত্ব পরস্পর সমান।

৮. পয়েন্টিং ভেক্টর বলতে কী বোঝায়? এর রাশিমালাটি লেখো।

৯. তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের কোনও বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের বিস্তার 3 V/m। ওই বিন্দুতে তরঙ্গগতির শক্তি ঘনত্ব ও তীব্রতা নির্ণয় করো।

১০. সরণ প্রবাহমাত্রা কাকে বলে? সরণ প্রবাহমাত্রার রাশিমালা লেখো।

Unit 6: আলোকবিজ্ঞান

১. একটি অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ করো

$1/v+1/u= 1/f$; যেখানে চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থযুক্ত।

অবতল দর্পণের সমীকরণ থেকে নিউটনের সমীকরণ প্রমাণ করো।

২. f_1 ও f_2 ফোকাস দৈর্ঘ্যের দুটি উত্তল লেন্সকে সংস্পর্শে রাখা হল। সমবায়টির তুল্য ফোকাস দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

20 cm ও 30 cm ফোকাস দৈর্ঘ্যের দুটি উত্তল লেন্সকে সমাক্ষীয়ভাবে পরস্পর স্পর্শ করিয়ে একটি লেন্স সমবায় গঠন করা হল। সমবায়টির তুল্য ফোকাস দৈর্ঘ্য ও তুল্য ক্ষমতা কত?

৩. একটি বস্তু ও পর্দার মধ্যে একটি উত্তল লেন্স রাখা আছে। লেন্সের দুটি অবস্থানে পর্দায় বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হল। যদি সদবিম্ব দুটির দৈর্ঘ্য L_1 ও L_2 এবং বস্তুর দৈর্ঘ্য L হয় তাহলে প্রমাণ করো $L=(L_1L_2)^{1/2}$

৪. স্থায়ী ব্যতিচারের শর্তগুলি কী ?

ইয়ং-এর দ্বি-রেখাছিদ্র পরীক্ষায় ঝালর প্রস্থের রাশিমালা নির্ণয় করো।

৫. প্রিজম থেকে রশ্মি নির্গত না হওয়ার জন্য আপতন কোণের সীমাস্থ মান নির্ণয় করো।

৬. একক রেখাছিদ্র দ্বারা ফ্রনহফার অপবর্তনের অপবর্তন ঝালরে কেন্দ্রীয় চরম পটির বেধ নির্ণয় করো। পোলারয়েড কী? এর দুটি ব্যবহার লেখো।

৭. হাইগেনসের নীতির সাহায্যে আলোর প্রতিফলন (অথবা প্রতিসরণ)-এর সূত্রগুলি প্রমাণ করো।

৮. বায়ুতে কাচ নির্মিত একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য 20 cm । লেন্সটিকে জলে ডোবানো হলে এর ফোকাস দৈর্ঘ্য কত হবে? (কাচ ও জলের প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 3/2 ও 4/3)

৯. যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কীভাবে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তা একটি রশ্মিচিত্রের সাহায্যে দেখাও এবং বিবর্ধনের রাশিমালাটি লেখো।

১০. ব্রুস্টারের সূত্রটি বিবৃত করো।

প্রমাণ করো, কোনও আলোকরশ্মি যদি সমবর্তন কোণে প্রতিফলকের ওপর আপতিত হয় তবে প্রতিফলিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মি পরস্পরের মধ্যে সমকোণ উৎপন্ন করে।

Unit 7 : পদার্থের দ্বৈত সত্তা এবং বিকিরণ

১. আলোকতড়িৎ ক্রিয়া সংক্রান্ত নিবৃত্তি বিভব বলতে কী বোঝো? নিবৃত্তি বিভব কি আপতিত আলোর প্রাবল্য ও কম্পাঙ্কের ওপর নির্ভরশীল?

২. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ায় নিবৃত্তি বিভবের সঙ্গে আপতিত আলোর কম্পাঙ্কের লেখচিত্রটি আঁকো। এই লেখচিত্র থেকে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক ও সংশ্লিষ্ট ধাতুর কার্য অপেক্ষক কীভাবে নির্ণয় করা যায়?

৩. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার কার্য অপেক্ষক কাকে বলে? প্রারম্ভ কম্পাঙ্কের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

৪. ডি-ব্রগলি প্রকল্পটি লেখো।

ডেভিসন ও জার্মারের পরীক্ষার সিদ্ধান্ত উল্লেখ করো।

৫. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ। আলোক ইলেক্ট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

৬. 500 eV গতিশক্তিসম্পন্ন একটি ইলেক্ট্রনের ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

৭. একটি ধাতব পাতকে $2x10^{-7}$ m তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একবর্ণী আলোক দ্বারা আলোকিত করা হল। নির্গত ফোটোইলেক্ট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি eV এককে কত? ধাতুর প্রারম্ভ তরঙ্গদৈর্ঘ্য $4x10^{-7}$ m ।

৮. একটি ধাতুর কার্য অপেক্ষক 4 eV । সর্বোচ্চ কত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ ওই ধাতু থেকে ফোটোইলেক্ট্রনের নিঃসরণ ঘটাতে পারবে?

৯. একটি মুক্ত ইলেক্ট্রনের গতিশক্তি দ্বিগুণ হলে তার ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত গুণ হবে?

আলোকতড়িৎ প্রবাহমাত্রার উপর আপতিত আলোর তীব্রতা ও কম্পাঙ্কের প্রভাব কীরূপ?

১০. একই বিভব পার্থক্যের অধীনে একটি প্রোটন ও একটি আলফা কণাকে ত্বরিত করা হল। প্রোটন ও আলফা কণার ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত?

(চলবে)

অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস সাফল্যের চাবিকাঠি

সঞ্চিতা মণ্ডল, *শিক্ষক*
কেদারনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগডোগরা শিলিগুড়ি

অধ্যবসায় শিক্ষার্থীর সহজাত ক্ষমতা, দক্ষতা, গুণাবলি ও উদ্ভাবনীশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। প্রতিভা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের মিলিত প্রয়াসে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। তেমনি অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

পরীক্ষার আগে কীভাবে প্রস্তুতি :

* পড়াশোনা করার সময়সূচি তৈরি করতে হবে।
* মনকে সতেজ রাখতে প্রত্যেকটি টপিক পড়ার পর কিছুক্ষণ বিরতির প্রয়োজন।
* গুরুত্বপূর্ণ নোটের বিশেষ পয়েন্টগুলি দাগিয়ে, মুখস্থ করে লিখে ফেলতে হবে।
* মকটেস্ট বারবার দিতে হবে। ফলে সময়মতো পরীক্ষা শেষ করার অভ্যাস তৈরি হবে।
* যে বিষয়টি পড়া হয়েছে সেই বিষয় আয়নার সামনে অথবা পরিবার, বন্ধুদের কাছে মুখস্থ দাও। সম্পূর্ণ মুখস্থ না হলে নিজের মতো করে পয়েন্ট মাথায় রেখে গুছিয়ে বলতে হবে।
* গ্রুপ ডিসকাশনেরও বিশেষ দরকার। এর ফলে অনেক অজানা তথ্য উঠে আসবে, একঘেয়েমিও দূর হবে।
* স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করতে রিভিশনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বারবার রিভিশন বিষয়টিকে মনের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে।

নিজেকে সুস্থ রাখার টিপস :

* অতিরিক্ত টেনশন করা চলবে না, মনকে শান্ত এবং শরীরকে সুস্থ রাখতে ধ্যান, ব্যায়াম খুবই উপযোগী।
* পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে হবে, পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়াও জরুরি।
* ঘুমোনোর পূর্বে কোনও ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার করা উচিত নয় যা মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে।

নম্বর তোলার কৌশল :

* যে কোনও বিষয়েই পাঠ্যবই খুব ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে। ফলে বাংলা ,ইতিহাস, ভূগোল, শিক্ষাবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর খুব সহজেই দিতে পারবে। পাশাপাশি রচনাধর্মী উত্তর লেখার ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হবে।
* সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন কেন, কে, কীভাবে এসবের উত্তর একসঙ্গে না দিয়ে প্যারা করে ভেঙে লিখবে।
* রচনা লেখার ক্ষেত্রে গঠনপ্রণালীর দিকে নজর দিতে হবে। বিষয়বস্তুর স্পষ্ট ধারণা, ভাষাগত মাধুর্য এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শুদ্ধ বানান, যুগোপযোগী শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতে হবে।
* গণিত, ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ের সূত্র লিখে ধ্রুবক রাশি উল্লেখ করা এবং সংকেত সঠিকভাবে লিখবে।

সবশেষে তোমাদের বলব, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ভয়কে জয় করে সহজ-সরলভাবে আনন্দের সঙ্গে পরীক্ষার প্রস্তুতি নাও।

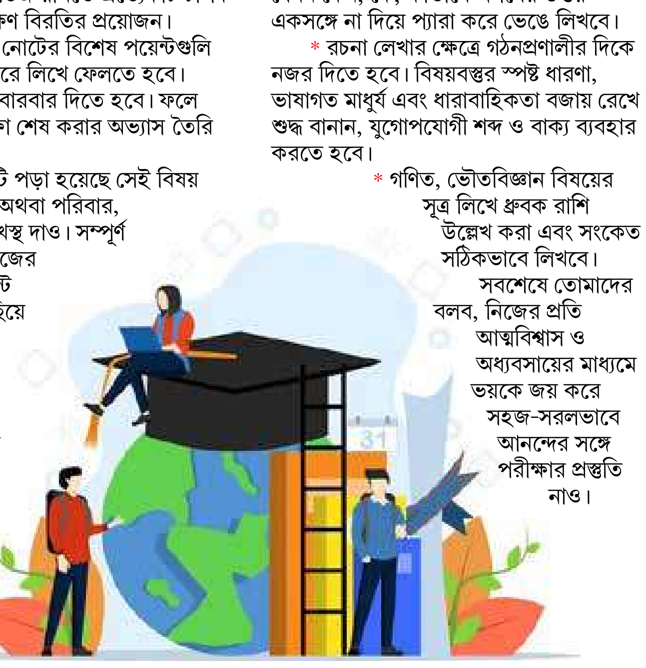

ইংরেজি কবিতার প্রস্তুতি

সঞ্চিতা কর্মকার, *শিক্ষক*
মিল্কি উচ্চবিদ্যালয়, ইংলিশ বাজার মালদা

My Last Duchess: Alfonso, the Duke of Ferrara-র সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত Dramatic monologue ‘My Last Duchess’ Victorian যুগের প্রসিদ্ধ কবি Robert Browning-এর এক নিখুঁত সৃষ্টি। Duke হলেন বক্তা এবং শ্রোতা একজন বার্তাবাহক যিনি কাউন্টের মেয়ের সঙ্গে Duke-এর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। কবিতাটির প্রকৃত শিরোনাম ছিল ‘Italy’। পরবর্তীকালে কবিতাটির প্রথম লাইন থেকে শিরোনামটি নেওয়া হয়েছে – ‘That's my last Duchess painted on the wall’.‘My Last Duchess’ - এই তিনটি শব্দ সমগ্র কবিতার মৌলিক বিষয়বস্তু ও ‘My’ শব্দের পুনরাবৃত্তি ডিউকের রক্ষণশীলতাকে তুলে ধরে। Duchess হলেন ডিউকের মালিকানাধীন ও অর্জিত। ডিউকের অধিকারবোধ বা megalomania তাঁর শেষ স্ত্রীকে তাঁর কাছে অন্যান্য সম্পত্তির মতো করে তোলে। ‘Duchess’ শব্দটি ডিউকের মৃত স্ত্রীর নামহীন উপস্থিতি ও ভিক্টোরিয়া যুগের অসংখ্য নামহীন duchess-এর প্রতিনিধি। অন্যদিকে, ডিউক একজন ব্যক্তি ও একটি শ্রেণির প্রতিনিধি। তিনি মার্জিত রুচি ও নিষ্ঠুরতার, আভিজাত্য এবং স্বার্থপরতার, ভদ্রতা এবং অহংকারের এক মিশ্রণ। তিনি একদিকে সম্পদ, মর্যাদা ও অহংকার এবং অন্যদিকে প্রতারণা, মালিকানা, ক্ষমতা, লোভ, হিংসা, হৃদয়হীনতা, কপটতা, দম্ভ, রুচি এবং শৈল্পিক বোধের বিষয়বস্তুকে মূর্ত করেছেন। তাঁর ক্ষমতা ও অহংকার এবং অধিকারের অনুভূতি ভিক্টোরিয়া অভিজাততন্ত্র এবং ইতালীয় রেনেসাঁস-এর প্রভাবকে মেলে ধরে।

এই poem থেকে কিছু প্রশ্ন নীচে দেওয়া হল -

1) What duality do you find in the personality of the Duke? (Marks 2)

2) What type of a lady was the Duchess? (Marks 2)

3) What characteristic trait of the Duke’s character can be discerned when he refers to the bronze statue of Neptune? (Marks 2)

4) ‘This grew; I gave commands/ Then all smiles stopped together’ - Explain the lines. (Marks 2)

5) Analyse ‘My Last Duchess’ as a dramatic monologue. (Marks 6)

একাদশ শ্রেণি ইংরেজি

6) Compare and contrast the characters of the Duke and the Duchess. (Marks 6)

7) How does the poem present a patriarchal society and gender bias in that society? (Marks 6)

8) ‘As if she ranked/ My gift of a nine-hundred-years-old name/ With anybody’s gift’ - Who is the speaker? Why, according to the speaker, should his gift be treated differently? (Marks 6)

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

চন্দ্রাণী সরকার, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চবালিকা বিদ্যালয় শিলিগুড়ি

পূর্ব প্রকাশের পর

চতুর্থ অধ্যায়

১. উডের ডেসপ্যাচ কী?

উত্তর : ভারতীয় বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত যে সুপারিশ করেন, তাকেই বলে উডের ডেসপ্যাচ।

২. কে, কবে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : দয়ানন্দ সরস্বতী, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যের নাম কী?

উত্তর : স্যর জেমস উইলিয়াম কোলভিল।

৪. শ্রীরামপুর ত্রয়ী কারা?

উত্তর : উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জোশুয়া মার্শম্যানকে শ্রীরামপুর ত্রয়ী বলা হয়।

৫. কে, কবে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটান?

উত্তর : লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটান।

৬. নব্যবঙ্গীয় কারা?

উত্তর : উনিশ শতকে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে যে প্রগতিশীল সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেই আন্দোলনে যুক্ত ডিরোজিওর অনুগামীদের বলা হত নব্যবঙ্গীয়।

উচ্চমাধ্যমিক প্রস্তুতি

৭. কে, কবে নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

৮. গুলামগিরি গ্রন্থটির লেখক কে?

উত্তর : জ্যোতিবা ফুলে।

৯. আধুনিক চিনের জনক কাকে বলা হয়?

উত্তর : সান - ইয়াত - সেন।

১০. সান ইয়াত সেনের আদর্শ কী ছিল?

উত্তর : সান ইয়াত সেনের আদর্শ ছিল সান মিন চু আই অর্থাৎ জনজাতীয়তাবাদ, জনগণতন্ত্রবাদ এবং জনজীবিকাবাদ।

১১. সাউকার কাদের বলা হত?

উত্তর : দাক্ষিণাত্যের সুদখোর মহাজনদের সাউকার বলা হয়।

১২. দলিত কারা?

উত্তর : ব্রিটিশ ভারতে নিম্নবর্গের পিছিয়ে পড়া অস্পৃশ্য হিন্দু জাতিকে দলিত বলা হয়।

১৩. কে, কবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৪. কবে, কোথায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়।

১৫ . চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক কাদের বলা হয়?

উত্তর : চিনের শ্রমিকদের বিদেশে কাজে পাঠানোর আগে নিয়োগকর্তা বা এজেন্টরা শ্রমিকদের নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় কাজ করার এক চুক্তিতে আবদ্ধ করত। এই ধরনের শ্রমিকরা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নামে পরিচিত।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বুধবার বিকেল ৫টা অবধি

■ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	৩
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	৫
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

■ ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	২
এবি নেগেটিভ	-	১

■ বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু তরুণের

ফালাকাটা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ফালাকাটায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতের নাম সফিউর বাসার (৩৫)। বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের কালীপুর গরম চা এলাকায়। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা শহরের মাদারি রোডে। ঘটনার পরেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। ট্রাফিক পুলিশ তরুণকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তরুণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ফালাকাটার ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমান বলেন, 'বাইক দুর্ঘটনায় এদিন এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। তবে বাইকটি থেকে কীভাবে সে ছিটকে পড়ল, নাকি সামনে কোনওকিছুতে ধাক্কা মেরে পড়ে গিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। আমরা তরুণকে হাসপাতালে পৌঁছে দিই। ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা প্রশান্ত দাস বলেন, 'দোকানে কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পাই। গিয়ে দেখি একজন রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার মাঝে পড়ে আছে। আর কিছুটা দূরে বাইকটি পড়ে আছে। এদিন দুর্ঘটনার ছবি দেখে আঁতকে উঠেছি।'

বাসিন্দাদের তরফে জানা গিয়েছে, বুধবার ফালাকাটার কালীপুরের ওই তরুণ একটি বাইক নিয়ে এদিন মাদারি রোড ধরে যাচ্ছিলেন। প্রচণ্ড জোরেই ছিল বাইকের গতি। হঠাৎ বাইকটির যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। বাইক থেকে নাকি তরুণ ছিটকে পড়ে। মাথায় হেলমেট ছিল কি না তাও স্পষ্টভাবে বলতে পারেননি কেউ। যদিও বাইকের কিছুটা দূরেই হেলমেট পড়ে ছিল। দুর্ঘটনার সময় প্রচণ্ড শব্দ হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, বাইক থেকে পাকা রাস্তায় পড়েই মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মাত্রই চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রকৃতির প্রেম, প্রেমের প্রকৃতি

সবুজ পাতায় ভরা একটা ঋজু গাছও কি হতে পারে না আমার ভ্যালেন্টাইন? সেই গাছের ডালে সংসার বাঁধা পাখি দম্পতিও তো আমাদের শেখাতে পারে ভালোবাসার মানে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেবল অবুঝ প্রেমের বার্তা কেন বারবার ঘুরেফিরে আসবে? আসতেও পারে সবুজ প্রেমের বার্তা। আলোকপাত করলেন পরিবেশপ্রেমী ত্রিদিবেশ তালুকদার।

খোলা জানালা

প্রেম বা ভালোবাসা দিবস কি শুধুই নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ? প্রেম দিবস স্বার্থকতা পাবে তখনই যখন আমরা স্বীকৃতি দেব পশুপাখি সহ অরণ্য ও এই নির্মল প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ভালোবাসর নিগূঢ় বন্ধনকে। প্রকৃতির মধ্যেও তো প্রেম লুকিয়ে রয়েছে। ধনেশ পাখির প্রেম নিবেদনের পর জোড়া বাঁধার ক্ষেত্রে পক্ষীসমাজের যে নারী-পুরুষের সত্তা কাজ করে, তাকেই তো আমরা উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরতে পারি। তাদের পারস্পারিক জীবনদর্শন আমাদের শিখিয়ে দেয় এই ভালোবাসার দিনটির সার্থকতা।

প্রকৃতির অমোঘ টানে মানুষ বারবার ছুটে যায় তার রূপ ও রসকে আস্বাদন করতে। এই অমোঘ টানকে অস্বীকার করা কোনও সভ্য নাগরিকের পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার স্থায়িত্ব বজায় রাখতে আমাদেরও কিছু দায় থেকেই যায়। জঙ্গল ও প্রাণীকুলের নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য আমাদেরও ত্যাগস্বীকারের মানসিকতা বজায় রাখতে হবে। অরণ্য, নদী, পশুপাখিদের তাদের মতো করে বাঁচতে দেওয়ার অঙ্গীকারের মধ্যে দিয়ে এই প্রেম দিবসের সার্থকতা বজায় রাখার সংকল্প নিলেই আমরা আবার ফিরে পাব শহর-বন্দরের হারিয়ে যাওয়া নির্মল সুবাতাসকে। অরণ্য সহ প্রকৃতি যদি না বাঁচে, তবে সভ্য মানুষও কিন্তু এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারবে না।

সামনেই ১৪ ফেব্রুয়ারি। এখনকার প্রজন্মের 'ক্যালেন্ডার' মতে ভালোবাসার দিন। বন ও বন্যপ্রাণীদের প্রতি আমাদের অপত্য-ভালোবাসা এই দিনটি থেকেই নাহয় শুরু হোক। যেখানে-সেখানে প্লাস্টিক ফেলা, মাটিকে দূষিত করা, জলকে নোংরা করা, নদীকে দূষিত করা বা খনিকে অবৈজ্ঞানিক পন্থায় ব্যবহার করা বন্ধ করতে পারলেই আমরা ফিরে পাব আমাদের ভালোবাসার নির্মল পৃথিবীকে।

নদীকে নদীর মতো চলতে দেওয়া হোক। অরণ্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করে, আর গাছ না কেটেও তো আমরা গড়ে তুলতে পারি আমাদের ভব্য বাসস্থান। ভ্রমণপিপাসু মানুষের প্রথম কাজ হওয়া উচিত প্রকৃতিকে কলুষিত না করা। আর সেজন্য অরণ্যে প্রবেশের সময়ই সাবধানতা নিতে হবে। আমরা মনে রাখব, যে আমরা অন্যের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করছি। তাই আমাদের কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় সেসব জানতে হবে, মানতে হবে। আমরা বন্যপশুদের চলাচলের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়িয়ে তাদের স্বাধীন চলাচলকে গুরুত্ব দেব। পশুপাখিদের খাদ্যের ওপর আমাদের দাবি রাখব না।

নদীর জলরাশিকে আটকে না দিয়ে, জঙ্গল না কাটার ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে, মাটির প্রতি মমতা আরোপ করে বন্য পশু ও পাখিদের প্রেম দিলেই আগামী প্রেম দিবসে প্রকৃতির প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সার্থক হয়ে উঠবে। আর তখন দেখবেন অরণ্যও আমাদের আলিঙ্গন করবে পারস্পরিক প্রেম নিবেদনের মধ্যে দিয়ে।

ছবি : এআই

স্নেহের চুম্বন

বৃহস্পতিবার কিস ডে। জীবনের নানা মুহূর্তে কেউ বাবা, মা, দিদি, দাদা, আত্মীয়পরিজনের স্নেহের চুম্বন পাননি বা দেননি, এমনটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আজ তুলে ধরা হল শিশুদের মুখে স্নেহের পরশ। ওদের আধো আধো বুলি শোনার ও বোঝার চেষ্টা করল

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বাবার 'পাপ্পি'

বাবাই আমাকে সব থেকে বেশি আদর করে। পাপ্পি দেয়। আমিও বাবাইকে আদর করি। বাবাইয়ের সঙ্গে খেলি। বাড়িতে মামও রয়েছে। মাম আমাকে রেখে কলেজ যায়। বাড়ি এলে আদর করে। আম্মা, দাদান, কাকাই, কাকিমা, দিদিয়া, মামাইরাও আমাকে খুব ভালোবাসে। আমাকে আদর করে। আমার সঙ্গে খেলা করে।

- জ্যোতিরাদিত্য সেন, *আলিপুরদুয়ার*

ম্যামের আদর

মা পাপা দুজনের সঙ্গেই আমার সময় কাটাতে ভালো লাগে। আমাকে একবার সমুদ্র দেখিয়েছিল। মা আমাকে খাইয়ে দেয়। আমি তো এখনও হাত দিয়ে খেতে পারি না। খাওয়ার সময় মা আমাকে আদরও করে। স্কুলেও ম্যামরা আমাকে আদর করে। পড়া করে গেলে 'ভেরি গুড' বলে।

- রেশমিতা গঙ্গোপাধ্যায়, *আলিপুরদুয়ার*

হেডমিসের প্রিয়

মা খুব ভালোবাসে। কিন্তু দুষ্টুমি করলেই টিক্কিতে টান! কিন্তু মায়ের চোখে তাকালেই আমার ভালো লাগে। বাবা একটু বকলেও পরে অনেক চুমু দেয়! ঠাম্মি-ঠাকুরদা ডাকে দাদা, দিদুন-দাদু ডাকে ভাই! আমার খুব ভালো লাগে। স্কুলের হেডমিস আমাকে দেখলেই চুমু আর আদর করে। আর দিদুনবাড়ির কুকুরছানাদের আমি আদর করতে যাই। চুমু খেতে ইচ্ছে করে ওদের।

-কৌস্তভ সরকার, *ফালাকাটা*

আদরে ঘুম ভাঙে

বাবা-মা দুজনই সকালে চাকরি করতে যায়। আমিও স্কুলে পড়তে যাই। সারাদিন দেখা হয় না। তবে সকালে মা চুমু দিয়ে ঘুম থেকে ওঠায়। তখন আমার খুব ভালো লাগে। আর রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও চুমু খায় মা।

রেইনি দাস, *বীরপাড়া*

ভালো ছবি আঁকলেই চুমু

মা প্রতিদিনই আমাকে চুমু খায়। আসলে মা আমাকে খুব ভালোবাসে। আমি ছবি আঁকতে ভালোবাসি। ফুটবল খেলতে ভালোবাসি। ভালো ছবি আঁকার জন্য আলাদাভাবে চুমু খায় মা। মা চুমু খেলে আমার খুব ভালো লাগে।

- রিয়ন দাস, *বীরপাড়া*

মন ভালো করে

মা যখন কপালে চুমু দেয়, তখন বলে 'আমার সোনা বাচ্চা।' ঠাম্মি বলে 'তুই তো আমার রসগোল্লা'। কাকাইও খুব ভালোবাসে। অনেকে মা-বাবার কোলে বড় হয়নি, ঠাম্মি-দাদুর আদর পায়নি, তাদের জন্য ভাবলেই কান্না পায়। আমি যদি পৃথিবীর সবাইকে একটা করে চুমু দিতে পারতাম! আদর আমাদের মনকে অনেক ভালো করে দেয়।

- স্বস্তিকা সরকার, *ফালাকাটা*

বকার পর অনেক আদর

আমাকে মা বকা দিলে আমার খুব মন খারাপ হয়। তখন মা বাবা দুজনই আমাকে চুমু দেয়। তাতে আমার মন খারাপ কমে যায়। স্কুলের অনুষ্ঠানে আমি যখন স্টেজে নাচ করি, মা নীচ থেকে হাততালি দেয়। আর আমায় 'চিয়ার আপ' করে। আমি যখন স্টেজ থেকে নামি, মা তখন আমাকে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে আর চুমু দেয়। আমার খুব মজা লাগে।

- আর্ভিক সাহা *কামাখ্যাগুড়ি*

আদরে জ্বর উধাও

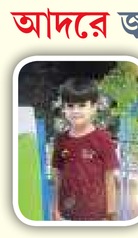

আমি যখন মন দিয়ে বই পড়ি, বাবা আমাকে চুমু দেয়। মা রোজ ঘুমোনোর আগে আমায় গালে চুমু দেয়। আমার শরীর খারাপ বা জ্বর হলে তখন মা সবসময় আমার পাশে বসে থাকে, আর মা আমাকে জড়িয়ে চুমু দেয়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তখন আমার শরীর খারাপ অনেকটাই কমে যায়।

- শ্রেয়ান ভৌমিক *কামাখ্যাগুড়ি*

তথ্য সংগ্রহ : ভাস্কর শর্মা, মোস্তাক মোরশেদ হোসেন, অভিজিৎ ঘোষ ও পিকাই দেবনাথ

ফায়ার পেপার কেকে প্রেম নিবেদন

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রিয় মানুষটিকে মনের কথা বলার হাজারও উপায় রয়েছে। এখন অবশ্য ট্রেন্ডিং ফায়ার পেপার কেক। সাধারণ কেকের মতোই দেখতে ও খেতে এই কেক। শুধু ওপরের অংশে একটি বিশেষ কাগজ থাকে। সেটির নীচে লুকোনো থাকে মেসেজ। পেপারটিতে আগুন ধরালেই ফুটে উঠবে সেই মেসেজ। এই কেক গত কয়েকমাস ধরে ট্রেন্ডিং হয়ে উঠেছে। আলিপুরদুয়ারও গা ভাসাচ্ছে ট্রেন্ডে।

শুধু তাই নয়। হার্ট শেপ কেক, বেন্টো কেক, ফনড্যান্ট কেক দিয়ে তরুণ-তরুণীরা পালন করবেন ভ্যালেন্টাইন্স ডে। দিনটি নিজেদের মতো পালন করেন সকলে। কেউ পার্কে যাবেন, কারও আবার সিনেমার পরিকল্পনা রয়েছে, কেউ আবার দিনটি পালন করবেন খুব সাধারণভাবেই। গিফটের দোকানগুলোও এখন শোপিস, টেডি বিয়ার, রয়েছে আর্টিফিশিয়াল গোলাপ, ডায়েরি, কি-রিংয়ের মতো জিনিসে সেজে উঠেছে। ফুলের দোকানগুলোও ভরে উঠেছে রংবেরংয়ের ফুলে।

তবে এগুলোর মধ্যে সব থেকে বেশি চলছে হোমমেড কেক। আজকাল জন্মদিন, অ্যানিভার্সারি থেকে শুরু করে আইবুড়ো ভাত, গেট টুগেদার সবেতেই কেক যেন আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-ই বা বাদ যাবে কেন? সেই জন্য বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই অর্ডার নিতে শুরু করেছিলেন হোমবেকাররা। অর্ডার মতো কেক বানানোও শুরু করেছেন তাঁরা।

শহরের সারেংপট্টির প্রীতি দাস বলেন, 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই অর্ডার আসা শুরু হয়েছে। রেড হার্ট শেপ বেন্টো কেকের বেশি অর্ডার পড়েছে। সেই সঙ্গে রেড ভেলভেট, ভ্যানিলা, চকোলেট তো রয়েছেই। বড়দিনের পর এই সময় কেকের চাহিদা বেশি থাকে।'

প্রিয়া দে বলেন, 'বেন্টো, মিনি কেকের মতো ফায়ার পেপার কেক পছন্দ প্রেমিক-প্রেমিকাদের। এই কেকে মনের কথা বলা খুব সহজ হয়ে ওঠে।' শুভদীপ দাস এই কেকই অর্ডার করেছেন প্রেমিকার জন্য। বললেন, 'সম্পর্কের আট বছর হলেও এখনও মনে হয় এই তো শুরু। তাই নতুন ট্রেন্ডি কেক দিয়ে প্রেম নিবেদন করব।'

শহরের আরেক হোমবেকার রুচিলিপ্সা সরকারের কথায়, 'যতদিন যাচ্ছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষ্যে অর্ডার বেড়ে চলেছে। যা আমাদের জন্য খুবই ভালো। যেহেতু হোমমেড কেক বানাই। তাই চাহিদা বেশি। গোলাপের শেপের বেন্টো কেক সহ নানান কাস্টমাইজড কেক বেশি পছন্দ সবার। ১৮০ টাকা থেকে শুরু হয় বলে চাহিদা থাকে ভালো।' আবার অনুপমা মিত্র জানান, অর্ডার বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই আসা শুরু হয়েছিল। অর্ডারগুলো ধীরে ধীরে বানানো শুরু হয়েছে। আগে যা অর্ডার পড়ত তার থেকে অনেকাংশে বেশি পড়ে এখন, বলে জানান তিনি। বাটারস্কচ, পাইনঅ্যাপল ফ্লেভারের হার্ট শেপ চকোলেট এবং রেড ভেলভেট কেকের চাহিদা বেশি।

গয়না ফিরিয়ে সততার নজির

ফালাকাটা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ব্যাগভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে শ্যালিকার বিয়েতে যাচ্ছিলেন জটেশ্বরের বাসিন্দা রাজীব সরকার ও তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া সরকার। কিন্তু ভুল করে একটি ব্যাগ টোটোয় ফেলে রেখে চলে যান। টোটোচালক বাড়ি ঢুকেই ব্যাগ খুলে দেখেন প্রচুর সোনার গয়না। সঙ্গে একটি ফোন নম্বর দেওয়া। ওই নম্বরেই ফোন করে শেষে ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় স্বর্ণালংকার ফিরিয়ে দিলেন জটেশ্বরের দম্পতিকে। সততার নজির গড়লেন পশ্চিম ফালাকাটার টোটোচালক বাসুদেব গোপ। তাঁকে বাহবা দিয়েছেন ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমান ও ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নান্টু তালুকদার।

মঙ্গলবার জটেশ্বর থেকে শিলিগুড়িতে শ্যালিকার বিয়েতে যাবেন বলে ফালাকাটায় গাড়ি ধরতে আসেন জটেশ্বরের ওই দম্পতি। বীরপাড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে তাঁরা গাড়ি ধরবেন বলে টোটোয় ওঠেন। এই টোটোর চালকই ছিলেন বাসুদেব গোপ। স্টেশনে নেমে গাড়িতে উঠে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। গাড়িতে উঠে লক্ষ করেন একটি ব্যাগ নেই। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেন। শেষে ফালাকাটা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। এদিকে, টোটোচালক বাড়ি গিয়ে ব্যাগ খুলে দেখেন প্রচুর গয়না রয়েছে। সঙ্গে একটি ফোন নম্বরও পান তিনি। ওই নম্বরে ফোন করেই বিষয়টি তিনি জানান। এদিকে, ওই ফোন পেয়েই ফালাকাটা ট্রাফিকে চলে আসেন দম্পতি। রাতের দিকে আসেন টোটোচালকও। পরে ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় গয়না ফিরে পান জটেশ্বরের ওই দম্পতি।

সুপ্রিয়া বলেন, 'এখনও যে এমন মানুষ আছেন তা বাসুদেববাবুকে না দেখলে বোঝা যেত না।' বাসুদেব বলেন, 'যাত্রীর জিনিস তাঁদের ফিরিয়ে দিতে পেরেই তৃপ্তি লাগছে।'

কীর্তনের আসর

ফালাকাটা, ১২ ফেব্রুয়ারি : নরসিংহ নাথজি মহাকাল ঠাকুরবাড়িতে মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বাৎসরিক ২৪ প্রহরব্যাপী মহানামযজ্ঞ ও ১৬ প্রহরব্যাপী অষ্টকালীন লীলাকীর্তন শুরু হল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অধিবাস কীর্তন হয়। বুধবার থেকে শুরু হয়েছে কীর্তন।

নেপালের হস্টেল থেকে পালিয়ে কিশোর সটান ভারতে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১২ ফেব্রুয়ারি : বোর্ডিং স্কুল মানেই কঠোর নিয়মনীতির বেড়াজাল। সেই নিয়মের বেড়িতে রোজকার জীবনে একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল বছর নয়েকের এক পড়ুয়ার। সেজন্য সুযোগ পেয়েই স্কুল থেকে পালিয়ে যায় সেই ছাত্র। স্কুল বোর্ডিং লাগোয়া রেলস্টেশন থেকে চেপে বসেছিল ট্রেনে। তবে, সেই ট্রেন যে নেপালের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভারতে চলে আসবে তা ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেনি ওই পড়ুয়া। বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে এক ট্রেনে স্কুল পোশাক ও পিঠে ব্যাগ নিয়ে এক ছাত্রকে বসে থাকতে দেখা যায়। তার সঙ্গে কোনও অভিভাবক ছিলেন না। এমনকি তার কাছে ট্রেনের কোনও টিকিটও ছিল না। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হতেই নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে কর্মরত আরপিএফের বিশেষ টিম ওই পড়ুয়ার খোঁজখবর নেওয়া শুরু করে। তাকে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করতেই নেপালের বিরাটনগর বোর্ডিং স্কুল থেকে পালিয়ে ভারতে চলে আসার খবর প্রকাশ্যে আসে।

নেপালের বিরাটনগরের বাসিন্দা ওই ছাত্রটিকে শেষপর্যন্ত নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে উদ্ধার করা হয়। আরপিএফ কর্মীরা জানান, বুধবার নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে বাচ্চাটিকে প্রথমে একা বসে থাকতে দেখা যায়। তার সঙ্গে বড় কেউ ছিলেন না। সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বোর্ডিং স্কুল থেকে পালানোর কথা প্রকাশ্যে আসে। তারপরেই তাকে উদ্ধার করে আরপিএফ পোস্টে নিয়ে যাওয়া হয়।

নেপালের বোর্ডিং স্কুলের নয় বছরের এক ছাত্র একা একা কীভাবে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে এসে পৌঁছাল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ওই পড়ুয়া নেপালি ভাষায় কথা বলে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার নাম, পরিচয় ও স্কুলের ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে। এদিন ওই পড়ুয়াকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার পর সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেয় আরপিএফ। সিডব্লিউসি ওই পড়ুয়ার কাউন্সেলিংয়ের পর হোমে রাখার ব্যবস্থা করেছে।

সিডব্লিউসি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পড়ুয়াকে বীরাটনগরের স্কুল ও সেখানকার কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকার ছবি দেখানো হয়। সে তাঁদের চিনতে পারে। তারপরই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন ও কিশোরের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের এক আরপিএফ কর্তা জানান, বিভিন্ন সময় একাধিক রাজ্যের নাবালক-নাবালিকাকে ট্রেন থেকে উদ্ধার করা হয়। তবে নেপাল থেকে পালিয়ে এসে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে উদ্ধারের ঘটনা ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। তাই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়।

ওই পড়ুয়াকে এখনই বাড়ি ফেরানো সম্ভব নয়। বিশেষত, ভারত থেকে নেপালের বিরাটনগরে ওই পড়ুয়াকে পাঠাতে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে হবে। ফলত, তাকে এখানে বেশ কিছুদিন হোমে থাকতে হতে পারে।

সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'ওই পড়ুয়ার কাউন্সেলিং হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে চলে এলেও মানসিকতায় কোনও প্রভাব পড়েনি। এখন তাকে স্থানীয় এক হোমে রাখা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও ওই পড়ুয়ার স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।'

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নেপালের সেই নাবালক।

আইনই বাধা

- ■ নিয়মের বেড়ায় দিন একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল বছর নয়েকের পড়ুয়া
- ■ তাই, স্কুলের হস্টেল থেকে পালিয়ে সে চেপে বসেছিল ট্রেনে
- ■ তবে ট্রেনটি যে ভারতে চলে আসবে তা বোঝেনি ওই কিশোর
- ■ সে এখন সিডব্লিউসি'র হাত হয়ে রয়েছে এক হোমে
- ■ আন্তর্জাতিক আইন মেনে তাকে ফেরাত পাঠাতে বেশ সময় লাগবে

বিশ্ব মহাবীর চিলারায় ওরফে মহারাজকুমার শুক্লধ্বজ আজও আটকে রইলেন প্রাদেশিকতার গণ্ডিতে। কেন হয়ে উঠতে পারলেন না 'ন্যাশনাল আইকন'? ৫১৫তম জন্মদিবসে তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

আজও মূল্যায়ন হল না চিলারায়ের

কুমার মৃদুলনারায়ণ

কেউ বলেন বীর সূর্য, কারও মতে তিনি অবিসংবাদিত মহান বীর। আসলে তিনি শুক্লধ্বজ। কিন্তু চিলের মতো দুরন্তগতিতে ছোঁ মেরে গেরিলা কায়দায় শত্রুকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখতেন তিনি। তাই লোকমুখে তাঁর নাম হয়ে গেল-'চিলারায়'। তাঁর নাম শুনলেই শত্রুপক্ষ বিনা প্রতিরোধেই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করত। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ বিশ্ব মহাবীর চিলারায় ওরফে মহারাজকুমার শুক্লধ্বজ আজও প্রাদেশিকতার গণ্ডি পেরিয়ে 'ন্যাশনাল আইকন' হয়ে উঠতে পারেননি কেন? একজন বীর যোদ্ধার যা যা গুণাবলি থাকা দরকার বা মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য যে বীরত্বের প্রদর্শন দরকার তিনি তা করেছিলেন। অথচ আমরা যে ইতিহাস পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, তা অনেকটাই একমুখী। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু যোদ্ধা বা গোষ্ঠীর ইতিহাস। ভারতবর্ষের সার্বিক বা উজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরলে সেখানে নিশ্চিতভাবে বীর চিলারায়ের কৃতিত্ব সঠিক মর্যাদা পাবে।

ঐতিহাসিকরা স্বাধীনতার পর ভারতের ইতিহাস বলতে এতদিন প্রাথমিক থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত দিল্লি, মগধ, পাটলিপুত্র, মোগল, পাঠান, সুলতান, গুপ্ত, মৌর্য ইত্যাদি ইতিহাস পড়িয়েছেন। কোনওদিনও এই খ্যাতনামা বীরদের (চিলারায়, রানি গাইলিন্ডু) বীরত্ব বা বীর যোদ্ধারা যে এই দেশে ছিলেন সেটাও জানতে দেওয়া হয়নি বা তাঁদের বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয়নি, কারণ আজও অজানা। একবার ভাবুন রাজপুত মহারানা প্রতাপ, মারাঠা বীর শিবাজি রাও এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা যেখানে মোগলদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেননি, কামতা বা বেহার রাজবংশের মহারাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা বীর চিলারায় প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যেও অসীম শক্তিধর মোগল শক্তিকে প্রতিহত করেছিলেন কয়েকবার। তিনি ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমর বিশারদদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু নম্র। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পুরো পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর, শ্রীহট্ট (সিলেট) জয়ন্তিয়া, ডিমুরুয়া, কাছাড়, খাইরম সহ বেশিরভাগ রাজাকে পরাজিত করে নিজভূমিকে বাঁচাতে এবং সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সেনাপতিত্বেই মহারাজা নরনারায়ণ কামতা রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। নরনারায়ণ তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময় ভাই চিলারায়ের উপাধি দিয়েছিলেন- 'সংগ্রাম সিংহ'। অনেক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক সর্বকালীন যে তিনজন বীর যোদ্ধাদের নাম উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে চিলারায় অন্যতম। এছাড়া তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য অনেকের কাছে ঈর্ষণীয়। অতীতের এই যোদ্ধার অনেক গৌরবগাথা চর্চিত না হওয়ার ফলে সেই সময়কার ঘটনাবলি, আর্থসামাজিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থা, অবস্থানগত দিক আজও অজানা। উপযুক্ত পাঠক্রম বা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হলেই অনায়াসেই আমরা জানতে পারতাম তখনকার ইতিহাস। অথচ আজও এই মহান বীরের এবং কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস মুষ্টিমেয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অসম, ত্রিপুরা সহ পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ বাদে কে জানে এই যোদ্ধার বা তাঁর বংশের বীরত্বের কাহিনী। সীমিত চর্চার ফলে এই মহান সেনাপতির ইতিহাস আজও অনেকের কাছে অজানা। আমরা জানি ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভেতরে লুকিয়ে আছে একটি জাতির পরিচয়। পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমে দীর্ঘদিন ধরে এই বীর যোদ্ধার ঐতিহাসিক কীর্তি পাঠক্রমে সম্মানের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। তাঁর নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। যদিও সম্প্রতি লাচিত বরফুকনকে নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে অনেক সময় চিলারায়কে অবজ্ঞা করা হচ্ছে বলে অনেকেই উষ্মা প্রকাশ করছেন। সরাইঘাটের যুদ্ধের পরাক্রমের জন্য অসমের ইতিহাসে লাচিত বরফুকনের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। এটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তিনিও শ্রদ্ধার এবং সম্মানের। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে বীর চিলারায়ের অবদানকেও।

(লেখক কোচবিহার রাজপরিবারে সদস্য)

পুরসভার সামনে চিলারায়ের মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

সুপ্রিম কোর্টে অঙ্কিতার মামলা খারিজ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শিক্ষিকার চাকরি হারিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারী। এই মামলায় তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিতা অধিকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি যে বেতন শিক্ষিকা হিসেবে অঙ্কিতা পেয়েছিলেন, তা ফিরিয়ে দিতেও নির্দেশ দেয় আদালত। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানেও ধাক্কা খেলেন অঙ্কিতা। শীর্ষ আদালত তাঁর মামলা খারিজ করে দিল। অঙ্কিতা বা পরেশ কারও সঙ্গেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষিকা পদে নিয়োগ পাওয়া অঙ্কিতা অধিকারীর বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন চাকরিপ্রার্থী ববিতা সরকার। ওই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়ে ২০২২ সালের ১৭ মে অঙ্কিতার চাকরি বাতিল হয়। হাইকোর্টের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অঙ্কিতা। শুধু অঙ্কিতার চাকরি সংক্রান্ত রায়ই নয়, এসএসসি দুর্নীতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের রায়কেও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তিনি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। শীর্ষ আদালত জানায়, দীর্ঘ সময় পর আবেদন করায় মামলাটি গ্রহণ করা হচ্ছে না।

সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি'র তরফে জানানো হয় যে, যেহেতু আদালতের নির্দেশে অঙ্কিতার চাকরি আগেই বাতিল হয়েছে, তাই ২৬ হাজার অযোগ্য প্রার্থীর তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে আইনি লড়াইয়ের পরও চাকরি ফিরে পাওয়ার আশা শেষ অঙ্কিতার। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নতুন করে নথি জমা দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে জানতে চায়, দীর্ঘ শুনানির পর এখন কেন নতুন নথি জমা দিতে চাওয়া হচ্ছে? প্রাথমিকভাবে প্রধান বিচারপতি এই আবেদনের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেও শেষপর্যন্ত আগামী সোমবারের মধ্যে সমস্ত নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় নতুন মোড় নেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেইরোয় এক অনুষ্ঠানের মঞ্চে সাকিরা। বুধবার। -এএফপি

তুরতুরিতে অচলাবস্থা কাটল না

শামুকতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি : তুরতুরি চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরির টাকা মেটাল না মালিকপক্ষ। তাই বুধবারও কাজে গেলেন না শ্রমিকরা। পরপর তিনদিন কাজ বন্ধ থাকল ওই চা বাগানে। সোম ও মঙ্গলবারের মতো বুধবারেও অচলাবস্থা জারি থাকল কুমারগ্রাম ব্লকের তুরতুরি বাগানে।

মজুরির টাকা না পাওয়া পর্যন্ত শ্রমিকরা কাজে যাবেন না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, এক মাসের মজুরি বাকি। পর পর দু'দিন মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। সেকথা রাখেনি মালিকপক্ষ। গত মঙ্গলবারও টাকা পাননি শ্রমিকরা। বাগানের ম্যানেজার কথা দিয়েছিলেন যে বুধবার পেমেন্ট দেওয়া হবে। কিন্তু সেদিনও খালি হাতে ফিরতে হয় শ্রমিকদের। তুরতুরি চা বাগানের ম্যানেজার সুপ্রতীক সরকার অবশ্য মঙ্গলবারের মতো বুধবারও আশ্বাস দিয়েছেন। জানিয়েছেন, মালিকপক্ষ দ্রুত শ্রমিকদের মজুরি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। মোট ৫০১ জন শ্রমিক রয়েছেন এই বাগানে। তাঁদেরই একজন ফ্রান্সিস ওরাওঁ বললেন, 'বারবার মালিকপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েও মজুরি মিলছে না। রীতিমতো অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি আমরা।' একই সুরে চা শ্রমিক দুর্গা খাড়িয়া বললেন, 'মজুরি না পাওয়ায় আমরা অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছি। এমনটা চলতে থাকলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।'

সিটু নেতা বিদ্যুৎ গুন মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। বলেন, 'কথা দিয়েও মালিকপক্ষ মজুরির টাকা দিচ্ছে না। মজুরির টাকা না পেলে কাজ করবে কীভাবে?' খুব শীঘ্রই এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নামবেন বলেও জানিয়েছেন বিদ্যুৎ।

সমবায় ব্যাংকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের গ্রুপ ইনসুরেন্স

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের গোষ্ঠীবিমার আওতায় আনল জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক। ন্যাশনাল ইনসুরেন্সের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং ও কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের ব্যবসায়ীদের জন্য এই বিমা চালু হবে। গ্রুপ ইনসুরেন্স কভারেজে থাকা ব্যবসায়ীর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা তিনি আহত হলেও বিমার সুবিধা পাবেন।

সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সরকারি জমির উপর দোকান রয়েছে, এমন ব্যবসায়ীরাও এই গ্রুপ ইনসুরেন্সের সুবিধা পাবেন। ব্যবসায়ী সমিতি থেকে ব্যবসায়ীদের যে তালিকা ব্যাংকে জমা করা হবে তার ভিত্তিতেই এই ইনসুরেন্সের আওতায় আনা হবে ব্যবসায়ীদের। মাসিক মাত্র ৬০ টাকা দিয়ে সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন ব্যবসায়ীরা।

জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি ভূমিকম্পপ্রবণ ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এই ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। তাছাড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও ঘটে থাকে। সব দিক বিবেচনা করেই আমাদের ব্যাংক ব্যবসায়ীদের গ্রুপ ইনসুরেন্স করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

সৌরভ জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে এই ধরনের উদ্যোগ প্রথম। এখানকার বহু ব্যবসায়ীর নিজস্ব জায়গা নেই। কেউ ভাড়া নিয়ে, কেউ দখল করা সরকারি জায়গায় দোকান করেছেন। ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়ে তাঁদের কেউ কেউ ব্যবসা শুরু করেছেন ঠিকই। কিন্তু অগ্নিকাণ্ড বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ব্যবসার ক্ষতি হলে জায়গা নিজের নামে না থাকায় তাঁরা বিমার সুবিধা পান না। তাই এবার ন্যাশনাল ইনসুরেন্সের সঙ্গে কথা বলে সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের তরফে এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এদিন আলোচনা সভায় জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার্স অফ কমার্সের সম্পাদক অভ্র বসু বলেন, 'ব্যাংকের তরফে এটা খুব ভালো উদ্যোগ। অনেক জমিহীন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী গ্রুপ ইনসুরেন্সের আওতায় বিমার সুবিধা পাবেন। আমরা ব্যাংকের পাশে আছি।'

জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিলীপ সাহা মনে করেন, অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিজের জমিজায়গা ছাড়া ব্যবসা করেন। তাঁদের ক্ষতি হলে বিমা থেকে বঞ্চিত হন। সরকারি ক্ষতিপূরণও পান না। গ্রুপ ইনসুরেন্স থাকলে তাঁরা বিমার সুবিধা পাবেন।

২০১৫ সালের ৭ মে দিনবাজার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সরকারি আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হন।

কেন্দ্রকে তোপ পদ্ম-সাংসদ নগেনের

বাণেশ্বর, ১২ ফেব্রুয়ারি : বীর চিলারায়ের জন্মদিবসের অনুষ্ঠান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির সাংসদ নগেন রায়। তাঁর দাবি, পৃথক রাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিয়েছিল বিজেপি সরকার। অথচ এখন সেই দাবি পূরণ করা হচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। পরিস্থিতি এমনই যে, সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রের শীর্ষস্থানীয়রা নগেনের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে চান না বলে তাঁর অভিযোগ। ফলে এবার আর মুখে কথা নয়, যা করার করে দেখানো হবে বলে এদিন স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নগেন। তিনি বলেন, 'কোচবিহার একসময় রাজ্য ছিল। কেন্দ্র সরকারের কাছে কোচবিহার রাজ্যের দাবি জানানো হলে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করে দেবে। কিন্তু তারপর বিজেপির তিনবার সরকার তৈরি হলেও সেই দাবি মেটেনি। কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে দিচ্ছি আমাদের সঙ্গে এরকম করা ভয়ংকর। এবার আমাদের যা করার করে দেখাব।'

বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ হলেও নগেনের সঙ্গে জেলা বিজেপির দূরত্বের কথা কারও অজানা নয়। বিজেপি জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে কখনও নগেনকে বৈঠক করতে দেখা যায়নি। কোনওদিন বিজেপি জেলা পার্টি অফিসেও যাননি তিনি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এদিন নগেনের নেতৃত্বাধীন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বীর চিলারায়ের জন্মদিবসের অনুষ্ঠানে কোচবিহারের বিজেপির কোনও জনপ্রতিনিধিকে দেখা যায়নি। কিন্তু এবার আর শুধু জেলা বিজেপির উপরই নয়, সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নগেন। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রকাশ্যে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে আগামীতে নতুন করে জিসিপিএ যে আন্দোলনের পথে যেতে চাইছে সেই বার্তাই দিতে চাইছেন নগেন।

বুধবার কোচবিহার-২ ব্লকের সিদ্ধেশ্বরীতে বীর চিলারায়ের ৫১৫তম জন্মদিবস পালন করা হয়। যেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার নেতা নগেন বলেন, 'বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি শুরুর আগেই আমি নিজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সীমান্তের নানা সমস্যার কথা জানিয়েছি। কিন্তু তা কর্ণপাত করেননি তিনি। শুধুই রাজনীতি করা হচ্ছে। দেশের স্বার্থে এসব রাজনীতি আমরা মেনে নেব না। সীমান্তবর্তী এই কোচবিহারের অনেক গুরুত্ব রয়েছে।'

খয়রাতিতে

প্রথম পাতার পর

ক্ষমতায় এসে কেউ কেউ নানা ভাতা চালু করে, যার জন্য কাউকে খাটনি করতে হয় না। মাসের শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করে দেয় সরকার। এই 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' সংস্কৃতি সম্পর্কে সতর্ক করল আদালত। শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র। সেই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে বুধবার শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রীয় সরকার জানায়, দারিদ্র্য দূরীকরণ মিশনে শহুরে গৃহহীনদের আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করা হবে। শহুরে গরিবদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করা হবে। এই প্রেক্ষিতে বিচারপতি গাভাই মন্তব্য করেন, 'বিনামূল্যে বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে মানুষ আর কাজ করতে চাইছে না। তারা বিনামূল্যে র‍্যাশন পাচ্ছে। কাজ না করেই পেয়ে যাচ্ছে টাকা।'

ভোট-রাজনীতির 'খয়রাতি সংস্কৃতি' নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি গাভাই উলটে কেন্দ্রকে পরামর্শ দেন, 'শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের জন্য আপনারা যে ভাবছেন, সেটা খুব ভালো কথা। কিন্তু তাঁদের সমাজের মূলস্রোতের অঙ্গ করে তোলা, দেশের উন্নয়নে লাগানো কি আরও ভালো হবে না?' কতদিনের মধ্যে শহরে দারিদ্র্য দূরীকরণ রূপায়িত হবে, অ্যাটর্নি জেনারেলকে তা জানাতেও বলেন তিনি। ছ'সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে।

মোদি একসময় পাইয়ে দেওয়াকে রেউরি সংস্কৃতি বলে ব্যঙ্গ করতেন। কিন্তু এখন তাঁর দল খয়রাতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। হালে দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপির প্রতিশ্রুতি তার প্রমাণ।

গ্রামমুখী বাজেট

প্রথম পাতার পর

সচেতনভাবে তাই ২০২৬-এর আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেটকে গ্রামের জন্য জনমোহিনী করে তুলেছে মমতার সরকার।

শহরের উন্নয়নে বিরাট কিছু প্রস্তাব না থাকলেও সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়িয়ে মূলত শহুরে মধ্যবিত্তকে খুশি করার চেষ্টা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পরে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'আমরা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এক কিস্তি মহার্ঘ ভাতাও দিয়েছি।' চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে ৪ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা বাড়বে। এতে রাজ্য সরকারের কর্মীদের মহার্ঘ ভাতার হার বেড়ে হবে ১৮ শতাংশ। মহার্ঘ ভাতা নিয়ে মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। রাজ্য বাজেটের প্রস্তাবে সেই মামলাকে কিছু লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা হল বলে মনে করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো...সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও...' উচ্চারণ করে বাজেট ভাষণ শুরু করেন চন্দ্রিমা। ঘণ্টাখানেকের ভাষণের শেষ দিকে তিনি মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা করেন।

সেসময় শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা 'বেকারদের চাকরি চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে কয়েক মিনিট হট্টগোল করে ওয়াক-আউট করেন। আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী অবশ্য চুপ ছিলেন। চিৎকার সত্ত্বেও চন্দ্রিমা ভাষণ বন্ধ করেননি। বিরোধীদের ওয়াক-আউটের প্রায় ৫ মিনিট পর তাঁর ভাষণ শেষ হয় মুখ্যমন্ত্রীর লেখা কবিতা 'সকল বাধা ছিন্ন করে/ জাগবে যৌবন নতুন সুরে/ বুকের ভাঙা পাঁজর সরিয়ে/ বাংলা জাগবে বিশ্বের ভোরে' পাঠ করে।

রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি ক্রিম রংয়ের ওপর সবুজ কাঁথা স্টিচের শাড়ি পরে বাজেট পেশ করেন চন্দ্রিমা। তাঁর হাতের ফাইলটিও ছিল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে বেত দিয়ে তৈরি। তাঁর বাজেট পেশের আগেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস শাসকদলের বিধায়কদের বিরোধীদের প্ররোচনার ফাঁদে পা না দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে রেখেছিলেন। দীর্ঘদিন পর বাজেট পেশের সরাসরি সম্প্রচার হয়নি। তার কারণ সম্পর্কে বিধানসভার পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি।

রাষ্ট্রসংঘের কাঠগড়ায়

প্রথম পাতার পর

খান কামালের সভাপতিত্বে কোর কমিটির বৈঠকের পরদিন শেখ হাসিনা বিক্ষোভকারীদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রিপোর্টটিতে দাবি করা হয়েছে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'বিক্ষোভের নেতাদের, দাঙ্গাবাজদের ধরুন, হত্যা করুন এবং লাশ গুম করুন।' ওই দপ্তরের হাইকমিশনার ভোলকার টুর্ক জানিয়েছেন, প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দমনের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্বিচারে গ্রেপ্তারি, আটক এবং অত্যাচার হয়েছিল বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে। টুর্কের কথায়, 'জনগণের বিরোধিতার মুখেও ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চেয়ে পরিকল্পিত নৃশংস পদক্ষেপ করেছিল তৎকালীন সরকার।' রাষ্ট্রসংঘের তথ্যানুসন্ধানকারীরা ২৩০ জনেরও বেশি লোকের সাক্ষাৎকার, নির্যাতনের শিকার, কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে ১০৫ পাতার রিপোর্টটি তৈরি করেছেন।

ও মোর মাহুতবন্ধু

প্রথম পাতার পর

রবি নাকি চম্পাকলির কথা বোঝেন।

মাহুত হিসেবে কর্মজীবনের ৩১ বছরে একবার অসুস্থ হয়ে একটানা ১৫ দিন ছুটি নিয়েছিলেন রবি। আর নিজের বিয়ের জন্য নিয়েছিলেন তিনদিন ছুটি। ব্যাস। এর বাইরে আজ পর্যন্ত আর টানা ছুটি নেননি। কী করবেন? রবি যে উদ্বেগে ভোগেন, 'ও ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করল তো?'

রবির জীবনে চম্পাকলিকে মেনে নিয়েছেন বাড়ির লোকজনও। মেয়ে পারমিতাও বলছেন, 'চম্পাকলি আমার দিদির মতো। আমাদের পরিবারের একজন। ও অসুস্থ হলে আমাদের মুখে খাবার ওঠে না। বাবা অস্থির হয়ে ওঠে। সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত বাবা ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করে না।' গণেশপুজো, বিশ্বকর্মাপুজোর সময় চম্পাকলিকে নিজের হাতে সাজিয়ে দেয় পারমিতা। রবির মেয়েকেও চিনে গিয়েছে চম্পাকলি। তাই পারমিতা গায়ে হাত দিলে সে কিছুই বলে না।

চম্পাকলিকে নিজের হাতে স্নান করিয়ে, তেল মাখিয়ে দেন রবি। খাবারের দিকেও তাঁর কড়া নজর থাকে। বললেন, 'ওই তো আমার সংসার চালাচ্ছে। ও কষ্টে থাকলে তো আমাদেরও কষ্টে থাকতে হবে। সেইজন্য চম্পাকলিকে ছেড়ে আমি কোথাও যাই না।'

উত্তরের পুরসভাগুলির জন্য বরাদ্দ ৫২ কোটি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের ১৫টি পুরসভা ও শিলিগুড়ি পুরনিগমকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কাজ করার জন্য প্রথম কিস্তির ৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে টায়েড ও আনটায়েড ফান্ডে প্রথম কিস্তিতে এই অর্থ রাজ্য বাজেটের আগে বরাদ্দ করা হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আনটায়েড ফান্ডের টাকা রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, পথবাতি, ফুটপাথ নির্মাণ, ক্ষুদ্র সামগ্রী থেকে আসবাসপত্র কেনা, পুরোনো বিল মেটানো ও জলপ্রকল্পের কাজে ব্যবহার করতে পারবে পুরসভাগুলি। টায়েড ফান্ডের টাকা স্যানিটেশন প্রকল্প, স্বচ্ছ প্রকল্পে শৌচাগার তৈরি এবং পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের মতো নির্দিষ্ট খাতে কাজে লাগানো যাবে।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের মধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগম সবচেয়ে বেশি ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পেয়েছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভাকে ২ কোটি

লক্ষ্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন

৬৬ লক্ষ টাকা, বালুরঘাটকে সাড়ে ৪ কোটি টাকা, ডালখোলাকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, দার্জিলিংকে ৪ কোটি টাকা, ইংলিশবাজারকে সাড়ে ৬ কোটি টাকা, গঙ্গারামপুরকে আড়াই কোটি টাকা, হলদিবাড়িকে ৬৫ লক্ষ টাকা, ইসলামপুরকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, কালিয়াগঞ্জকে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, কোচবিহারকে ২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা, মালবাজারকে ১ কোটি টাকা, মাথাভাঙ্গাকে ৮৬ লক্ষ টাকা, মেখলিগঞ্জকে ৫৭ লক্ষ টাকা, ময়নাগুড়িকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা এবং ফালাকাটাকে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা প্রথম কিস্তি হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে।

ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় ও মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি জানান, অনেক কাজের প্রস্তাব রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়েছিল। অর্থবরাদ্দ হওয়াতে এখন সেই পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, যে সমস্ত পুরসভাকে অর্থবরাদ্দ করা হয়নি তারাও টাকা পাবে। কয়েকটি পুরসভাকে কয়েকদিন আগেই এই তহবিল থেকে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছিল।

চাহিদায় পড়ল না আলো

প্রথম পাতার পর

দীর্ঘদিন ধরে যে দানখয়রাতির অর্থনীতি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেটা বেশ ভালোই অনুভব করেছেন তিনি।'

তাঁদের কৃষিপ্রকল্পের আওতায় এনে সেচ সহ নানা সুবিধা দানের জন্য দীর্ঘদিন থেকেই দাবি তুলছিলেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা। সেই দাবি না মেটায় হতাশা চেপে রাখেননি ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। তাঁর কথা, 'এবার বাজেটে শুধুমাত্র কাঁচা পাতার ওপর থাকা সেস মকুব করা হয়েছে আগামী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত। সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। কিন্তু লিখিতভাবে যে দাবিগুলো করেছিলাম সেগুলি পূরণ না হওয়ায় আমরা হতাশ।' বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের কটাক্ষ, 'পরিকাঠামো থেকে কর্মসংস্থান, সর্বত্রই ঝুলি শূন্য। পুরনিগম, পুরসভা, নদীবাঁধ থেকে পর্যটন, ক্রীড়া, গ্রাম উন্নয়ন-উত্তরবঙ্গের জন্য কিছুই নেই রাজ্য বাজেটে।' উত্তরের জেলায় জেলায় শিল্পের জন্য জমি চিহ্নিত হলেও বহু জায়গাতেই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ আজও বিশবাঁও জলে। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল। তাঁর বক্তব্য, 'আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর সহ বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রগুলি পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। বিনিয়োগকারীরা মুখ ফেরাচ্ছেন। সেসবের জন্য বাজেটে কোনও কথা বলা হল না। আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছি। উত্তরের শিল্পের উন্নয়নে অনেক কথা বলা হলেও বাজেটে তার নামমাত্র প্রতিফলন নেই।'

করোনার পর কার্যত মৃত শহরে পরিণত হয়েছে আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ। জয়গাঁর উন্নয়নে রাজ্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ হবে বলে আশাবাদী ছিলেন অনেকেই। সে আশাও পূরণ হয়নি। আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে'র কথা, 'রাজ্য বাজেটে জেলাভিত্তিক বরাদ্দ থাকাটা জরুরি ছিল। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির জন্য প্রচুর অর্থবরাদ্দ হলেও আলিপুরদুয়ারের শিল্পকাঠামো, মেডিকেল কলেজ, দ্বিতীয় কালজানি সেতু সহ নানা প্রত্যাশা পূরণ হল না।'

বছরের পর বছর ধরে উত্তরবঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের একটি স্টেডিয়াম তৈরির দাবি উঠেছে। রাজ্য বাজেটে তা নিয়ে কোনও ঘোষণা না হওয়ায় হতাশ ক্রীড়াপ্রেমীরাও। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মার বক্তব্য, 'আমাদের একটা আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট মাঠের ভীষণ দরকার। শিলিগুড়ির চাঁদমণির মাঠেই আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম করা যেতে পারে। কেন্দ্র-রাজ্য যৌথভাবে সেই কাজ করলে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের মানুষ উপকৃত হবেন।'

নার্সিংহোমে 'অচল'

প্রথম পাতার পর

আর তাতে বিপাকে পড়েছেন রোগীরা। যে কোনও রোগী সরকারের স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড নিয়ে নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে গেলে সকলকেই ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে নার্সিংহোমগুলোর বিরুদ্ধে। একই অভিযোগ প্রশাসনের কাছেও গিয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা শাসক (স্বাস্থ্য বিষয়ক) শান্তিরাম গড়াই সেকথা মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অভিযোগ আমাদের কাছেও রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে এই বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য সরকার তৈরি করেছে। এই কার্ডে বহু মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য নার্সিংহোমগুলোর এই কার্ড নেওয়া বাধ্যতামূলক। তারা কেন এই কার্ড নিচ্ছে না, তা খতিয়ে দেখা হবে।'

নার্সিংহোমগুলোর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ না করার অভিযোগটি সামনে আসে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ডায়ালিসিসের মেশিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকার পর। হাসপাতালের ডায়ালিসিস মেশিন বিকল থাকায় বেশ কয়েকজন রোগীর আত্মীয়পরিজন স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড নিয়ে নার্সিংহোমের দ্বারস্থ হন রোগীর ডায়ালিসিস করানোর জন্য। তখন তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

আলিপুরদুয়ার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'কোনও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। এই বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

আগেও শহরের নার্সিংহোমগুলোর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ না করার অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কানে পৌঁছাতেই নার্সিংহোমগুলোর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর কয়েকদিন সব ঠিকঠাক চললেও ফের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে শহরের নার্সিংহোমগুলো। এমনটাই অভিযোগ।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর রাজ্য সহ সভাপতি সৌম্যজিৎ দত্ত বলেন, 'নার্সিংহোমগুলোর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেওয়া বাধ্যতামূলক। এব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ রয়েছে। সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য এই প্রকল্প। এই বিষয়ে প্রশাসনের উচিত পদক্ষেপ করা।'

শারদোৎসবের প্রস্তুতি

প্রথম পাতার পর

৪ কিলোমিটার রাস্তা শোভাযাত্রা হয়েছে। সেখানে কলকাতা থেকে আসা নৃত্যদল দুর্গাপুজো থিমের ওপর রাস্তাতেই নৃত্য পরিবেশন করেছে। আবার আরেকদল লোকনৃত্য পরিবেশন করেছে। সেই সঙ্গে ২১টি ঢাকও ছিল। ওই ক্লাবের কর্মকর্তা সহ আদর্শ যোগ সেন্টারের যোগ প্রশিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, এদিন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে পতাকা উত্তোলন, যোগ প্রদর্শনী, রক্তদান শিবিরের আয়োজনও করা হয়।

আলিপুরদুয়ার শহরে দশটিরও বেশি ক্লাব বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন করে। শহরবাসীর নজর থাকে তাদের ওপর। তার মধ্যে মাঘেই দুর্গাপুজো নিয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন করে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ক্লাবগুলিকে খানিকটা হলেও কিন্তু ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে যুব সংঘ। মুখে না বললেও পরোক্ষে সেকথা মানছেন সকলেই।

শহরের নজরকাড়া পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় এদিন বললেন, 'ভেতরে ভেতরে আমাদেরও দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। এবারও বড় করে পুজো হবে। সময় মতো প্রকাশ করব সবকিছু।' আরেক পুজো উদ্যোক্তা মিলন সংঘ ক্লাবের সম্পাদক মৃণাল ঘোষও বলছেন, 'আমাদেরও দুর্গাপুজো নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। আমাদেরও এবার নানা চমক থাকছে।'

যশস্বীর জায়গায় বরুণ, অবাক প্রাক্তনরা

ফিট বুমরাহকে নিয়েও 'ঝুঁকি' নেননি গম্ভীররা!

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাহর জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। ১ শতাংশ সম্ভাবনা থাকলেও বুমরাহ-অস্ত্র হাতছাড়া করা হবে না। গত কয়েকদিন ধরে এমনই পূর্বাভাস মিললেও আদপে ঠিক উলটো পথেই হাঁটলেন গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকাররা।

সূত্রের খবর, ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (এনসিএ) রিপোর্টে ফিট ঘোষণার পরও বুমরাহকে নিয়ে নাকি ঝুঁকি নিতে চাননি গম্ভীররা! মেডিকেল গ্রাউন্ডে পরে পরিবর্তনের সুযোগ থাকলেও অপেক্ষায় রাজি হননি ভারতীয় টিম ম্যানেজেন্ট, নির্বাচক কমিটি!

বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং ট্রেনার রজনীকান্ত এবং ফিজিও তুলসীর তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন বুমরাহ। ফিট সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়। এনসিএ প্রধান নীতিন প্যাটেল রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে। যেখানে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া বুমরাহ রিহ্যাব প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছে। স্ক্যান রিপোর্ট ঠিক আছে। বুমরাহর সমস্যা নেই।

বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক আবার দাবি করেছেন, রিপোর্টে বোলিং করার মতো ফিট কিনা বুমরাহ, তা পরিষ্কার করা হয়নি। এনসিএ বিষয়টি নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর ছেড়ে দেয়। কিন্তু অজিত আগরকাররা নিজেদের কাঁধে বন্দুক নিতে রাজি নয়। টিম ম্যানেজমেন্টও।

২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের জন্য বুমরাহকে একইভাবে ফিট ঘোষণা করে এনসিএ। কিন্তু সিরিজে ফের চোট, যার জেরে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যান। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে এনসিএ, নির্বাচকরা। ফের মুখ পোড়ানোর আশঙ্কা এড়াতে বুমরাহকে বাইরে রেখে হর্ষিত রানাকে দলে নেওয়া। সেক্ষেত্রে একেবারে আইপিএলেই মাঠে ফিরবেন বুমরাহ।

এদিকে, পরিবর্ত দল নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল নির্বাচকদের। যদিও রাতারাতি ১৮০ ডিগ্রি মত পরিবর্তন। পঞ্চম স্পিনার হিসেবে বরুণ চক্রবর্তীকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যাকআপ ওপেনার যশস্বীর ওপর কোপ। সিদ্ধান্তে অবাক আকাশ চোপড়া, সুরেশ রায়না, সঞ্জয় বাঙ্গাররা।

প্রাক্তনদের যুক্তি, ১৫ জনের দলে ৫ স্পিনার যুক্তিহীন। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক দলে থাকা কোনও স্পিনারের (পড়ুন ওয়াশিংটন সুন্দর) জায়গাতেই বরুণকে নেওয়া যেত। কারণ পাঁচজন স্পিনার রাখা হলেও সবাইকে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। অথচ, ওপেনারদ্বয়ের মধ্যে কেউ হঠাৎ করে সমস্যায় পড়লে ব্যাকআপ নেই যশস্বীর অনুপস্থিতিতে।

বুমরাহ পরিবর্তে হর্ষিতের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ফের গৌতম গম্ভীরের দিকে আঙুল উঠছে। সঞ্জয় বাঙ্গারদের মতে, মহম্মদ সিরাজের মতো অভিজ্ঞ একজনকে দরকার ছিল। মহম্মদ সামি ছন্দে না থাকলে, এই পেস ব্রিগেড কিন্তু সমস্যায় পড়বে। গত এক বছরে ওডিআই ফর্ম্যাটে সিরাজ যথেষ্ট ধারাবাহিকও। যে সিদ্ধান্তের মধ্যে ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া প্রাধান্য পেয়েছে, ক্রিকেটীয় যুক্তি নয়।

চলতি সিরিজেই ওডিআই অভিষেক ঘটেছে হর্ষিতের। নতুন বলে সাদামাটা দেখিয়েছে তিন ম্যাচেই। দ্বিতীয় স্পেলে কিছুটা সামাল দিলেও মেগা ইভেন্টের চ্যালেঞ্জ আদৌ কতটা সামলাতে সক্ষম হবেন অনভিজ্ঞ হর্ষিত বলা কঠিন। একরাশ সংশয়, অনিশ্চয়তা সঙ্গী করেই মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পা রাখতে চলেছে ভারতীয় দল।

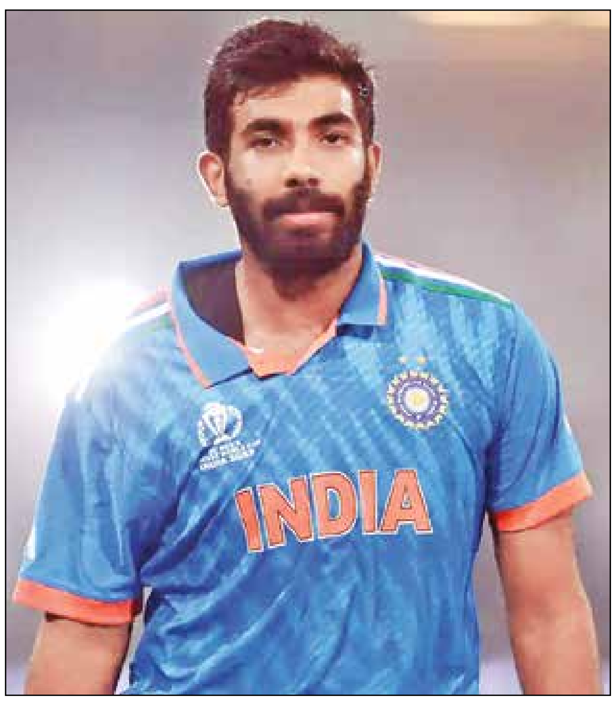

বুমরাহর অনুপস্থিতিতে কমজোরি দেখাচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার পেস অ্যাটাককে।

রিয়াল মাদ্রিদকে সমতায় ফেরানোর পর ব্রাহিম দিয়াজ। আনন্দে তাঁর পিঠে উঠে পড়লেন জুড়ে বেলিংহাম।

প্রি-কোয়ার্টারের পথে রিয়াল

ম্লান হাল্যান্ডের জোড়া গোল

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ ফেব্রুয়ারি : শেষ লগ্নে জুডে বেলিংহামের লক্ষ্যভেদে রিয়াল মাদ্রিদের জয়। ম্লান হয়ে গেল আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের জোড়া গোল।

ম্যাচ শুরুর আগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি সমর্থকরা বিশাল এক টিফো নামান ইতিহাদের গ্যালারিতে।

> জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। আমরা সুবিধাজনক জায়গায় আছি ঠিকই। তবে আমাদের একইরকম মানসিকতা নিয়ে নামতে হবে।
> -কার্লো আন্সেলোত্তি

ছবিতে রড্রি ব্যালন ডি'অর হাতে। পাশে লেখা, 'এবার কান্না থামাও।' টিফোটা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে কটাক্ষ করেই। ভিনি নিজে গোল পেলেন না, তবে তাঁর সতীর্থরা বোধহয় দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে সেই কটাক্ষেরই জবাব দিলেন। রিয়াল ম্যাচ জিতল ৩-২ গোলে।

সিটির বিরুদ্ধে এবার সহজেই জিতবে রিয়াল। পেপ গুয়ার্দিওলার দলের যা পরিস্থিতি তাতে এটাই অনুমেয় ছিল। তবে আরেকটু হলে সব হিসাব বদলে দিতে বসেছিল ম্যান সিটি। ম্যাচের ১৯ মিনিটেই রিয়ালের রক্ষণ ভেঙে সিটিকে এগিয়ে দেন হাল্যান্ড। প্রথমার্ধের বাকি সময়ও দাপট ছিল সিটিজেনদেরই। তবে দ্বিতীয়ার্ধে পালটা আক্রমণে ঝড় তোলে রিয়াল মাদ্রিদ। শুরুতেই ভিনিসিয়াসের শট পোস্টে প্রতিহত হয়। ৬০ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে গোল শোধ করেন কিলিয়ান এমবাপে। তবে ম্যাচ শেষ হওয়ার মিনিট দশেক আগে পেনাল্টি থেকে গোল করে ফের সিটিকে এগিয়ে দেন হাল্যান্ড। এতিহাদ স্টেডিয়াম তখন সিটি সমর্থকদের গর্জনে উত্তাল। তবে ৮৬ মিনিটে গোল করে খেলার গতিপথ আবারও বদলে দেন ব্রাহিম দিয়াজ। এরপর সংযুক্তি সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে বেলিংহামের গোল জয় এনে দিল রিয়ালকে। যদিও সিটি গোলরক্ষক এডারসন দুর্দান্ত কিছু সেভ না করলে আরও আগেই জয় নিশ্চিত করতে পারত কার্লো আন্সেলোত্তির দল।

ব্যবধানটা যেহেতু মাত্র এক গোলের, তাই দ্বিতীয় লেগে নামার আগেই দলকে সতর্ক করলেন রিয়াল কোচ। আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। আমরা সুবিধাজনক জায়গায় আছি ঠিকই। তবে আমাদের একইরকম মানসিকতা নিয়ে নামতে হবে।' এদিকে দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে ম্যান সিটির সামনেও। তবে ম্যাচটা রিয়ালের ঘরের মাঠে। সেক্ষেত্রে কাজটা যে সহজ নয় তা খুব ভালোভাবেই জানেন গুয়ার্দিওলা।

একনজরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফলাফল

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-৩ রিয়াল মাদ্রিদ

ব্রেস্ট ০-৩ প্যারিস সাঁ জাঁ

স্পোর্টিং লিসবন ০-৩ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড

জুভেন্তাস ২-১ পিএসভি আইন্দহোভেন

কামিন্স, হ্যাজেলউডের পর এবার নেই স্টার্কও

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে বড় ধাক্কা অজিদের

সিডনি, ১২ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগেই একের পর এক ধাক্কা অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডের পর এবার 'আউট' মিচেল স্টার্কও। চোটের জন্য আগেই সরে গিয়েছিলেন মিচেল মার্শ। হঠাৎ অবসর নেন পেস-অলরাউন্ডার মার্কাস স্টোয়িনিসও। চিন্তা বাড়িয়ে স্টার্ককেও আইসিসি মেগা ইভেন্টে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গল টেস্টে কিছুটা শারীরিক অস্বস্তির মধ্যে পড়তে দেখা গিয়েছিল মিচেল স্টার্ককে। তবে সরে দাঁড়ানোর কারণ ফিটনেস নাকি ব্যক্তিগত, তা পরিষ্কার নয়। অজি নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি জানিয়েছেন, 'মিচ বরাবরই জাতীয় দলের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। চোট নিয়েও দলের স্বার্থে খেলেছে। ওর এই পদক্ষেপকে সম্মানও জানাচ্ছি আমরা। তবে মিচকে না পাওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাবনায় আমাদের জন্য বড় ধাক্কা।'

কামিন্স, মার্শের (অধিনায়ক, সহ অধিনায়ক) অনুপস্থিতিতে প্রত্যাশামাফিক মেগা আসরে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভেন স্মিথ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ী দলেরও অধিনায়ক ছিলেন স্মিথ। এবার আইসিসি টুর্নামেন্টে গুরুভার। বদলে যাওয়া দল নিয়ে ভাগ্য বদলানোর চ্যালেঞ্জ।

একঝাঁক তারকা না থাকলেও জর্জ বেইলি আত্মবিশ্বাসী। জানান, চোটআঘাতের ধাক্কায় গত এক মাসে বারবার দলে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। স্টোয়িনিসও অবসর নিয়েছেন। এবার স্টার্কের শূন্যস্থান পূরণের চ্যালেঞ্জ। তবে তিনি আশাবাদী, বাকিরা দায়িত্বটা সামলে নিতে সক্ষম হবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুটি ওডিআই ম্যাচ খেলবে। যেখানে বিকল্প ভাবনাগুলি দেখে নেওয়ার সুযোগ পাবে স্মিথ ব্রিগেড। অস্ট্রেলিয়া আইসিসি টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২২ ফেব্রুয়ারি। দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে যথাক্রমে ২৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি।

অন্যদিকে, স্পিনার ম্যাথু কুহনেম্যানকে নিয়েও প্রবল অস্বস্তিতে অস্ট্রেলিয়া। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গল টেস্টে অবৈধ অ্যাকশনের অভিযোগ উঠেছে। দুই ম্যাচের সিরিজে কুহনেম্যান ১৬টি উইকেট নেন। কিন্তু সেই সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে বোলিং অ্যাকশন। যতদিন না অভিযোগ মুক্ত হচ্ছেন, ততদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাত ঘোরাতে পারবেন না। তবে ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা থাকছে না।

এদিকে, অবসরের সময় নিয়ে স্টোয়িনিসকে তোপ অ্যারন ফিঞ্চের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক দলে নাম থাকার পরও অবসর নেন স্টোয়িনিস। ফিঞ্চের মতে, গত ২-৩ বছরে টি২০ ফর্ম্যাটকে গুরুত্ব দিয়েছে স্টোয়িনিস। আইপিএল সহ গোটা বিশ্বে ঘরোয়া লিগে খেলে থাকে। তবে ওডিআই ফর্ম্যাট থেকে অবসরের ভাবনা আগেই নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে পরিষ্কার করা উচিত ছিল। তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরিকল্পনা রূপায়ণে সুবিধা হত।

প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক।

মহাকুম্ভে স্নানের মাঝে অনিল কুম্বলে। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করলেন এই ছবি।

আঙুলে সফল অস্ত্রোপচার সঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টি২০ ম্যাচে আঙুলে চোট পেয়েছিলেন। চোট এতটাই গুরুতর ছিল যে, আঙুলে অস্ত্রোপচার করতে হল সঞ্জু স্যামসনের। আজ তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। জানা গিয়েছে, আপাতত কয়েকদিন ক্রিকেট মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। তবে আইপিএলের আগেই তিনি পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন। রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক হিসেবে সঞ্জু আইপিএলের শুরু থেকেই খেলবেন বলে মনে করা হচ্ছে। আঙুলের এই চোটের কারণে কেরালার হয়ে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালও খেলা হয়নি তাঁর। তবে আগামী এক মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে আইপিএলে সঞ্জু প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দূত ধাওয়ান

দুবাই, ১২ ফেব্রুয়ারি : অপেক্ষা আর সাতদিনের। তারপরই ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে প্রতিযোগিতার দূত হিসেবে ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ধাওয়ান ছাড়াও আইসিসি-র দূত হওয়ার সম্মান পেয়েছেন পাকিস্তানের সরফরাজ খান, নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি ও অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়াটসন। প্রতিযোগিতার সময় তাঁরা ক্রিকেট ও বিভিন্ন দেশের পারফরমেন্স নিয়েও আইসিসি-র ওয়েবসাইটে কলাম লিখবেন বলে জানা গিয়েছে।

> আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সঙ্গে। ক্রিকেটার হিসেবে দুর্দান্ত সব ম্যাচ খেলেছি একসময়। এবারও দারুণ একটা প্রতিযোগিতার অপেক্ষায় রয়েছি আমি।
>
> **শিখর ধাওয়ান**

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দূত হওয়ার দায়িত্ব পাওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনার ধাওয়ান বলেছেন, 'আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো প্রতিযোগিতার দূত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। দুর্দান্ত একটা প্রতিযোগিতার অপেক্ষায় রয়েছি।' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে ধাওয়ান অত্যন্ত সফল একজন ব্যাটার। তাঁর মোট রান ৭০১। এমন প্রতিযোগিতার আসরে দূত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আবেগে ভেসে ধাওয়ান আজ বলেছেন, 'আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সঙ্গে। ক্রিকেটার হিসেবে দুর্দান্ত সব ম্যাচ খেলেছি একসময়। এবারও দারুণ একটা প্রতিযোগিতার অপেক্ষায় রয়েছি আমি।'

INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএল ট্রফি টুর

তারিখ	স্থান
১৪ ফেব্রুয়ারি	গুয়াহাটি (সিটি সেন্টার মল)
১৬ ফেব্রুয়ারি	ভুবনেশ্বর (নেক্সাস এসপ্ল্যানেড মল)
২১ ফেব্রুয়ারি	জামশেদপুর (পি অ্যান্ড এম হাই টেক মল)
২৩ ফেব্রুয়ারি	রাঁচি (জেডি হাই স্ট্রিট মল)
২৮ ফেব্রুয়ারি	গ্যাংটক (ওয়েস্ট পয়েন্ট মল)
২ মার্চ	শিলিগুড়ি (সিটি সেন্টার মল)
৭ মার্চ	পাটনা (সিটি সেন্টার মল)
৯ মার্চ	দুর্গাপুর (জংশন মল)
১২ মার্চ	কলকাতা (সিটি সেন্টার মল)
১৬ মার্চ	কলকাতা (সাউথ সিটি মল)

২ মার্চ শিলিগুড়িতে আইপিএল ট্রফি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : অপেক্ষার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী ২১ মার্চ শুরু হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএল। প্রথম ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সেই। তার আগে শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দল কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নিয়ে ক্রিকেট মহলে এবার আগ্রহ আরও বেশি। এখন থেকেই আইপিএল টিকিটের খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ক্রমশ বাড়তে থাকা উন্মাদনাকে আরও উসকে দিয়ে আজ কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে সরকারিভাবে আইপিএল ট্রফি টুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, পূর্ব ভারতের মোট নয়টি শহরে ঘুরবে শেষবার শ্রেয়স আইয়ারদের জেতা আইপিএল ট্রফি। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি দিয়ে শুরু হবে কেকেআরের আইপিএল ট্রফির সফর। শেষ হবে ১৬ মার্চ দক্ষিণ কলকাতার সাউথ সিটি মলে। তার মধ্যে রাঁচি, গ্যাংটক, জামশেদপুরের মতো শহরের পাশে শিলিগুড়িতেও হাজির হচ্ছে নাইটদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্মৃতি। কেকেআরের তরফে আজ জানানো হয়েছে, আগামী ২ মার্চ শিলিগুড়ির সিটি সেন্টার মলে আইপিএল ট্রফির প্রদর্শনী হবে। কলকাতা সহ পূর্ব ভারতের নানা শহরের ক্রিকেটপ্রেমীদের আরও কাছে পাওয়ার লক্ষ্যেই নাইটদের এই ট্রফি প্রদর্শনীর সফর। জানা গিয়েছে, ক্রিকেটপ্রেমীরা তাঁদের শহরের নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয়ে আইপিএল ট্রফির সঙ্গে সেলফিও তুলতে পারবেন। কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর আজ এব্যাপারে জানিয়েছেন, 'সমর্থকদের সঙ্গে একাত্মতা বাড়ানোর পাশে পূর্ব ভারতে আমাদের ক্রিকেটপ্রেমীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যই এই ট্রফির সফর।' উল্লেখ্য, শেষ মরশুমে কেকেআর আইপিএল খেতাব জেতার পর অতীতের মতো কলকাতায় কোনও উৎসব হয়নি। তাই এবার খেতাব ধরে রাখার অভিযানে আন্দ্রে রাসেলরা নামার আগেই তাঁদের ট্রফি পূর্ব ভারতের নয়টি শহরে সমর্থকদের দরবারে হাজির হচ্ছে।

শতরানের পর শ্রীলঙ্কার চরিথ আসালাঙ্কা। বুধবার কলম্বোয়।

আসালাঙ্কার শতরানে অজি-বধ শ্রীলঙ্কার

কলম্বো, ১২ ফেব্রুয়ারি : তিনদিন আগেই শ্রীলঙ্কাকে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিতে ধাক্কা খেল অজিরা। বুধবার প্রথম একদিনের ম্যাচে ৪৯ রানে অজিদের হারাল শ্রীলঙ্কা। সৌজন্যে চাপের মুখে অধিনায়ক চরিথ আসালাঙ্কার শতরান। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে একসময় শ্রীলঙ্কার স্কোর ছিল ১৩৮/৮। সেখান থেকে দলের হাল ধরেন আসালাঙ্কা। প্রথমে ষষ্ঠ উইকেটে দুনিথ ওয়েল্লালাগে (৩০) ও আসালাঙ্কা (১২৭) ৬৭ রান করেন। পরে নবম উইকেটে এষান মালিঙ্গাকে (১) সঙ্গে নিয়ে আসালাঙ্কা স্কোরবোর্ডে ৭৯ রান জোড়েন। যার সুবাদে ২১৪ রানে অল আউট হয় শ্রীলঙ্কা। রান তাড়ায় নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে অজিরা। ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলহীন অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডারে শুরুতেই ধসে নামে। ৩১ রানে তারা ৪ উইকেট হারায়। রান পাননি অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ (১২), মার্নাস লাবুশেনও (১৫)। মহেশ থিকসানা ৪০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন আসিথা ফার্নান্ডো (২৩/২) এবং ওয়েল্লালাগে (৩৩/২)। যার ফলে অজিরা গুটিয়ে যায় ১৬৫ রানে।

চোট সারিয়ে কোর্টে ফিরছেন জকোভিচ

বেলগ্রেড, ১২ ফেব্রুয়ারি : চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে ভেরেভকে ওয়াকওভার দিয়েছিলেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তবে চলতি মাসেই টেনিস কোর্টে ফিরতে চলেছেন তিনি। আসন্ন কাতার ওপেনকেই পাখির চোখ করছেন ২৫টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নোভাক বলেছেন, 'আমি প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছি। মেডিকেল টিমের পক্ষ থেকেও কোর্টে ফেরার বিষয়ে আমাকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। দোঁহাতে সাতদিনের মধ্যে কাতার ওপেন শুরু হচ্ছে। সেইলক্ষ্যে তৈরি হচ্ছি।'

কাতার ওপেন জিততে পারলে কেরিয়ারের ১০০তম এটিপি খেতাব জিতবেন তিনি। এর আগে এই কৃতিত্ব রয়েছে রজার ফেডেরার ও জেমি কোনর্সের। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'গত অক্টোবর মাস থেকে ১০০তম এটিপি খেতাব জয়ের লক্ষ্য দৌড়াচ্ছি। দেখা যাক, কত দ্রুত এই খেতাব আমার ঝুলিতে আসে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ আমি দ্রুত চোট সারিয়ে উঠেছি। আমার বিগত ১৫ বছরের কেরিয়ারে এত চোট কখনও পায়নি। তবে এটা বয়সের কারণে হতে পারে। তবে এখন আমার শরীর যথেষ্ট সুস্থ রয়েছে।'

স্ত্রীর সঙ্গে খোশমেজাজে নোভাক জকোভিচ।

শুভেচ্ছা

Tania & Prakash, (সংহতি মোড়) : নবদাম্পত্য জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠুক। শুভ কামনায় "মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট" - (Veg / N/Veg) রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

রানে ফিরলেন বিরাট, জেতালেন শুভমান

স্বস্তি বাড়ালেন অর্শদীপ-কুলদীপরা

ভারত-৩৫৬ ইংল্যান্ড-২১৪

আহমেদাবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি : 'ডোনেট অরগ্যানস, সেভ লাইভস'।

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মহৎ উদ্যোগ। মৃত্যুর পর অঙ্গদান নিয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে বিসিসিআইয়ের যে উদ্যোগে শামিল দুই দলও। সিরিজের শেষ ম্যাচ শুরুর আগে যে বার্তা দিলেন দুই অধিনায়ক রোহিত শর্মা, জস বাটলার।

সবুজ আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামল ইংল্যান্ড, ভারত। বিরাট কোহলি, শুভমান গিলরা ভিডিও বার্তায় মৃত্যুর পর অঙ্গদানে অন্যকে জীবনযুদ্ধে ছক্কা, সেঞ্চুরি হাঁকানোর সুযোগ করে দেওয়ার আবেদনও রাখলেন।

বাইশ গজের দ্বৈরথে অবশ্য আক্ষরিক অর্থেই 'ছক্কা' হাঁকালেন শুভমান। আইপিএলের সুবাদে নিজের দ্বিতীয় হোম নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। প্রিয় মাঠে শুভমানের ব্যাট থেকে বেরোল আরও একটা ক্লাসিক শতরানের ইনিংস। যার সুবাদে গড়লেন প্রথম ভারতীয় হিসেবে একই মাঠে তিন ফর্ম্যাটে সেঞ্চুরির নজির।

পঞ্চাশতম ওডিআইয়ের মঞ্চ সাজালেন ১১২ রানের দুরন্ত ইনিংসে। স্বস্তি বিরাট কোহলির (৫২) মিদাস-টাচে ফেরার ইঙ্গিতেও। আবারও চওড়া শ্রেয়স আইয়ারের (৭৮) ব্যাট। শুভমানদের তৈরি মঞ্চে দাপট দেখালেন অর্শদীপ সিং (৩৩/২), হর্ষিত রানা, হার্দিক পান্ডিয়ারাও (৩৮/২)। নিটফল, ভারতের ৩৫৬-এর রান পাহাড়ের চাপে ৩৫তম ওভারেই ২১৪ রানে অসহায় আত্মসমর্পণ ইংল্যান্ডের। হোয়াইটওয়াশ, এদিনের ১৪২ রানের বিশাল জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পারদ চড়িয়ে নিল রোহিত ব্রিগেড।

বেন ডাকেট-ফিল সল্টরা শুরুটা অবশ্য আক্রমণাত্মক মেজাজে করেছিলেন। কিন্তু সিরিজে প্রথমবার খেলতে নামা অর্শদীপের বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংয়ের শিকার দুইজনই। নাকল বলে ডাকেটের (৩২) ঝড় থামানোর পর সল্ট শিকার (২৩)। টম ব্যান্টন (৩৮), জো রুটের (২৪) প্রচেষ্টা থামে কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলদের স্পিনে।

প্রথম স্পেলের ব্যর্থতা কাটিয়ে এদিনও মাঝের ওভারে জ্বলে ওঠা হর্ষিত (৩১/২) বাটলার (৬), হ্যারি ব্রুককে (১৯) সাজঘরের রাস্তা দেখিয়ে বড় জয় নিশ্চিত করে দেন। যেখান থেকে অঘটন ঘটানোর সুযোগ পায়নি ইংল্যান্ড।

ভারতীয় দলে এদিন তিনটি পরিবর্তন। মহম্মদ সামি, রবীন্দ্র জাদেজাকে বিশ্রাম। হালকা চোট বরুণ চক্রবর্তীর। অথচ, জায়গা হয়নি ঋষভ পন্থের! দলে অর্শদীপ, কুলদীপ, ওয়াশিংটন সুন্দর।

ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে রোহিত (১) আউট। গত ম্যাচে দাপুটে শতরান। আজ ১৩ রান দরকার ছিল ১১ হাজারের মাইলস্টোনের জন্য। যদিও মার্ক উডের পারফেক্ট ডেলিভারি রোহিতের সেই সম্ভাবনায় জল ঢালে।

ক্রিজে নেমে প্রথম দিকে কিছুটা নড়বড়ে বিরাট। একাধিকবার অফস্টাম্পের বাইরের বলে কানা ছুঁতে ছুঁতে বেঁচে যান। তবে যত সময় এগিয়েছে, বিরাটকে চেনা ছন্দে পাওয়া যাচ্ছিল। ট্রেডমার্ক শটগুলির দেখা মিলছিল। উইকেট সহজ হলেও যে শট পারদ চড়াচ্ছিল গ্যালারির।

শুভমান উলটো দিকে 'রোলস রয়েসের' গতিতে ইনিংসের গাড়ি ছোটালেন। বিরাটের আউটে জুটি যখন ভাঙে ৬/১ থেকে ভারতের স্কোর ১২২/২। আদিল রশিদের (১১ বার বিরাটকে আউট করলেন) বাড়তি টার্নে ঠকে দিয়ে ব্যাটের কানা লাগিয়ে বসেন। শতরান না এলেও দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে এদিনের হাফ সেঞ্চুরি রসদ জোগাবে বিরাটকে (৫৫ বলে ৫২)।

চলতি সিরিজে আরও একটা দারুণ ইনিংস উপহার দিলেন শ্রেয়স। বিরাট সুস্থ থাকলে প্রথম ম্যাচে খেলার সুযোগই পেতেন না। যার সদ্ব্যবহারে দৌড়োচ্ছেন মুম্বই ব্যাটার। শ্রেয়সকে নিয়ে ১০৪ রানের জুটিতে ইংল্যান্ডের ম্যাচে ফেরার রাস্তা আটকে দেন শুভমান (১১২)। শেষপর্যন্ত আদিল রশিদকে (৬৪/৪) আড়া চালাতে গিয়ে বলের লাইন মিস করে বোল্ড ম্যাচের নায়ক।

যখন মনে হচ্ছিল শুভমানের পর শ্রেয়স আইয়ারও (৭৮) শতরান পেতে চলেছেন, তখনই আউট। ঘাতক সেই রশিদ। ভারতীয় থিংকট্যাংককে স্বস্তি দিয়ে লম্বা সময় ক্রিজে কাটালেন লোকেশ রাহুলও। গত দুই ম্যাচে রান পাননি। ঋষভকে বসিয়ে লোকেশকে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলানো নিয়ে সমালোচনাও চলছে। কিছুটা চাপ কমালেন চল্লিশ রানের ইনিংসে।

হার্দিক পান্ডিয়া (১৭), অক্ষর প্যাটেলরা (১৩) কিছুটা লম্বা ইনিংস খেললে স্কোর ৩৫৬-র চেয়ে আরও ২০-২৫ রান বেশি হত। যদিও ভারতীয় স্পিন-পেসের ককটেলে হাঁসফাঁস ইংল্যান্ড কোনওক্রমে দুশো পার করেই রণে ভঙ্গ দেয়। বড় জয়, ৩-০ সিরিজ দখল। সবকিছু ছাপিয়ে দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে স্বস্তির ঢেকুর, আত্মবিশ্বাসের পারদ কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া।

৩ ম্যাচের দ্বিপাক্ষিক ওডিআই সিরিজে প্রতি ম্যাচে ৫০ প্লাস স্কোর (ভারতের)

ব্যাটার	প্রতিপক্ষ	সাল
কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত	শ্রীলঙ্কা	১৯৮২
দিলীপ বেঙ্গসরকার	শ্রীলঙ্কা	১৯৮৫
মহম্মদ আজহারউদ্দিন	শ্রীলঙ্কা	১৯৯৩
মহেন্দ্র সিং ধোনি	অস্ট্রেলিয়া	২০১৯
শ্রেয়স আইয়ার	নিউজিল্যান্ড	২০২০
ঈশান কিষান	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০২৩
শুভমান গিল	ইংল্যান্ড	২০২৫

৫০ ইনিংসের পর সর্বাধিক রান (ওডিআই)

রান	ব্যাটার
২৫৮৭	শুভমান গিল
২৪৮৬	হাশিম আমলা
২৩৮৬	ইমাম-উল-হক
২২৬২	ফখর জামান
২২৪৭	শাই হোপ

ওডিআই কেরিয়ারের সপ্তম শতরানের পর শুভমান গিল। বুধবার আহমেদাবাদে।

ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করার পর ট্রফি নিয়ে উল্লাস টিম ইন্ডিয়ার। বুধবার।

আরও উন্নতির ডাক রোহিতের

অন্যতম সেরা ইনিংস : গিল

আহমেদাবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রথম ম্যাচে ১৩ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছিলেন। সিরিজের শেষ টক্করে আজ কোনও আক্ষেপ রাখতে রাজি ছিলেন না শুভমান গিল। ক্রিকেটীয় শটের ফুলঝুরিতে ১১২ রানের দৃষ্টিনন্দন ইনিংসে ম্যাচে ব্যবধান গড়ে দিলেন।

সাফল্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে শুভমান যে ইনিংসকে কেরিয়ারের অন্যতম সেরা আখ্যা দিলেন। সেরার পুরস্কার হাতে বলেছেন, 'দারুণ অনুভূতি। আমার অন্যতম সেরা ইনিংস। শুরুতে পিচ সহজ ছিল না। পেসাররা সাহায্য পাচ্ছিল। পাওয়ার প্লেতে তাই উইকেট ধরে রেখে স্ট্রাইক রোটেটে জোর দিয়েছিলাম। মোমেন্টাম পাওয়ার পর হাত খুলি। বাড়তি চিন্তা, পরিকল্পনা নয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে প্রয়োগের সুফল পেয়েছি।'

৩-০ সিরিজ জয়। বাজবলকে গুঁড়িয়ে দেওয়া। মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে যা রসদ জোগাবে। গর্বিত অধিনায়ক রোহিতের মুখেও সেই কথা। একইসঙ্গে আরও উন্নতির কথাও মনে করিয়ে দিলেন। সতীর্থদের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার বার্তা, চ্যাম্পিয়ন টিম হতে গেলে প্রতিটি ম্যাচে উন্নতির ভাবনা নিয়ে নামতে হবে।

ব্যাটে-বলের প্রায় নিখুঁত ক্রিকেট। ৩৫৬-র রান-এভারেস্ট গড়ে ম্যাচ প্রায় পকেটে পুরে নেয় ব্যাটাররা। যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে পেস-স্পিনের যুগলবন্দিতে বাজিমাত। রোহিতের কথায়, ইংল্যান্ডের ব্যাটিং বেশ শক্তিশালী। দলে একঝাঁক আগ্রাসী ব্যাটার। তুল্যমূল্য টক্করের আশা করেছিলেন। তবে বোলাররা কাজটা সহজ করে দেয়। কৃতিত্বটা বোলারদেরও দিতে হবে।

হোয়াইটওয়াশ হলেও ক্ষতি নেই। লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ড্রেস রিহার্সাল। আহমেদাবাদে পা রাখা ইংল্যান্ড শিবিরে যে ভাবনা ঘুরপাক খেলেও আজকের বিশ্রি হারের ধাক্কা সামলানো সহজ নয়। ভারত সব বিভাগেই যে টেক্কা দিয়েছে, মেনে নিচ্ছেন জস বাটলারও। ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, ভাবনায় ভুল ছিল না। গণ্ডগোল পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের অভাব। আশাবাদী যত দ্রুত সম্ভব সমস্যাগুলি মিটিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে ইংল্যান্ড।

একই মাঠে তিন ফরম্যাটে শতরান

ফাফ ডুপ্লেসি
ওয়ান্ডারার্স, জোহানেসবার্গ

ডেভিড ওয়ার্নার
অ্যাডিলেড ওভাল

বাবর আজম
ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, করাচি

কুইন্টন ডি কক
সুপারস্পোর্ট পার্ক, সেঞ্চুরিয়ান

শুভমান গিল
নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ

কোয়ার্টারে লক্ষ্যরা

কুইংদাও (চিন), ১২ ফেব্রুয়ারি : ব্যাডমিন্টন এশিয়া মিক্সড টিম চ্যাম্পিয়নশিপে জয় দিয় শুরু করলেন ভারতীয় শাটলাররা। প্রথম ম্যাচেই তারা ৫-০ ব্যবধানে ম্যাকাউকে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করলেন। জাতীয় গেমসে সোনাজয়ী মিক্সড ডাবলস জুটি সতীশ কুমার করুণাকরণ-আদ্য ভারিয়াথ শুরুতেই ২১-১০, ২১-৯ পয়েন্টে জেতেন চং লেয়ং-ওয়েং চি নগ জুটির বিরুদ্ধে। পরের ম্যাচে পুরুষদের সিঙ্গলসে লক্ষ্য সেন ২১-১৬, ২১-১২ পয়েন্টে জিতে ভারতের পক্ষে স্কোর ২-০ করেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে মালবিকা বানসোদ দাঁড়াতেই দেননি হাও ওয়াই চানকে। মালবিকার পক্ষে স্কোর ২১-১৫, ২১-৯। এমআর অর্জুন-চিরাগ শেট্টি পুরুষদের ডাবলসে ২১-১৫, ২১-১৯ পয়েন্টে হারান চিন পন পুই-কক ওয়েন ভং-কে। শেষ ম্যাচে বিশ্বের ৫ নম্বর মহিলা ডাবলস জুটি তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ ২১-১০, ২১-৫ পয়েন্টে জিতেছেন এনজি ওয়েং চি-পুই চি ওয়ার বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার পরের ম্যাচে লক্ষ্যদের প্রতিপক্ষ কোরিয়া।

পিতৃবিয়োগ মণিকার

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : টেবিল টেনিস তারকা মণিকা বাত্রার বাবা গিরীশ বাত্রা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫। রেখে গেলেন কন্যা মণিকা ও স্ত্রী সুষমা বাত্রাকে। মঙ্গলবারই দাহকাজ সম্পন্ন করা হয়। মণিকার সাফল্যে পিতা গিরীশের বড় ভূমিকা ছিল। বর্তমানে র‍্যাংকিংয়ে ৩৮ নম্বরে থাকা মণিকা ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের সিঙ্গলস এবং দলগত বিভাগে সোনা জেতেন। একই সঙ্গে মহিলাদের ডাবলসে রুপো ও মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ জেতেন ২৯ বছরের এই প্যাডলার। ২০১৮ জাকার্তা এশিয়ান গেমসে মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ জেতেন মণিকা।

উত্তরের খেলা

৩ উইকেট দিলখুশের

জলপাইগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জেলা সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার উদয় সংঘ ১৯ রানে জলপাইগুড়ি অ্যাথলেটিক ক্রিকেট সেন্টারকে হারিয়েছে। প্রথমে উদয় ২৯ ওভারে ১৫২ রানে অল আউট হয়। বিজু সূত্রধর ২৮ রান করেন। দিলখুশ কুমার ২৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে জেএসিসি ৩০ ওভারে ১৩৩ রানে আটকে যায়। শুভদীপ সরকার ২৬ রান করেন। অরিজিৎ দাস ও অরিজিৎ ঘোষ ৩ উইকেট।

জয়ী গাদোপাতা

শীতলকুচি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বিএসএফের ১৫৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে গাদোপোতা স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রীতি ফুটবলে গাদোপাতা ৪-০ গোলে হারিয়েছে উত্তর রাজবাড়ি যুব সংঘকে। রাহুল আলম জোড়া গোল করেন। বাকি গোল বাপ্পি আলম ও রাহুল আলমের।

মোহনবাগানে একাধিক ফুটবলার নেই কেরালা ম্যাচে

সমস্যায় জেরবার ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে আগামী রবিবার জয়ই এখন পারে লাল-হলুদ শিবিরের চিত্র বদল করতে। নানা ডামাডোলের মধ্যে হঠাৎই ক্লাবের তরফে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে রহস্য আরও বেড়ে গেছে।

এই মুহূর্তে রীতিমতো অসুখী পরিবার বলে মনে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। আগের বেশকিছু হারে রেফারির দোষ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হলেও চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে বিশ্রি খেলে হারের পর আর নিজেদের ছাড়া কাউকে দোষ দেওয়ার মতো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ম্যাচের পর প্রকাশ্যেই ফুটবলারদের খারাপ পারফরমেন্স নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। পরবর্তীতে ঘনিষ্ঠ মহলে নানা বিষয়ে তাঁর ক্ষোভ ঝরে পড়েছে। এসবের জেরে তিনি মরশুম শেষ হলেই দল ছাড়তে পারেন বলেও শোনা যাচ্ছে। দলের অন্যতম সেরা তারকা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসও নিজের সতীর্থ ও সমর্থকদের সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছেন যা সুখকর নয়। এই গ্রিক স্ট্রাইকারও যদি আগামী মরশুমে দলে না থাকেন, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ইস্টবেঙ্গলের এই বিব্রত অবস্থার সুযোগ নিতে মাঠে নেমে পড়েছে আইএসএলের বাকি দলগুলি। আগেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট তাঁকে প্রস্তাব দেওয়ার কথা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়। এবার পিভি বিষ্ণুকে নিতে আসরে নেমেছে মুম্বই সিটি এফসি। তারা বড় অঙ্কের প্রস্তাব দিয়েছে এই তরুণ কেরালাইট উইং হাফকে। এরকম গোলমেলে পরিস্থিতিতে এদিন হঠাৎই ক্লাবের তরফ থেকে কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করাকে ক্লাব সমর্থন করে না বলে একটি বিবৃতি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সেখানে কারও নাম না করা হলেও মনে করা হচ্ছে, বিনিয়োগকারী সংস্থার চিফ টেকনিকাল অফিসার অময় ঘোষালকে সমর্থকদের ক্ষোভের আগুন থেকে বাঁচাতেই এই টুইট।

এই অবস্থায় ইস্টবেঙ্গলকে একমাত্র সাহায্য করতে পারে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ভালো ফল। মার্চের ৫ ও ১১ তারিখ যথাক্রমে ঘর ও বাইরের মাঠে তুর্কমেনিস্তানের দল এফসি আর্কাদাগের বিপক্ষে খেলবেন নন্দকুমার শেখর-আনোয়ার আলিরা। এই দুটি ম্যাচই পারে যাবতীয় ঝুট-ঝামেলা মেরামত করে দিতে। ইস্টবেঙ্গলকে যদি চ্যাম্পিয়নও হয় তাহলে সেমিফাইনাল-ফাইনালে গেলেও পরিস্থিতির উন্নতি হবে। এর সঙ্গে সুপার কাপ জিতলে আবারও এএফসিতে খেলার সুযোগ থাকবে। তখন বহু ফুটবলারই আবার থেকে যাওয়ার কথা ভাববেন বলেই আপাতত এএফসি এবং সুপার কাপেই নজর ইস্টবেঙ্গলের। অস্কারও বলেছেন, 'আইএসএলে আমাদের আর কোনও সুযোগ নেই। তাই এখানে যতটা ভালো জায়গায় সম্ভবত শেষ করে আপাতত এএফসির টুর্নামেন্ট ও সুপার কাপে নজর দিতে হবে। যদিও সুপার কাপ কবে, কোথায় হবে, সেটা জানি না।' তবে আপাতত মহমেডান ম্যাচে জয় তুলে নেওয়াই অস্কার বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য।

এদিকে, কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে সম্ভবত খেলতে পারবেন না আশিস রাই, সাহাল আব্দুল সামাদ ও অনিরুদ্ধ থাপা। তিনজন এদিনও অনুশীলন করেননি। ডাক্তার সবুজ সংকেত দিয়েছেন বলা হলেও তিন ফুটবলারই অনুশীলন করতে পারছেন না চোটের জন্য। সঙ্গে চারটি হলুদ কার্ড হয়ে যাওয়ায় খেলতে পারবেন না গ্রেগ স্টুয়ার্টও। তবে কার্ড সমস্যা কাটিয়ে ফিরছেন আপুইয়া ও টম অ্যালড্রেড।

নাওরেম মহেশ সিংয়ের সঙ্গে অনুশীলনে রিচার্ড সেলিস। বুধবার।

ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচ স্থগিত

ইস্টবেঙ্গল প্রস্তুত, ডায়মন্ডকে নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচ স্থগিত। কলকাতা লিগের খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ইস্টবেঙ্গলও। ডায়মন্ড হারবার এফসি যদিও এখনও দল নামাতে নারাজ।

সূচি ঘোষণার পর থেকেই ডায়মন্ড হারবার ১৩ তারিখ ম্যাচ না খেলার দিকে ঝুঁকে। দল না নামানোর কারণ হিসাবে বলা হয়, ১৪ তারিখ ডেভেলপমেন্ট লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে ম্যাচ। চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ডেভেলপমেন্ট লিগে শুক্রবারের ম্যাচটি পিছোনোর উদ্যোগ নেয় আইএফএ। বুধবার জানানো হয় ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচটি আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে।

ডায়মন্ড হারবার এফসি তবুও দল নামাতে নারাজ। ক্লাবের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিকেল পাঁচটা চল্লিশে আইএফএ ম্যাচ স্থগিত রাখার কথা জানায়। এদিকে, আমরা ডেভেলপমেন্ট লিগ ও আই লিগ টু-এর কথা মাথায় রেখে অনুশীলন করেছি।' ফলে দল কলকাতা লিগের ম্যাচে নামার জন্য মানসিকভাবেও তৈরি নয় বলেও জানান তিনি। উলটোদিকে আইএফএ-ও সিদ্ধান্তে অনড়। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যাচের দিন আর পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়েছেন সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত। তিনি বলেছেন, 'দুই দলই যাতে মাঠে নামে সেজন্য আমরা চেষ্টায় কমতি রাখছি না। এরপরও কেউ না খেললে কিছু করার নেই।'

এদিকে, ইস্টবেঙ্গল এদিন কলকাতা লিগের কথা মাথায় রেখেই প্রস্তুতি সেরেছে। রিজার্ভ দলের সঙ্গেই অনুশীলন করেছেন পিভি বিষ্ণু, জেসিন টিকে সহ আইএসএল স্কোয়াডে থাকা একাধিক ফুটবলার। পূর্ণশক্তির দল নিয়ে মাঠে নামবে তারা। প্রতিপক্ষ ডায়মন্ড হারবার এফসি যতই দল না নামানোর কথা বলুক তা নিয়ে ভাবতে নারাজ লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ। লিগ টেবিলের যা পরিস্থিতি তাতে বৃহস্পতিবার ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ইস্টবেঙ্গল। তবে পরিস্থিতি যা তাতে তারা ওয়াকওভার পেলেও অবাক হওয়ার থাকবে না।

১১ গোল বাগানের খুদেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : অল্পের জন্য সংখ্যাটা একডজন হল না। বুধবার অনূর্ধ্ব-১৩ সাব-জুনিয়ার লিগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১১-০ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এদিন বাঁশবেড়িয়া কিশোর সংঘের মাঠে সাদা-কালোকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করল সবুজ-মেরুনের খুদেরা। স্কোরশিটে নাম তুলেছে মোট ৯ ফুটবলার। তার মধ্যে জোড়া গোল নীরব রায় ও রাজ মুদির। এছাড়া একটি করে গোল সিধু সোরেন, অনুব্রত বাউল দাস, কার্তিক হেমব্রম, সৈয়দ বসির আনোয়ার, জিওন হাঁসদা, সাগ্নিক কুণ্ডু ও অর্চিস্মান পালের।

ড্র গুকেশের

উইসেনহস (জার্মানি), ১২ ফেব্রুয়ারি : ৫৯ চালে নিষ্ফলা ম্যাচ। ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড টুরে আমেরিকার গ্র্যান্ড মাস্টার হিকারু নাকামুরার সঙ্গে ড্র করলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। ফলে টুর্নামেন্টের খেতাবি দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছেন ভারতীয় দাবাড়ু। গুকেশের লড়াই এখন পাঁচ থেকে আটের মধ্যে থাকার। এই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার নামেন নাকামুরার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে কালো ঘুঁটি নিয়ে ড্র করার পর কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ। যদিও টুর্নামেন্টে এই নিয়ে অষ্টম ম্যাচ ড্র করলেন ১৮ বছরের দাবাড়ু।

সন্ধান চাই

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার ছেলে **হরবিন্দ সরকার**, বয়স ২৭, ১৬/১১/২০২৪ তারিখ থেকে নিরুদ্দেশ। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি তাহার সন্ধান পান তবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। M-75860-41126, 98514-91591

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা মুক্তা দাস - কে 04.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 52L 35250 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে অনেককে কোটিপতি হতে দেখেছি এবং এখন আমি একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি এখন বর্তমানে আনন্দের সাথে আকাশে ভাসমান অবস্থায় আছি মনে হচ্ছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

অরবিন্দনগরের জয়ের কারিগর হিমাংশু সিং। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সুপার ডিভিশনে হিমাংশুর ১৭৫

আলিপুরদুয়ার, ১২ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার অরবিন্দনগর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২৬২ রানে আশুতোষ ক্লাব ত্রিশাখাকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে অরবিন্দনগর টসে জিতে ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে হারিয়ে ৩৪৩ রান তোলে। হিমাংশু সিং ১৭৫ রান করেন। দেব শা ১৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে আশুতোষ ক্লাব ১৮.১ ওভারে ৮১ রানে গুটিয়ে যায়। কান্দু রহমান ৩০ রান করেন। হিমাংশু সিং ২২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট নেয়।

বড় জয় জেওয়াইএমএ-র

জলপাইগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জেলা সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার জেওয়াইএমএ ৬ উইকেটে নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগারকে হারিয়েছে। টসে জিতে নেতাজি ৩৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৮ রান তোলে। ধনঞ্জয় দেবনাথ ৩৫ রান করেন। ২ উইকেট নেন সুজিত কুমার যাদব ও সন্দীপন দাস। জবাবে জেওয়াইএমএ ৩০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অভিদীপ্ত বসু ৩৩ রান করেন। ধনঞ্জয় দেবনাথ ২ উইকেট নেন।

২ মার্চ শিলিগুড়িতে আইপিএল ট্রফি

-খবর এগারোর পাতায়

DR. S.C.DEB'S®
রি-ল্যাক্স ট্যাবলেট
কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে এক রাতেই মুক্তি

DR. S.C. DEB
এছাড়াও হাঁটু ব্যাথা ও যে কোন পেশীর ব্যাথার জন্য হোমিওপ্যাথিক -এ রিউমালিন পেন রিলিফ এবং রিউমালিন ফোর্ট ট্যাবলেট এবং আয়ুর্বেদিক -এ রিউমালিন গোল্ড ক্যাপসুল ব্যবহার করুন।
হাঁটু ব্যাথা ??
ব্যাথা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে।
রিউমালিন গোল্ড ক্যাপসুল
আয়ুর্বেদিক ঔষধ
রিউমালিন পেন রিলিফ ট্যাবলেট এবং রিউমালিন ফোর্ট
সমস্ত ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।

Mkt. by:
ডাঃ এস সি দেব হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রাইভেট লিমিটেড
(বন্ডেড এবং ওয়্যার হাউস)
প্রতিষ্ঠাতাঃ নমিতা দেব
আই.এস.ও ৯০০১ : ২০০৮ এবং জি.এম.পি সার্টিফাইড কোম্পানি।
www.drscdebhomoeopathy.com
Customer Care : 07941050780
ডিস্ট্রিবিউটর আবশ্যক। যোগাযোগ করুন : 7044132653 / 9831025321